চন্দ্রশেখর

Micro

The New Minerva Theatre

শ্রীঅমৃতলাল বসু

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

চন্দ্রশেখর	...	দেবগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ
প্রতাপ	...	জমীদার
রামানন্দ স্বামী		
মীরকাশিম	...	বাঙ্গালার নবাব
গুরগণ খাঁ		ঐ সেনাপতি
মহম্মদ তকী	...	মুর্শিদাবাদের ফৌজদার
আলি ইব্রাহিম খাঁ, মহম্মদ ইরফান, আমির হোসেন	...	নবাবের সেনানায়ক
শ্রীনাথ	...	সুন্দরীর স্বামী
গঙ্গালিস	...	পোর্টুগীজ জলদস্যু-সর্দ্দার
আলভারিজ, গোমিশ	...	ঐ সহকারী
গন্ধগোকুল বিশ্বাস	...	কুঠীর দেওয়ান

সর্দ্দার, শিবু, রতন, ছিরু, খোজা, প্রহরী, সনাতন, রামচাঁদ, বকাউল্লা, সিপাহীগণ, কর্ম্মচারী, মুসবুদ্দিন, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রী

শৈবলিনী	...	চন্দ্রশেখরের স্ত্রী
সুন্দরী	...	ঐ জ্ঞাতিভগিনী
রূপসী	...	প্রতাপের স্ত্রী ও সুন্দরীর
	...	সহোদরা
দলনী	...	নবাবের বেগম
কুলসম	...	দলনীর বাঁদী
পার্ব্বতী	...	গঙ্গালিসের দাসী
রাইমণি	...	

'চন্দ্রশেখর'

মূল উপন্যাস - 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫ খ্রিঃ)
রচয়িতা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
নাট্যরূপ - অমৃতলাল বসু (১৮৯৪ খ্রিঃ)

১৮৯৪ খ্রিঃ থেকে বিভিন্ন সময়ে 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হলেও নাটকটি দীর্ঘকাল মুদ্রিত হয়নি। ১৯২৫ খ্রিঃ নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৭২।

নাটকে অমৃতলাল বিন্যাসে ও সংলাপ রচনায় উপন্যাসকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে গেছে।

চন্দ্রশেখরের মূল নাট্যরূপে ইংরেজ চরিত্রগুলির কোন অস্তিত্ব নেই। পরবর্তীকালে রঙ্গালয়ের তাগিদে নাট্যরূপের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ইংরেজ চরিত্রগুলি দৃশ্যান্তরে যোগ করে চরিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর ফলে সংলাপেও পরিবর্তিত হয়েছে। মূল নাটকে প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কের কোন অংশটি সেটি ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনী ও লরেন্স ফস্টর (যেখানে জন (জনসন এবং অ্যামিয়ট) পরবর্তীকালে রচনা করা হয়েছে। প্রথমে অমৃতলালের সময়ে চন্দ্রশেখরের অভিনয় বিচ্ছিন্ন হয়। পরবর্তীকালেও (১৯১২ খ্রিঃ) অমৃতলালকে কোহিনুর থিয়েটারের কর্মকর্তাদের জন্য অনেকটাই বদলাতে হয়। মূল নাট্যরূপের এই অংশই পরিবর্তন করতে হয়। দীর্ঘকাল পরে চন্দ্রশেখরের মূল নাট্যরূপ অবশেষে বসুমতী-সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়।

চন্দ্রশেখর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেদগ্রাম—ভীমা পুষ্করিণী

শৈবলিনী ও সুন্দরী

(গীত)

কালো জল নাচ্‌ছে তালে তালে।
রাঙ্গা বৌয়ের ঢেউ খেয়ে জল নাচ্‌ছে তালে তালে।
লুকিয়ে লাজে জলের মাঝে,
তালগাছের কালো ছায়া নাচ্‌ছে তালে তালে॥
উল্লাসে কলসী দোলে,
এই ডোবে এই ভাসিয়ে তোলে,
ঢেউয়ের তালে দুলে দুলে নাচ্‌ছে তালে তালে।

টুপ্ টুপাটুপ্ ডুব্‌ছে ডাহুক,
আবার ঢেউয়ে চ'ড়ে ওঠে পড়ে নাচ্‌ছে তালে তালে ॥
আমার বাজুর ঘুমুর
ঝুমুর ঝুমুর বাজ্‌ছে তালে তালে ॥
ঢেউ রঙ্গ ক'রে অঙ্গ বেড়ে খেল্‌ছে লুকোচুরি,
এই বুকে উঠে পালায় ছুটে ভারি জারি-জুরি,
ঢেউ আপনি নাচে আমায় নাচায় নাচছে তালে তালে ॥

সুন্দ। নে ভাই, সন্ধ্যা হ'লো, আর এখানে নয়, চল বাড়ী যাই।

শৈব। কেউ নেই ভাই, এখানে আয় না, চুপি চুপি খানিক গান গাই।

সুন্দ। দূর হ—পাপ, ঘরে চ।

শৈব। ঘরে যাব না লো সই, আমার মদনমোহন আস্‌ছে ঐ; যায়, যাব না লো সই।

সুন্দ। মরণ আর কি, মদনমোহন তো ঘরে ব'সে, সেইখানে চল্ না।

শৈব। তারে বল গিয়ে, তোমার মদনমোহিনী ভীমার জল শীতল দেখে ডুবে মরেছে।

সুন্দ। নে, এখন রঙ্গ রাখ্, ডুবে মরবার এত সাধ কেন ?

শৈব। ম'রে বেঁচে থাকাতেই বা লাভ কি ?

সুন্দ। ম'রে বাঁচা আবার কি ? আহা, হা হা, ঠাট্ দেখে আর বাঁচি নে! কেন, কি অসুখে আছ ? শতজন্ম তপস্যা কর্‌লে তবে এমন পণ্ডিত স্বামী পাওয়া যায়।

শৈব। তা বৈ কি, দাম্পত্য-প্রণয়ে একটুমাত্র ব্যাকরণ ভুল হবার যো নেই, সমস্ত দিন হোমকাষ্ঠ আহরণ, সমস্ত রজনী শান্তি-শতক অধ্যয়ন, যৌবনসমাগমরূপ মহাপাতকের জন্যে আগামী বাসন্তী পঞ্চমীর দিন আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে; মস্তক মুণ্ডন ক'রে শিখা রক্ষা করবো, ভট্টাচার্য্য প্রাণেশ্বর মহাশয়ের ভগ্নী সে দিন আমাদের ওখানে গিয়ে মধ্যাহ্ন জলপান করবেন, আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

সুন্দ। এত যদি, তবে চন্দ্রশেখর দাদাকে বে করেছিলি কেন? তোদের গাঁয়ে কি চাষাভূসো ছিল না? তাদের এক জনকে লাঙ্গল থেকে ছাড়িয়ে এনে গলায় মালা দিতে পারিস্ নি?

শৈব। কি জান সার্ব্বভোম ঠাকুরঝি, মহাস্বয়ম্বরসভা হ'লো, দুশো পাঁচশো সসাগরা পৃথিবীর রাজা এসে সেখানে বস্‌লেন, তার মধ্যে সকলকে অন্ধকার ক'রে তোমার দাদার উদয়; দেখ্‌লেম, নিটোল ললাটে সাক্ষাৎ যেন নবদ্বীপের টোল। উজ্জ্বল নয়ন দুটিতে পাতঞ্জল ভাস্‌ছে, কি বা নাসা, যেন ন্যায়ের বাসা; অধরে হাসি—তাও ঈষৎ, যেন বেদের কোলে উপনিষৎ! আর কি ধৈর্য্য ধরতে পার্‌লুম, একেবারেই রাই উন্মাদিনী হয়ে উঠ্‌লুম আর কি।

সুন্দ। থাম লো থাম, সবাই প্রায় স্বয়ম্বর ক'রে বে করেছে কি না? আমাদেরও তো বাপ-মায়ে দেখে শুনে বে দিয়েছিল, তা ব'লে কি আর স্বামী মনে ধরে নি?—না, তার ঘর করছি নি? তবে বুঝি কেউ মনগড়া বর ছিল? বের আগেই কুন্তী হয়েছিলি না কি?

শৈব। না ভাই, কুন্তীও হই নি, স্ফূর্তিও ধরি নি, তবে তোমার দাদা যদি না আমার গলায় বেড়ি দিতেন, তা হ'লে আমার আর বর জুটতো না ; বোধ হয়, এক রকম বেশ থাকতুম।

সুন্দ। বর জুটতো না কি লো ?

শৈব। তা বৈ কি, এই তো এত কাল আইবুড়ো ছিলুম, এক বুড়ো মা বই ত তিন কুলে আর কেউ ছিল না, কেই বা আমার বের উদ্যোগ কচ্ছিল, আর সেই বনের ভেতর কেই বা খুঁজে এসে বে করবে।

সুন্দ। বনের মাঝে সোনার ফুল ফুটলে ভোমরা সেথায় আপনি যায়, এই দেখ না, দাদা ত গেলেন।

শৈব। তোমার দাদা কি আর আমায় বে করবার জন্যে গিয়েছিল ?

সুন্দ। না, তা জানি, ভবিতব্যয় নিয়ে গিয়েছিল। প্রতাপ সাঁতার দিতে দিতে দাদার নৌকার কাছে জলে ডুবে যায়, তাকে বাঁচিয়ে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্যে তো দাদা তোদের গ্রামে যায়, সেখানেই তো তোকে দেখে—ও যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে ; আগে কত লোক তো সাধ্যিসাধনা করেছিল, তা দাদা তো বে করবো না ব'লে একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন ; তার পর আমরা কেউ কিছু জানি নে, একেবারে বৌ নিয়ে ঘরে এসে উপস্থিত।

শৈব। বৌ আনেন নি, নিতান্ত একটা ভাত-রাঁধুনীর দরকার হয়েছিল, তা আমার মতন এমন গরীবের মেয়ে ছাড়া মিনি মাইনের চাকরাণী পাবেন কোথায় ? তাই এনেছিলেন।

সুন্দ। স্বামীকে রেঁধে খাওয়াতে পারা তো মেয়েমানুষের ভাগ্যের কথা, তার আবার বল্‌ছিস্ কি ? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সত্যি বলবি ?

শৈব। এই ভর সন্ধ্যাবেলা পুকুরজলে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত প্রাণেশ্বরের বোনের সঙ্গে কি মিছে কথা বলতে পারি ?

সুন্দ। নে, রঙ্গ রাখ্। আচ্ছা, যথার্থ বল্ দেখি, তোর মনে মনে প্রতাপকে বে কর্‌বার ইচ্ছা ছিল, না ? তাই দাদার উপর অমন বিষদৃষ্টি পড়েছে। শুনিছি বটে, ছেলেবেলায় দু'জনে গলাগলি ভাব ছিল, দিন-রাত খেলা করতিস, একসঙ্গে দু'জনে গঙ্গায় সাঁতার খেলা হ'তো ; প্রতাপ যে দিন জলে ডোবে, তুইও না সে দিন সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিচ্ছিলি ? ও ডুব্‌লো দেখে তুই ফিরে ঘাটের দিকে পালালি ? মেয়েমানুষ কি না, অবিশ্বাসী জাত।

শৈব। যাক্, ভাই, ও সব কথা আর তুলিস্ কেন ?

সুন্দ। ওঃ, তাই বটে, ধরা প'ড়ে গেছ, আর লুকোবার যো কি ? তা এতই যদি মনে ছিল, তবে বে করিস্‌নি কেন ?

শৈব। দূর দূর, ও কথা কি বল্‌তে আছে ? ওরা যে আমাদের জ্ঞাতি হয়।

সুন্দ। ওঃ, সুবাদে বাধে, তাই বে হয় নি।

শৈব। তা যদি হ'তো, তা হ'লে তোমার বোন্ যে আমার সতীন হতো।

সুন্দ। ওগো মা গো, বাবা গো, ও যে বোম্বেটে ডাকাত গো!

[কল্‌সী ফেলিয়া সুন্দরীর প্রস্থান।

শৈব। হা হা হা হাঃ! কেন, পালাব কেন? আমি ক'দিন সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা কয়ে দেখেছি। সত্যি সত্যি তো বোম্বেটে মানুষ ধ'রে খাবে না; ওরা কি মনে ক'রে আসে? ইণ্ডি-মিণ্ডি কি বলে যে ছাই, আমি বুঝতে পারি নে! বল্‌বে আর কি, আসল কথা—মরেছে। তা বেশ, আমার কি? আমি খানিক খেলাই না, পুরুষকে খেলাতেই ত মেয়েমানুষের জন্ম। বন্দুকই ছোড় আর কামানই দাগ, আমাদের নয়নের ভেতর যে বাণটি আছে, তা হান্‌লে কারুরই আর রক্ষা নাই।

(পোর্টুগিজ গঞ্জালিসের প্রবেশ)

গঞ্জা। I came again fair lady.

শৈব। আমি তো কতবার বলেছি, ও ছাই বুঝতে পারিনে।

গঞ্জা। Oh! Oh! that nasty gibberish, I must speak it I—suppose, হাম again আয়া হায়।

শৈব। কেন, যমের বাড়ীর কি এই পথ?

গঞ্জা। কেয়া বোল্‌টা হায়?

শৈব। বলি, যম কি তোমায় ভুলে গিয়েছে?

গঞ্জা। যম। John you mean, হাম জন নেহি, হাম Ganjalis।

শৈব। ভাল, একটা নতুন কথা শিখলুম, গঞ্জালিস অর্থে বাঁদর!

গঙ্গা। Dear, টোম হামকো love শেকৃতা ?

শৈব। শেকাশেকি কি ? একেবারে নুড়ো জ্বেলে তোমার মুখ পোড়াতে পারি।

গঙ্গা। হাম পুরগুরপুর ছোড় যাগা।

শৈব। বল্‌ছি তো যমের বাড়ী যাও না, কে মাথার দিব্যি দিয়ে মানা করেছে ?

গঙ্গা। Mother country ? No, হাম হুগলী যাগা।

শৈব। তা যাগা তো যাগা, এখানে মর্‌তে এসেছিস কেন ?

গঙ্গা। Canoe ? No Canoe here, green boatমে যাগা, টোম হামরা সাট যাগা ? রোপেয়া ডেগা, hundred, thousand, ten thousand, house, dress, silk, velvet, jewellery.

শৈব। আ মরি মরি, তোমাদের কিষ্কিন্দের কথাগুলি তো বেশ।

গঙ্গা। Base। No ; I am a gentleman on my honour I am telling the truth, যো বোলা ডেগা, I will make you rich, no base proposal. বোলো যাগা ?

শৈব। ভাল যাগা যাগা ক'রে জ্বালালে। এখন এখান থেকে ঝাঁটা খেয়ে দূর হও না। আমায় ঘরে যেতে হবে না ?

গঙ্গা। Dear ! হোম যাটা ?

শৈব। হাঁ, হোম করতেই যাচ্ছি বটে, মুখপোড়া এ কথাটা মিথ্যে বলেনি, আমার স্বামীর কাছে যাওয়াও যা, আর হোম করতে যাওয়াও তা।

গঙ্গা। I will go, forget me not, good bye, good bye.

[প্রস্থান।

শৈব। পোড়ারমুখো নটঘটের কথা বলে না কি? আবার ভাই ভাই বলছিল! ইস্, সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে! যদি জিজ্ঞেসা করে, এত রাত হ'লো কেন, কি বল্‌বো? আর এত ভাবছিই বা কেন? সে ও তাই ছাই জিজ্ঞেস করেছে, তাও যদি একবার গায়ের জ্বালাটা হয়, কি একটু সন্দেহও করে, তা হ'লেও বুঝি সে পুরুষমানুষ। দিন নেই, রাত নেই, কেবল কতকগুলি রুয়ে কাটা পুথি খুলে প্রেমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব এই করছেন, আমাকে একটা মানুষ ভাবে কি কাঠের পুতুল ভাবে, তাও তো বুঝতে পাচ্ছি নি! (পশ্চাতে দৃষ্টি) মুখপোড়া পেছুনে পেছুনে আস্‌ছে না তো? কই, না।

[প্রস্থান।

(গঙ্গালিস ও বিশ্বাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। বিস্যুয়াস্—বিস্যুয়াস্, quick quick follow যাও, লেডী হোম ডেখো?

বিশ্বা। Yes খোদাবন্দ।

গঙ্গা। Hang your খোডাবণ্ড। জলডি go, জলডি go, বাত নেই, বাত নেই, go quick.

বিশ্বা। Yes খোদাবন্দ, যাতা যাতা। he woman বৈ তো নয়, slow

slow walk যাগা। I masculine man, long long পা ফেলেগা, two legএ গিয়ে catch করেগা।

গঙ্গা। পাক্কা খপবর bring, give me that lady, I give you plenty বকসিস্।

বিশ্বা। Very good sir, হাম সব পাকা কর দেগা, এমন many many কিয়া। ছিরে বাগদীকে ঘাল কর্কে উস্‌কো wifeকে কেমন মাষ্টারকে give করাথা। নোকরা ডোমের two two daughter একদম গ্রিধারী মাষ্টারকে give কর দিয়া। You গড্যাম হয়ে ব'সে থাক, ও lady your most obedient servant and oblige।

গঙ্গা। Fair means fail, take সড়কীওয়ালা, লাঠিওয়ালা, ডাকা কর, হাম lady মাংটা, কাল পুরওরপুর যাগা। She must accompany me।

বিশ্বা। You go sir, নৌকায় গিয়ে নাকে oil give ক'রে sleep কর গে। I your slave, slave, my fourteen masculine generation your slave. That lady that lady your order my mother in law I give

গঙ্গা। হা হা হা, টোম বড় ভালা আড্‌মী, টোম শালা বেটা। I you will make you a Zamindar ; go be quick।

বিশ্বা। সেলাম সেলাম, you get seven sons all kings.

[উভয়ের প্রস্থান।

Lawl! oh dear dark damsel. I have taken a fancy for you and I must have you Now or never. Let see. Let see."

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বেদগ্রাম—চন্দ্রশেখরের কক্ষ

চন্দ্রশেখর

চন্দ্র। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনাম্ ॥
সকল শাস্ত্রেই কামরূপ পাপকে মহাশত্রু ব'লে উল্লেখ করে। ইন্দ্রিয়সমূহই বাসনার অধিষ্ঠানভূত। ইন্দ্রিয় প্রবল থাক্‌লে চিত্তবিক্ষেপ হয়ে নূতন কর্ম্মসঞ্চয় হবে না, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ভিন্ন বাসনা বিসর্জ্জনের অন্য উপায় নাই।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥

ভগবানের উক্তি, আত্মা বুদ্ধি হইতেও পরতর। যদি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ পরাৎপরের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয়, তা হ'লে তুচ্ছতম ইন্দ্রিয়ের বশ কেন হব? বাসনার বিনাশ কর্‌তে পার্‌লেই মুক্ত হওয়া যায়।

(শৈবলিনীর প্রবেশ)

শৈব। তুমি এখানে, আমি এই ঘাট থেকে এলুম।

চন্দ্র। এলে, বেশ।

শৈব। বেশ বুঝি, হা হা হা হা!

চন্দ্র। হাসলে যে?

[শৈ]ব। আমি মনে করেছিলুম যে, আমার ঘাটে দেরী হয়েছে, তুমি হয় তো কত বকবে।

[চ]ন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যই তো, এত দেরী হলো কেন?

[শৈ]ব। আজ একটা বোম্বেটে এসেছিল, সুন্দরী ঠাকুরঝি ডাঙ্গায় ছিল, দৌড়ে পালিয়ে এল, আমি জলে ছিলুম, ভয়ে উঠতে পারলুম না, এক গলা জলে দাঁড়িয়ে রইলুম, সেটা গেল, তবে এসেছি।

[চ]ন্দ্র। (অন্যমনস্কভাবে) আর এস না।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥

[শৈ]ব। এখন এস, আহার করবে না?

[চ]ন্দ্র। না, আমি এখন অধ্যয়ন করবো, অনেক রাত্রি হবে। তুমি আহার ক'রে শয়ন কর গে। আমি তো তোমায় অনুমতি দিয়ে রেখেছি; যাও, তাতে কোন দোষ নাই। আমার তো প্রত্যহই রাত হয়, তুমি ছেলেমানুষ, কেন আমার জন্য কষ্ট সহ্য করবে।

[শৈ]ব। একটু সকাল সকাল খেলেই বুঝি সব কষ্ট যায়?

[চ]ন্দ্র। কেন, তোমার আর কোন কষ্ট হয়েছে না কি?

[শৈ]ব। কিছু না, তোমার কাজ তুমি কর—পুথি পড়।

[প্রস্থান।

[চ]ন্দ্র। আহা, এ কুসুমপ্রতিমা সদাই মলিন থাকে, আমার গৃহে এসে শৈবলিনী সুখী হলো না; হায়, কেন আমি একে বিবাহ

(গীত)

কেন কেন কেন যারে নাহি পায়।
উচাটন মন তারে ধরিবারে ধায়॥
রবি বিরাজে আকাশে,
কমলিনী জলে ভাসে,
কি আশে সে হেসে হেসে ভানু পানে চায়।
চেয়ে চেয়ে নলিনী মলিনী মিছে হয়॥

নেপথ্যে—নবাব মনসুরল্ মুলক মির্জ্জা মহম্মদ মীরকাশিম আলি খাঁ হয়বৎ জঙ্গ বাহাদুর।

দল। ও মা, এই যে আস্‌ছেন! আজ আমার কি সৌভাগ্য!

(নবাবের প্রবেশ)

নবা। দলনী বিবি, কি গান গাচ্ছিলে?

দল। আমি—আমি—গান—না—না—না।

নবা। লজ্জা কি, তুমি যা গাচ্ছিলে, গাও, আমি শুনবো।

দল। (স্বগত) প্রাণেশ্বর, তুমি এসেছ, তোমার মুখপানে চেয়ে আমি মোহিত হয়েছি, জ্ঞানহারা হয়েছি, আর কি আমার গান গাবার শক্তি আছে? গান দূরে থাক, আমার মুখে কথাই ফুটছে না, দেখা পেলে কত কি বল্‌বো মনে করেছিলুম, কিছুই বল্‌তে পাচ্ছিনি, আমার সমস্ত প্রাণ চোখের ভেতর এসেছে, প্রাণ ভ'রে—আঁখি ভ'রে তোমায় দেখ্‌ছি।

নবা। কি ভাবছো? গাইলে না?

দল। এ ঠিক হচ্চে না, যন্ত্রটা সুরে মিল্‌ছে না।

নবা। বেশ হয়েছে, তুমি ওরির সঙ্গে গাও।

দল। আপনি বুঝি মনে কচ্চেন, আমার সুরবোধ নেই?

নবা। না না, তুমি গাও, যেমন ক'রে পার গাও, তোমার মধুর কণ্ঠে আমার প্রাণ জুড়ুবে।

দল। না, আমি গাইব না।

নবা। কেন, রাগ না কি?

দল। কলকেতায় ইংরাজরা যে বাজনা বাজিয়ে গান গায়, যদি তাই একটা আনিয়ে দেন, তবেই আপনার সাম্‌নে আবার গাইব, নইলে আর গাইব না।

নবা। যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, তবে অবশ্য দেব।

দল। কাঁটা পড়বে কেন?

নবা। বুঝি তাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, কেন, তুমি সে সকল কথা শোননি?

দল। শুনেছি। (স্বগত) শুনেছি বলেই তো ভাবনার অকূল পাথারে ভাসছি, আমার মনে অনবরত নানা আশঙ্কা হচ্ছে।

নবা। দলনী বিবি, অন্যমনা হয়ে কি ভাবছো?

দল। আপনি এক দিন বলেছিলেন যে, যে ইংরেজের সঙ্গে বিবাদ কর্‌বে, সেই হারবে! তবে কেন আপনি তাদের সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে চান? আমি বালিকা,—দাসী, এ সকল কথা বলা আমার নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু বলবার একটি অধিকার আছে, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমায় ভালবাসেন।

নবা। সে কথা সত্য; দলনী, আমি তোমায় ভালবাসি, তোমায় যেমন ভালবাসি, আমি কখনও স্ত্রীলোককে এমন ভালবাসিনি, বা বাস্‌বো ব'লে মনে করিনি।

দল। (স্বগত) নাথ, নাথ, কি মধুর কথা শোনালে, আমার প্রাণে অমৃত ঢেলে দিলে, আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে, আহা, ভালবাসেন, আমায় ভালবাসেন, আপনি বল্‌লেন, আমায় ভালবাসেন।

নবা। ও কি দলনী, তোমার চোখে জল কেন?

দল। কৈ—না না, আমি বলছিলুম, যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হবে, সেই হারবে। তবে কেন তাদের সঙ্গে বিবাদ করুতে প্রস্তুত হচ্ছেন?

নবা। কি করবো, আমার আর উপায় নেই। *

দল। প্রাণেশ্বর, আপনি যা বললেন, তাতে আমি কি বল্‌বো, কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে, আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাবেন না।

নবা। এ বিষয়ে কি বাঙ্গালার নবাবের কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে?—না বালিকার কর্ত্তব্য যে, এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়?

দল। আমি না বুঝে বলেছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলেই এই সকল কথা বলেছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।

নবা। কি?

দল। আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লয়ে যাবেন।

নবা। কেন? তুমি যুদ্ধ করবে না কি? আমারে বল, গুরগণ খাঁকে বরতরফ ক'রে তোমায় বহাল করি।

দল। দাসীকে বিদ্রূপ করছেন, না ভৎ‌র্সনা করছেন? আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি?

নবা। না দলনী, ভৎ‌র্সনা করি নি, তোমায় কি আমি কষ্ট দিতে পারি? কেন যেতে চাও?

দল। আর কেন, আপনার সঙ্গে থাক্‌বো ব'লে।

নবা। না, ছি, তা কি হয়?

দল। প্রাণনাথ, আমি আপনার—

নবা। না দলনী, আর অনুরোধ করো না, এ অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পার্‌বো না! তুমি কিছু মনে করো না।

দল। ভাল, জাঁহাপনা—

নবা। আবার ও কথা কেন?

দল। না, আমি সে কথা বলছি নি, আমি জিজ্ঞেস করছিলুম, আপনি তো গণনা করতে জানেন, বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকব?

নবা। হা হা হা, আচ্ছা, তবে কলমদান দাও।

দল। কুল্‌সম্, কলমদান।

(কুল্‌সম্ কর্তৃক কলমদান প্রদান ও নবাব গণনায় নিযুক্ত হওন)

দল। (স্বগত) এইবার নাথ, আমি তোমার জ্যোতিষবিদ্যা পরীক্ষা করবো, তুমি যতই নিষেধ কর, যুদ্ধ বাধ্‌লে দলনী যেথায় থাকবে,

তা সে মনে মনেই জানে ; নাথের চরণ বিনে এ দাসীর আর স্থান নাই।

নবা। ওয়াইহিয়াদ! ওয়াইহিয়াদ! কখনই হ'তে পারে না! কি আশ্চর্য্য। (কাগজ ছিন্নকরণ)

দল। কি! কি! কি দেখ্‌লেন?

নবা। যা দেখ্‌লুম, তা অতি ভয়ঙ্কর! অত্যন্ত বিস্ময়কর! তুমি শুনো না।

(প্রস্থানোদ্যত)

দল! কোথায় যান?

নবা। এখনি মুর্শিদাবাদে পরোয়ানা পাঠাতে হবে, সেখানে বেদগ্রামে চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করেন, তিনিই আমায় গণনা শিখিয়েছিলেন, তাঁকে ডাকিয়ে একবার গণাতে হবে।

[প্রস্থান।

দল। হা অদৃষ্ট! যদি এলেন তো দু'দণ্ড বস্‌লেন না, আমিই বিদেয় কর্‌লুম, কেন আমি তাড়াতাড়ি আজ এ কথা তুল্‌লুম? প্রাণেশ্বরের প্রাণ উচাটন ক'রে দিলুম! ওঁর এই উৎকণ্ঠার সময় একটু আরাম পেতে এসেছিলেন, তাতে বাধা দিলুম! আপনিও অমৃতময়-সহবাস-সুখে বঞ্চিত হলুম। হা রে, অধম স্ত্রীলোক! অতি কৌতূহলী হয়ে তোরা আপনাদের সর্ব্বনাশ

আপনারা আনিস্। আর কি আস্‌বেন ? আর কি আর দেখা পাব ? দেখি একবার কুল্‌সমকে পাঠাই, সংবাদ নিই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সুন্দরীর পিত্রালয়

সুন্দরী ও শ্রীনাথ

শ্রীনা। বলি, একবার বাড়ী যাব না ?

সুন্দ। কেন যাবে না ?

শ্রীনা। বলি, একবার সেখানে কি হচ্ছে টচ্ছে দেখে শুনে, ফিরে মাসের মাঝামাঝি আস্‌বো।

সুন্দ। কেন আস্‌বে ?

শ্রীনা। আস্‌বো না ?

সুন্দ। কেন আস্‌বে না ?

শ্রীনা। বলি তাই তো, আসবই তো বল্‌ছি।

সুন্দ। কেন বল্‌ছো ?

শ্রীনা। তা বল্‌বো না, কি গেরো, খালি বলে কেন কেন ?

সুন্দ। তুমি যাই যাই বল্‌তে পার, আর আমি কেন কেন বল্‌তে পারি নি ?

শ্রীনা। তবে যাই?

সুন্দ। যাও, না।

শ্রীনা। আসি তবে। (অগ্রসর হওন)

সুন্দ। (হাঁচি)।

শ্রীনা। এ হে হে, পা বাড়াতেই বাধা পড়লো, হাঁচলে?

সুন্দ। যেমন আমার কথা ঠেলে যাচ্ছিলে।

শ্রীনা। কৈ তোমার কথা ঠেললুম? তুমি তো "যাও" বললে?

সুন্দ। ভাল ক'রে শুনেছিলে কি? "না" বললুম না?

শ্রীনা। কি জ্বালা, একবার বাড়ী যাব না? আচ্ছা, না হয় এই মাসকাবারেই আসবো?

সুন্দ। কেন, মাইনে নিতে? তা সে সময় টাকাকড়ি হাতে থাকবে কি না, বলতে পারি নি।

শ্রীনা। যিনি মাইনেতে এত জোর, এর উপর মাইনে দিলে যে কি করতে, বুঝতে পারি নি।

সুন্দ। কি, মাইনে দিই নি? এখানে অমনি থাক বুঝি?

শ্রীনা। তা দাও দাও বেশ কর, এখন একবার ছেড়ে দাও, বাড়ীটে ঘুরে আসি। লক্ষীটি।

সুন্দ। কি ঠাউরেছ বল দেখি?

শ্রীনা। কি ঠাওরাব? কেন?

সুন্দ। ভদ্রলোকের মত চাদরখানা, লাঠিগাছটা দাও দেখি।

শ্রীনা। সে কি! সত্যি সত্যি ছেড়ে দেবে না?

সুন্দ। আবার মিথ্যা মিথ্যা ছেড়ে দিতে হয় কেমন ক'রে, তা আমি জানি নি। (চাদর ও ছড়ি লণ্ডন)

দ্রিনা। ও কি ও, সত্যি সত্যি চাদর লাঠি কেড়ে নিলে ?

সুন্দ। পাঁচ জন লোক ডাক, দেখুক তারা, সত্যি কি মিথ্যা।

দ্রিনা। দেখ, আমি বড্ড রাগ করবো।

সুন্দ। একেবারে বড্ড ? একটু ছোট-খাট নয় ?

দ্রিনা। না, যথার্থ আমার রাগ হচ্ছে।

সুন্দ। পুরুষের লক্ষণই তো বটে।

দ্রিনা। আমা'র কি ঘর-জামাই হয়ে থাকতে হবে না কি ?

সুন্দ। আলবৎ।

দ্রিনা। স্ত্রীর বশীভূত হয়ে আপনার বাড়ী, ঘর, দোর ছেড়ে দেবো ?

সুন্দ। আপনার বাড়ী, ঘর, দোর ? সে-ও আমার বাড়ী, এ-ও আমার বাড়ী, যখন যেখানে হুকুম করবো, তখন সেখানে থাকবে।

দ্রিনা। তা ঠিক ঠিক, সে-ও তোমার বাড়ী বটে। আমার বাড়ী তোমার বাড়ী কি ভিন্ন ?

সুন্দ। এই তো বেশ নাড়ীজ্ঞান আছে দেখতে পাচ্ছি! তবে এখানে থাকতে হ'লে ঘর-জামাই ব'লে মনে হয় কেন ?

দ্রিনা। না,—তা নয়,—না—না।

সুন্দ। তুম দেরে তেরে না, দেরে তেরে না, খুবই রাগিণী ভাঁজছো যে ?

দ্রিনা। তুমি যে আমায় ক্রমে বেকুব বানালে ?

সুন্দ। আর বুঝলে ? সাত পাকে বেড়ে রেখেছি, জান না ?

শ্রীনা। তবে যাওয়া হলো না ?

সুন্দ। না। সুন্দরী ঠাক্‌রুণ এখন হাওয়া খেতে যাবেন, তুমি গিয়ে তার ঘর চৌকি দাও।

শ্রীনা। বেশ, হাতে পেয়েছ, যা ইচ্ছে, তাই করতে পার।

সুন্দ। শুতে যাচ্ছ ?

শ্রীনা। হঁ, কি আর করবো, যেতে তো দিলে না !

(প্রস্থানোদ্যত)

সুন্দ। যাও। হা হা হা ! ও বামুন ঠাকুর, ও বামুন ঠাকুর ?

শ্রীনা। (ফিরিয়া আসিয়া) কি,—আমাকে না কি ?

সুন্দ। তবে আর কাকে ?

শ্রীনা। ঐ রকম ক'রে বুঝি ডাকতে হয় ?

সুন্দ। তবে কি ব'লে ডাকবো ? কর্ত্তার এমনি নামটি যে, সখ ক'রে যে আদর ক'রে ডাকবো, তার-ও যোটি নাই।

শ্রীনা। কেন, নামে কি হয়েছে ? শ্রীনাথ, মন্দ নামটা কি ?

সুন্দ। ঐ তো মুস্কিল, আদর ক'রে ডাকতে গেলে প্রাণনাথ বলতে হয়।

শ্রীনা। আর তোমার প্রাণনাথ ব'লে আদরে কাজ নেই।

সুন্দ। রাগ করেছ ? ছিঃ ! রাগ করতে কি আছে ? আমি তোমার সোনাটি, লক্ষ্মীটি, সুন্দরীটি, তুমি আমায় একলা ফেলে চ'লে গেলে আমার যে মন কেমন করবে ; আমি যে কাঁদতে থাকবো,

সংসারের কাজকর্মে মন যাবে না, বুড়ো রোগা মা'র সেবাশুশ্রূষা মন দিয়ে করতে পারবো না, আর তুমি এখানে থাকলে আমি অমনি লাটামটির মত ঘুর্-ঘুর্ ক'রে ঘুরে বেড়াব, কত কাজ করবো, তোমার পানে আড়ে চেয়ে চেয়ে হাসবো, হলো রাঁধতে রাঁধতে তোমার সোনাপানা মুখখানিতে একটু হলুদ মাখিয়ে দিয়ে যাব। তুমি যেও না, লক্ষ্মীটি। তোমায় কে বলে ঘর-জামায়ে ? কে না জানে, তোমার তালুক আছে, বিষয় আছে ? কেউ বল্‌লে আমি বলবো না যে, আমার পাখা করবার ভাল লোক পাওয়া যায় না ব'লে তোমায় থাকতে হয়। লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না, যেও না, আজ মাইনের উপর কিছু উপরি পাবে।

(গীত)

তোমায় কি ছাড়তে পারি রসরায়।
পলকে প্রলয় হেরি হারালে তোমায়।
তুমি কোথাকার কে ছিলে পর ;
মন চুরি ক'রে নিলে সেজে এসে বর,
তাই কাটকেতে আটক দিছি, বেড়ি দিয়ে জোড়া পায়।
আঁখি দুটি কোতোয়াল,
চৌকি আছে দারোয়ান,
ফাঁকি দিয়ে তারে কি আর, পালিয়ে কোথা যাওয়া যায়।
চুরি ক'রে জারিজুরি এ যে দেখি বড় দায়!

শৈবলিনী। ঐ—তো, ঐ অমনি ক'রে ক'রেই তো ক্রমে আমায় ক্ষেপা ক'রে তুল্‌লে।

সুন্দ। বেশ তো, ভাল না? ছিলে গাছে, মাটীতে নাবলে, ক্রমে সমাজে ঢুকছো, আর বছর দুই বাদে একেবারে মানুষ ক'রে তুলবো।

শ্রীনা। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে?

সুন্দ। শুধু কথায়?

শ্রীনা। কিছুতেই নয়, যাই শুই গে।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

সুন্দ। যাও। তেমন রাগে না, রাগাবার জন্যে কত করি, তবু তত রাগাতে পারি নি। রাগ্‌লে কি করে, আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে হয়। স্বামিস্ত্রীতে কেমন ক'রে ঝগড়া হয়! আমাদের কখনও ঝগড়া হলো না।

(প্রতাপের প্রবেশ)

ওঁমা! এ কি, এ কি, এ কি, কোন্ দেশের মানুষ গো আমাদের বাড়ী? আমি যে চিনতে পাচ্ছিনি, তুমি চোরটোর তো নও? চৌকিদার ডাক্‌বো না কি?

প্রতা। বেশ, তোমার বোন তো হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়েছেন, তার উপর আবার তুমি চৌকিদার ডাকতে চাচ্ছ? তা হ'লে আর আমি যাই কোথা?

সুন্দ। তবু ভাল, তবু ভাল, এ দিকে যে পথ ভুলে এসে পড়েছ? হঠাৎ কি মনে ক'রে? বাড়ীর সব ভাল তো? রূপসী ভাল আছে ত?

প্রতা। হ্যাঁ—সব ভাল। তোমরা ভাল আছ? এসেছিলুম একবার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে, তা তো শুনলুম, তিনি নবাবের তলপে মুর্শিদাবাদ গেছেন।

সুন্দ। হ্যাঁ, নবাব কেন হঠাৎ চন্দ্রদাদাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তা, ওদের বাড়ীই গেছলে? বোয়ের সঙ্গে দেখা হলো? খেতে টেতে বললে না? তোমায় চিনতে পারলে ত?

প্রতা। চিনতে পারবে না কেন?

সুন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ থুড়ি থুড়ি, আমারই ভুল হয়েছে, চিনবে না—খুব চিনবে, তুমি হচ্ছ শৈবলিনীর খেলাঘরের বর। তা এত দিনের পর ক'নের সঙ্গে দেখা হলো, কি বললে?

প্রতা। ছিঃ, ও কি তামাসা? চন্দ্রশেখর ঠাকুর আমার জীবনদাতা, শুধু তাই নয়, আমার আশ্রয়দাতা, আমার যা কিছু সম্পত্তি-প্রতিপত্তি, সবই তাঁর কৃপায়, তুমি যে আমার ঠাকুরঝি, তার মূলও তিনি। তাঁর সহধর্ম্মিণীকে উদ্দেশ ক'রে কি আমায় তামাসা করতে আছে?

সুন্দ। এখনকার কথা কি বলছি! ছেলেবেলাকার ভাব কি একেবারে ভোলা যায়? শৈবলিনী এখনও সময় সময় তোমায় ভাবে, তুমি ভুলে গেছ কি না, জানি নি, সে কিন্তু তোমায় একেবারে ভোলে নি।

প্রতা। আমি তবে এখন আসি?

সুন্দ। সে কি! এসেই যাবে, পাগল হলে না কি? না খেয়ে দেয়ে কি যাওয়া যায়? অনেক দিন রূপসীকে দেখি নি, তার কথাবার্ত্তা

তোমায় জিজ্ঞাসা করবো, তুমি বসো বসো, ঐ চণ্ডীমণ্ডপে গে বসো, আমি খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ করি গে। (স্নান-আহ্নিক হয় নি, বেলা ঢের হয়েছে, আমার সেই মানুষটা বুঝি ঘরে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে, দিচ্ছি নড়া ধ'রে টেনে তুলে তোমার কাছে পাঠিয়ে, বসো, যেও না মাথা খাও।)

[প্রস্থান।

প্রতা। এও বললে, শৈবলিনী এখনও আমায় ভোলে নি, তারও কথাতে—দৃষ্টিতে তাই প্রকাশ পেলে, সেই জন্যে আমি তাড়াতাড়ি চ'লে এলুম, ভুলে নি। আমিই কোন্ একেবারে ভুলেছি? বাল্যের সেই সরল প্রণয় কি একেবারে ভোলা যায়? আহা, কত দিন,—সে কত দিন হলো, সন্ধ্যাকালে আম্রকাননে ব'সে আমি ভাগীরথীর কলকল্লোল শ্রবণ করতুম, আর আমার পদ-তলে নবদূর্বাদলশয্যায় শয়ন ক'রে শৈবলিনী নীরবে আমার মুখপানে চেয়ে থাকতো, বালিকা ক্ষুদ্র করপল্লবে বনকুসুম চয়ন ক'রে মালা গেঁথে আমার গলায় পরাতো, আপনার কবরীতে পরতো, আপনার মাথার মালা আমার গলায় দিত, আমার গলার মালা আপনার মাথায় পরতো। মালাপরা নিয়ে দুজনে কত মিথ্যা কলহ করতুম। সে কলহ যে কত মিষ্ট, তা কে জানবে? আকাশে তারা গুণতুম, জলে নৌকা গুণতুম, চাঁদের কিরণে দীঘির জলে সোনাজলা দেখে দু'জনে আহ্লাদে বিভোর হতুম। ওহো! বাল্যপ্রণয়ে কি অভিসম্পাত আছে?

কোথায় গেল সেই বাল্যখেলা! কোথায় সেই খেলতে খেলতে খেলা ভুলে অবাক্ হয়ে দু'জনে দু'জনের মুখপানে চেয়ে থাকা! সেই মধুর মুখ! সেই সরল কটাক্ষ কালপ্রবাহে কোথায় ভেসে গেল! শৈবলিনী আমার হলো না, আমি শৈবলিনীর হলুম না! আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, শৈবলিনী এ জীবনে আমার হবে না। কঠোর শাস্ত্রশাসন আমাদের মিলনের পথে দুর্ভেদ্য ব্যবধান ছিল। বুঝতে পেরেছিলুম, তাই শৈবলিনীকে ব'লে জাহ্নবীর শীতল কোলে চিরজীবনের জন্য জুড়াতে গিয়েছিলুম। শৈবলিনী বালিকা—ভয় পেলে, ডুবতে পারলে না। আমি তো ডুবেছিলুম, বিধাতা কেন আমায় বাঁচালেন? এ ব্রাহ্মণের নৌকা কেন সেখানে তখন উপস্থিত হলো? সব গিয়েছে—কেবল স্মৃতি আছে, কিন্তু স্মৃতি লোপ করতে হবে। বাল্যের স্মৃতি লোপ করবো বলেই আমি রূপসীকে বিবাহ করেছি। শৈবলিনী এখন পরস্ত্রী, আমার জীবনদাতা, আশ্রয়দাতা, গুরুতুল্য চন্দ্রশেখরের সহধর্ম্মিণী; তার চিন্তা করলেও আমার মহা পাতক। শৈবলিনী ব'লে সংসারে যে কোন রমণী আছে, এ কথা আমায় একেবারে ভুলতে হবে। আজ শৈবলিনীকে আমার দেখা দেওয়া ভাল হয় নি, আর কখনও দেখা দেব না, অবলা বালা—দেখলেই মনে পূর্ব্বের কথা জাগতে পারে। আহা! ছেলেবেলার সে প্রণয় বড় মধুর! বড় মধুর! হোক মধুর, তবু ভুলবো, আমি শৈবলিনীকে ভুলবো! শৈবলিনীও যাতে আমায় ভোলে, তাই করবো, বেদগ্রামে আর পদার্পণ করবো না। কেন

বুড়ীর খাল ব'লে একটা খাল আছে, বল্‌লে না প্রত্যয় যাবে, দশ বিশ আড়াই শো ডাকাত—

শিবু। হ্যাঁ! একেবারে ঢাল-তলওয়ার কিরিচ বাঁধা, নৌকার উপর ব'সে, ঘোড়ার লাগাম ক'সে—

সর্ব্বে। কি মস্করা কর, দেখতে যদি—

শিবু। বলি, সে তো দেখি নি, কাল রাত্রে কোন্ একবার কেরামতিটে দেখিয়েছিলে? ডাকাত তো আর চুপি চুপি এসে লুটে নিয়ে যায় নি? মশাল জ্বেলে, হল্লা ক'রে গাঁ মাতিয়ে তুলেছিল তো, ছিলে কোথায়?

সর্ব্বে। ছিলুম কোথায়, আমি থাকলে কি আর চোখের সাম্‌নে এ কাণ্ডটা হ'তে পারে? আমি তো তিন দিন গ্রামছাড়া, সকালে এসে তবে তো শুন্‌ছি, আরে ছ্যা! ছ্যা! গ্রামে তো মানুষ নেই, হায় রে সেকাল!

রত। ও সর্ব্বেশ্বর খুড়ো, সে কি গো? কাল যে তোমার সঙ্গে আমার এক প্রহর রাত্রের পর দেখা হয়েছে? সেই খেলারামের দোকান থেকে বাতাসা কিনে নিয়ে যাচ্ছিলে?

সর্ব্বে। গ্যাখ্ রত্না, মিছে কথা বলিস নি, কখন্ রে ব্যাটা?

রত। মিছে কথা! সেই দেখা হলো না? যখন তুমি সেই বাতাসা হাতে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে দিনি কুমুরণীর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কচ্ছিলে? আমি আরও বল্‌লুম, খুড়ো এত রাত্রে যে? তাতে তুমি বল্‌লে, এঁ বাবা, এই খেলারামের দোকানে গিয়েছিলুম বাতাসা আন্‌তে।

সর্ব্বে। আ মলো যা, তুই গাঁজা-টাজা খাস না কি? খেয়াল দেখে থাকিস্? আমার কা'ল জ্বরের পালা গেছে, সন্ধ্যের আগে থেকে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে, ঘরের বার হই নি, আর তুই আমাকে দিনি কুমোরণীর সঙ্গে দেখ্লি?

শিবু। সে কি খুড়ো! এই যে তুমি বল্লে, তিন দিন গাঁয়ে ছিলুম না? আবার বল্ছো জ্বর হয়েছিল, ঘর থেকে বেরোও নি, তোমার কোন্ কথাটা সত্যি?

সর্ব্বে। আমার সব কথা সত্যি। হারামজাদা, নচ্ছার ব্যাটারা! আমার জ্বর আসুক না আসুক, গাঁয়ে থাকি না থাকি, তো ব্যাটাদের কি? নচ্ছার ব্যাটারা! ডাকাত ধরবার ক্ষমতা নেই, খালি বুড়ো বামুনের মুখের ওপর চোপা! সেই যে—বালুচরের কাছে পাঁচশো ডাকাতে ঘেরেছিল—যে কথা বলছিলুম—

শিবু। এই নাও গো, কাটোয়া থেকে বালুচর হ'লো।

সর্ব্বে। আরে, মর্ ব্যাটারা! সে কত দিনের কথা, ঠিক কি মনে থাকে? মশাই, সেই ত তিনশো ডাকাত, একটি খেঁটে আমার হাতে, দেড়হাত না পাঁচপো, ঠিক মনে হচ্ছে না, দেড় হাতই হবে, না পাঁচপো, যা হোক্ এর পর বল্বো।

(ছিরুর প্রবেশ)

ছিরু। কি খুড়ো, তুমি সেই বাঁকড়োয় যে ডাকাত মেরেছিলে, তারির গল্প কর্ছো নাকি?

শিবু। হ্যাঁ, এখন সেটা বাঁকুড়ো হয়ে, গুজরত কাটোয়া, মোকাম বালুচর অবধি পৌঁছেছে।

সর্ব্বে। ছিরু এসেছিস? বল্ তো বাবা, ব্যাটারা সব বিশ্বাস করে না। তুই তো সব জানিস্?

ছিরু। জানি নে খুড়ো? তোমার বীরত্ব কে না জানে? সেই সে বার পারের জঙ্গলে একটা বাঘের লেজ ধ'রে টেনে রইলে! টানাটানি টানাটানি, শেষ তোমার হাতের লেজ হাতে রইলো, বাঘ ছালখানা খুলে ফেলে দিয়ে টেনে দৌড় দিলে! সে ছালখানা এখনও ঘরে আছে, না খুড়ো?

সর্ব্বে। না বাবা, সে এক জন সন্ন্যাসী এসেছিল,তাকে দিয়ে দিইছি। এই বেটাদের বল্— এই বেটাদের বল্, বেটারা বিশ্বাস করে না।

ছিরু। বিশ্বাস করে বই কি, খুড়ো! তোমায় মিছে মিছি একটু রাগায় বই ত নয়। ভাল, কা'ল এ ডাকাতিটার সময় খুড়ো কোথায় ছিলে?

সর্ব্বে। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বাবা, আফিমের নেশাটা কেমন বেশ ধ'রে এসেছিল।

শিবু। ও খুড়ো! এই যে বললে জ্বর এসেছিল?

সর্ব্বে। তোর চোদ্দ পুরুষের জ্বর আসুক হারামজাদা ব্যাটা, বিশ বচ্ছরের ভেতর আমার সর্দ্দিটি হয় নি, বলে, জ্বর এসেছিল আমি দাঁড়িয়ে থাকলে গাঁয়ে ডাকাতি হ'তে পারে? ছিরু, বল্ তো বাবা?

ছিরু। খুড়ো, এ যে সে ডাকাতি নয়, এর ভেতর একটু

মেচকোফের আছে। পোর্টুগীজ বোম্বেটের দলের সর্দ্দার গঞ্জালিস নিজে এই ডাকাতির ভেতর ছিল। সে আপন তলওয়ার খুলে ঘোড়ায় চ'ড়ে পাল্কীর পাশে পাশে গেল।

রত। হ্যাঁ বাবা খুড়ো, এ তোমার বাঁকুড়ো কাটোয়া নয়, এ পোর্টুগীজ বোম্বেটের দল।

সর্ব্বে। বোম্বেটে,—তার ভয়টা কি? একবার নদীপুরে বারটা বোম্বেটে আর আমি একলা।

রত। এবার খেঁটেটা কত? ন'পো না আড়াই হাত?

ছিরু। আরে রতন, কি মিছে ঠাট্টা কর? খুড়ো কি আমাদের গোরা-টোরা ডরায়? সেই একবার খুড়ো, মনে পড়ে? এক ইটের চোটে ন'টা বোম্বেটের মাথা ফাটিয়ে দিলে?

সর্ব্বে। তুই জানিস, বাবা! জানিস্! না না, ছিরু বড় ভাল ছেলে। গাঁয়ের ভেতর এক ছিরু, আর মানুষ কে? একবার বেড়াতে বেড়াতে আমাদের ওদিকে যেও বাবা, কা'ল এক কাঁদি তাল কাটিয়েছি, দুটো নিয়ে যেও।

শিবু। তবে খুড়ো, আমিও জানি, তুমি সেই একবার একটা হাতীর শুঁড় ধ'রে ঘুরিয়েছিলে? তোমার দোফলা গাছটায় আঁব ধরেছে, খুড়ো, দুটো দেবে না?

সর্ব্বে। সত্যি! তুই দেখেছিলি আমার সেই হাতীর শুঁড় ধ'রে ঘোরান?

শিবু। দেখি নি? সেই বাঁ হাতে হাতীটে, ডানহাতে কুমীরটে।

সর্ব্বে। আঁব নিবি—নিবি—নিবি—না? তা যাস! তা দেখ—এই

যে ডাকাত তোরা মারিস্‌নি, করেছিস্ ভাল, ঐ ছিরু যা বল্‌লে, এর ভেতর মেচ্‌কোফের আছে। এ কি ডাকাতি? জিনিসপত্র সব প'ড়ে রইলো, আর বৌ ছুঁড়ীটাকে পাল্কী চড়িয়ে নিয়ে গেল! বোম্বেটেরা কি ভট্‌চার্য্যি বামুনের পুথি লুঠ্‌তে এসেছিল? সত্যি ডাকাতি হ'লে আমি আর বেরুতুম না? আর এরও সব জানি, আমি ব'সে ব'সে তখন তামাক খাচ্ছি, দেখি—না:, ব্যাপারটা কি হয়? এর ভেতর সব ষড়যন্ত্র আছে। চন্দুরে দরবারে গেছে, আর তক্কে তক্কে বৌছুঁড়ীটে সর্‌লো।

রত। নাও খুড়ো, বাঁকুড়ো কাটোয়ায় ডাকাত মারা হ'লো! এখন বুঝি চন্দ্রশেখরের জাতটে মারবার চেষ্টায় আছ? মাম্‌লা পাকিয়ে তুলছো যে?

সর্ব্বে। জাত আবার মারবো কি? জাত ত গেছে রে, যখন বৌ বোম্বেটের দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, তখন আর জাত কি?

রত। বৌ আপনি বেরিয়ে গেল, তুমি জান? দেখ, পরের পেছুনে লেগো না, কোন্ দিন আপনি ফাঁদে পড়বে। অমন কত হিন্দু-মুসলমানের মেয়েকে ত বোম্বেটেতে ধ'রে নিয়ে গেছে।

সর্ব্বে। তা বাপু যেও, কা'ল তুমি চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে কুঁচকী-কণ্ঠা ভ'রে চিঁড়ে-মুড়কী মেরে এস। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডিদেব আছে, আমরা ত আর ওর বাড়ী জলগ্রহণ করতে পারবো না।

(রাইমণির প্রবেশ)

রাই। উঃ! পথ চল্‌বার যো নাই, এখানে সকড়ি, এখানে এঁটো,

এখানে পাতা, মরেছে—মরেছে! যত ইল্লুতে দেশ! পা দিই যে কোথায়, তার ঠিক নেই।

পার্ব্বে। রাই যে? কোথায় গিয়েছিলে?

রাই। যাব আর কোথা ছাই। আমার কি আর কোন মরবার চুলো আছে? যাচ্ছিলুম—ঐ কামারদের বাড়ী একটু গোবর আনতে, তা পথে ভট্‌চার্য্যিদের ছেলেটা খেলতে খেলতে ছুঁয়ে ফেললে! তাই যাই, গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি গে!

ভূত। তেলি-বৌ যে নেয়ে নেয়ে গেলে? ভট্‌চার্য্যিদের ছেলেটা ছুঁলে, তাতে জাত গেল?

রাই। তা এই কাপড়ে কি রান্নাঘরে যেতে হবে নাকি? ছোঁড়াটা পাতা বগলে পাঠশাল থেকে আসছে, যত ইতিরি জাতকে ছুঁয়ে।

পার্ব্বে। সে যাক। রাই, এ হ'ল কি? তোমার আমার আর তো এ গ্রামে থাকা উচিত নয়। কা'ল রাত্রে স্বচ্ছন্দে চন্দ্রশেখরের বৌটা বিদিশী বোম্বেটের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

রাই। বেরিয়ে গেল! তবে যে শুনলুম, ডাকাতে বাড়ী লুটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নই-নেতা ক'রে চ'লে গেছে। বৌটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না শুনলুম বটে। তা সুন্দরী বল'ছিল, সে কোথায় পালিয়ে গে লুকিয়ে আছে, তাকে খুঁজে বেড়াচ্চে।

পার্ব্বে। বলি, বৌ লুকিয়ে থাকবে তো বাড়ীর ভিতর থেকে ডাকাতদের সঙ্গে সঙ্গে পাল্কী বেরুবে কেন? বোম্বেটে সর্দ্দার

যে পাল্কীর পাশে পাশে গেল। বোম্বেটে সর্দ্দারের বোন কি পাল্কী চ'ড়ে ডাকাতি করতে এসেছিল নাকি ?

রাই। ও মা! তা ত শুনিনি। এই গাঁয়ের ভেতরেতে বোম্বেটে ঢুকেছিল? এই পথ দিয়ে ত গেছে এসেছে? আর আমার মাথা খেতে আমি তাই মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলছি!

সর্ব্বে। জাত-জন্ম আর রইলো না, রাই, জাত-জন্ম আর রইলো না।

রাই। ও মা, এর ভেতরে এত? আর সুন্দরীর ন্যাক্‌রা ক'রে ডাক ছেড়ে কান্না দেখে কে? কান্নার চোটে আমার সমস্ত রাত ঘুম হ'লো না। তা এ তো হবেই—ধরা কথা, চন্দরবামুনের বৌ ও কি ঘরে থাকবার মেয়ে? এক ত বুড়ো বয়সে বে ক'রে নিয়ে এ কোত্থেকে, তার ঠিক নেই! দেখ দাদাঠাকুর, আমার ন্যাব পেটে কথা থাকে না, মর্ ছাই কি বলতে কি বলি, এই বলছিলুম কারুর কথা কাকে বলিনে, এক আমার মুখে যা সবাই চৌকীদা শুনেছে। আর ক্ষিরী নাপতিনীকে ব'লে ফেলেছিলুম। আমি দশ দিন দেখেছি, চন্দর ঠাকুরের বৌ ঐ ভীম পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে বোম্বেটের দলের একটা মিন্‌ষের সঙ্গে কথা কচ্চে ও মা, সে ঠাট্টা কত! হাসি কত! ঢং কত! এই তো বা আমাদেরও এত বয়স হলো, যা করি তা করি, ভিন্ জাতের সামনে বাবু, কখনও বেরুই নি! রতন, তোমার উড়ুনিখান একটু সামলে রাখ না বাবা, উড়ে এসে গায়ে পড়ে যে।

সর্ব্বে। এই নাও, আমার কথা মিললো? ঐ রাই কি বলে শোন আমি আসছি স্নান ক'রে, ভট্টাচার্য্যিদের চণ্ডীমণ্ডপে গাঁয়ে

পাঁচজনকে ডেকে পাঠাই, চন্দ্রশেখরের বিষয় এখনি একটা যাহোক মীমাংসা করতে হবে। অ্যাঁ! ঘরের মাগ বেরিয়ে যায়, এর চেয়ে মহাপাতকী কি আর আছে? ওকে এ গ্রামে বাস করতে দিলে আমাদের শুদ্ধ পাতক হবে। চল রাই, স্নানে যাবে না? চল।

রাই। চল। অ্যাঁ, কোথায় নিয়ে ছাই যাই? এই একটা খড় প'ড়ে, কিসের খড় কে জানে। অ্যাঁ হ্যা হ্যা হ্যা, কি মাড়ালুম! অ্যাঁ। চট চট করে যে? রাম রাম!

[সর্ব্বেশ্বর ও রাইমণির প্রস্থান।

শিবু। বুড়ো বামুন ব্যাটা পাজী দেখছ হে? আহা, চন্দ্রশেখরের মতন লোক আমাদের এ মুর্শিদাবাদ জেলায় নেই। যেমন পণ্ডিত, তেমনি ধার্ম্মিক, তেমনি পরোপকারী। বেচারা একে গাঁয়ে নেই, তায় এই সর্ব্বনাশ হলো, আরও কি না কতকগুলো মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে তাকে জাতে ঠেলবার চেষ্টা করছে, আর বেটা নিজে মেয়েমানুষসম্বন্ধে হাড়ি কেওট চাঁড়াল কিছু বাছে না।

রতন। আর ওই ঠাকরুণ, হারামজাদী বেটী এখন তপস্বিনী হয়েছেন। আর বেটী চিরকাল আলেয়া সেজে ঘুরেছেন।

ছিরু। আর এখন বেটীর শুচিবাই দেখছো ত?

শিবু। ও তা হয়, বেটীর সেই সব পুরানো পাপ মনে পড়ে কি না। যে মাগী নিজে যত নোংরা, যত অশুদ্ধ, তার তত শুচিবাই আমি দেখছি; পৃথিবীশুদ্ধ জিনিস তার অশুদ্ধ বোধ হয় কি না।

রত। সে যাক্, এখন কি করা যায় ? বৌটাকে খুঁজি কোথায় ?

শিবু। কি করবো বল, সমস্ত রাতই তো খোঁজা যাচ্ছে। তুমি তো দেখেছ, আমি বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত এগিয়েছিলুম, দু'চার ঘা লাঠি পড়েছিল, তাও গ্রাহ্য করি নি, তার পর বন্দুকের সাম্‌নে আর কতক্ষণ দাঁড়াই বল ?

ছিরু। আহা, চন্দ্রশেখর বেচারা এসে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। সংসারে আর কেউ নাই, মা-টা ম'রে গেল, যা হোক, বিয়েটা ক'রে সংসারী হচ্ছিল।

রত। দেখ, এখনও কি হয় বলা যায় না তো। বৌটি যদি কোথাও জঙ্গলে-ফঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। চার দিকে তো লোক বেরিয়েছে, জামাই শ্রীনাথ নদীর দিকে গেছে। এস, আমরা বনের দিকটা দেখে আসি।

শিবু। চল, কিন্তু পাল্কীখানার ব্যাপারটা কি ?

রত। কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

ছিরু। ওর বাড়ী আগ্‌লাচ্ছে কে ?

রত। চাকরটাকে ব'লে এসেছি, আর ঝি-ও আছে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাবক্ষ—বজরার কামরা

শৈবলিনী

শৈব। কর্‌লুম কি? অ্যাঁ, এ কর্‌লুম কি? কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, সতি সত্যি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম! ছেলেখেলা কর্‌তে কর্‌তে সত্যি সত্যি এত দূর দাঁড়াল! একেবারে বেরিয়ে এলুম! কুলের বা'র হলুম! কা'ল যে শৈবলিনী আমি ছিলুম, আজ আর তা নই। আর আমি কুলের বৌ নই, আর আমার জাত নাই, কুল নাই, মান নাই, লজ্জা নাই, ঘর নাই, স্বামী নাই, আমি এখন পোর্টুগীজ ডাকাতের হাতে; কতকগুলো হাড়ি-ডোমের মেয়ে যেমন টাকার লোভে জাত খুইয়ে, ধর্ম্ম খুইয়ে, ইংরাজ ভ'জে বিবি সেজেছে, আমারও তাই হ'তে হবে না কি? আমি তাদের দলের এক জন হলুম! আর আমার হাতে কেউ খাবে না। কেউ ছোঁবে না, কেউ মুখ দেখ্‌বে না, যারা আপনার ছিল, সব পর হয়ে গেল! কর্‌লুম কি? কর্‌লুম কি? এখন উপায়? যা মনে করেছিলুম, তা যদি না হয়, যার জন্যে এত কর্‌লুম, তাকে যদি না পাই? এই বোম্বেটের হাত ছাড়িয়ে যদি না পালাতে পারি? কেমন ক'রে পালাব? চারিদিকে শান্ত্রী লোকজন পাহারায় ঘিরে রেখেছে! কোথায় নে যাচ্ছে? পুরন্দরপুরের কুঠীতে তো নৌকা ক'রে যেতে হয় না। তবে কোথায় নে যাচ্ছে? পুরন্দরপুরে না রাখলে তাকে ত দেখতে পাব না।

এ আবার কোথায় যাচ্ছি? গঙ্গালিস তো এ নৌকার সঙ্গে নাই। তবে কার হাতে দিয়ে গেল? এরা কোথায় নে যাচ্ছে? কোথায় রাখ্বে? সে কেমন জায়গা? সেখান থেকে কি পালাবার যো হবে? আচ্ছা, যদি পালাই, তার পর খুঁজে খুঁজে তার সন্ধান পাই, তার কাছে গিয়ে পড়ি, তা হ'লে— তা হ'লে তখন কি সে আমার পানে চাইবে? না, আমি এ কাজ করেছি ব'লে আমায় ঘৃণা ক'রে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে? ও মা, তা হ'লে কি হবে? না—না, ও সব এখন ভাববো না, ঢের ভাবতে গেলে ঢের দূর যেতে হয়। যা হয় হবে— যা হয় হবে। যা হয়ে গেছে, তা আর ফিরবে না, যা হবার, তাও নয় হবে না, ভবিষ্যৎ দেখবো না, চোখ বুজে থাকি। অজ্ঞান হয়ে ডুব দিয়েছি, এম্নি অজ্ঞান হয়ে থাকি। ডুবতে হয় ডুববো, ভাসতে হয় ভাস্বো।

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্ব। ওগো ঠাকরুণ, নৌকোর বাইরে একটা নাপতিনী এসেছে, আল্তা পর্বে?

শৈব। অ্যাঁ—অ্যাঁ, কে?

পার্ব্ব। বলি, আল্তা পর্বে? পর তো পর, নইলে মাগীকে তাড়িয়ে দিই। মাগীদের পয়সায় লোভ দেখ, নৌকোর ধারে ধারে ঘুরছে—আল্তা পরাবে। পাঁয়ে বু'ঝ আর খন্দের জোটে না, নাও বল, পর তো পর।

শৈব। অ্যাঁ। পর্‌বো কি ?

পার্ব্ব। আল্‌তা—আল্‌তা।

শৈব। হ্যাঁ, তা,—আলতা, তা আন, পরবো।

পার্ব্ব। হ্যাঁ, পর, মনিব যে ক'দিন না ফিরে আসে, তদ্দিন আলতা পর, সিঁদুর পর, শাড়ী পর ; প'রে নাও, তার পর তো সেই কোমরে মোশারি জড়াতেই হবে। তবে ডেকে দিই।

[প্রস্থান।

শৈব। যা হোক একটা করি, আলতাই পরি, যাতে ক'রে হোক অন্যমনস্ক হ'তে পার্‌লে হয়, ভাবতে পারিনি, ভাবতে পারিনি।

(নাপতিনী-বেশে সুন্দরীর প্রবেশ)

তুমি আলতা পরাবে ? দাও। (পা বাড়াইয়া দেওন) এখানে তো আর কেউ নাই, তুমি অতখানি ঘোমটা দিয়ে রয়েছ কেন গো নাপতিনী ? তোমার বাড়ী কোথায় ? কথা কচ্ছ না যে ? হ্যাঁ গা, তোমার নাম কি ? ও কি ও ? তুমি কি কাঁদছ ?

সুন্দ। না।

শৈব। হাঁ, কাঁদ্‌ছো। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন) ও, আমি আস্‌তে যাকে চিনেছি, আমার কাছে ঘোমটা ! মরণ আর কি, তা এখানে এলি কোথা হ'তে ?

সুন্দ। শীঘ্র যাও, আমার এই শাড়ী পর, ছেড়ে দিচ্ছি। এই আলতায় চুপড়ী নাও, ঘোমটা দিয়ে নৌকো থেকে চ'লে যাও।

শৈব। তুমি এলে কেমন ক'রে ?

সুন্দ। কোথা থেকে এলুম, কেমন ক'রে এলুম, সে পরিচয় দিন পাই তো এর পর দিব (তোমার সন্ধানে এখানে এসেছি, লোকে বললে, পাল্কী গঙ্গার পথে গিয়েছে, আমিও সকালে উঠে কাকেও কিছু না ব'লে হেঁটে গঙ্গাতীরে এলুম। লোকে বললে, তারা উত্তরমুখে গিয়েছে, অনেক দূর—পা ব্যথা হয়ে গেল, তখন নৌকো ভাড়া ক'রে তোমার পাছে পাছে এসেছি। তোমার বড় নৌকো চলে না, আমার ছোট নৌকো, তাই শীগ্‌গির এসে ধরেছি)

শৈব। একলা এলি কেমন ক'রে?

সুন্দ। ((স্বগত) তুই কালামুখী ডাকাতের পাল্কী চ'ড়ে এলি কেমন ক'রে?) (প্রকাশ্যে) একলা আসিনি, আমার স্বামী সঙ্গে আছেন, আমাদের ডিঙ্গী দূরে রেখে আমি নাপ্‌তিনী সেজে এসেছি।

শৈব। তার পর?

সুন্দ। তার পর তুমি আমার এই শাড়ী পর, এই আলতার চুপড়ী নাও, ঘোমটা দিয়ে নৌকো থেকে নেমে চ'লে যাও। কেউ চিন্‌তে পারবে না। কিনেরায় কিনেরায় যাবে, ডিঙ্গীতে আমার স্বামীকে দেখবে, নন্দাই ব'লে লজ্জা করো না, ডিঙ্গীতে উঠে বসো, তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গী খুলে দিয়ে তোমায় বাড়ী নিয়ে যাবেন।

শৈব। তার পর তোমার দশা?

সুন্দ। আমার জন্যে ভেবো না, বাঙ্গালায় এমন কেউ জন্মায়নি যে, সুন্দরী বামনীকে নৌকায় পুরে রাখতে পারে? (আমরা বামুনের মেয়ে, বামুনের স্ত্রী, আমাদের মন ঠিক থাকলে পৃথিবীতে

আমাদের বিপদ্ নাই। তুমি যাও, যে রকমেই হয়, আমি রাত্রিতে বাড়ী যাব, বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা। তুমি আর দেরী করো না, তোমার নন্দায়ের এখনও খাওয়া হয়নি, আজ হবে কি না, তাও বলতে পারিনি।)

শৈব। ভাল, আমি যেন গেলেম, গেলে সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি?

সুন্দ। ইস লো, কেন নেবেন না? না নেওয়াটা প'ড়ে রয়েছে আর কি?

শৈব। দেখ, বোম্বেটে আমায় কেড়ে এনেছে, আর কি আমার জাত আছে?

সুন্দ। সত্য কথা বলবি?

শৈব। বলবো।

সুন্দ। এই গঙ্গার উপর?

শৈব। বলবো, তোমার জিজ্ঞাসার দরকার নাই, আমি বলছি। গঙ্গাদিগের সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত দেখা হয়নি, আমাকে গ্রহণ করলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হবেন না।

সুন্দ। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করবেন, তাতে সন্দেহ করো না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, অধর্ম্ম করবেন না। তবে আর মিছে কথায় সময় নষ্ট করো না।

শৈব। আমি যাব, আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করবেন, কিন্তু আমার এ কলঙ্ক কি কখনও ঘুচবে? এর পর পাড়ার ছোট ছোট মেয়েগুলো আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে কি না

যে, ঐ ওকে বোম্বেটে নিয়ে গেছলো। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও আমার পুত্র-সন্তান জন্মে, তবে তার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ কর্‌লে কে আমার বাড়ী খেতে আস্‌বে? যদি কখনও মেয়ে হয়, তবে তার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ পুত্রের বে দেবে? আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরে গেলে কে-ই বা তা বিশ্বাস কর্‌বে? আমি ঘরে ফিরে গে কি রকমে মুখ দেখাব?

সুন্দ। যা অদৃষ্টে ছিল, তা ঘটেছে; সে তো আর কিছুতেই ফির্‌বে না, কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ কর্‌তে হবে। তবু আপনার ঘরে থাক্‌বে।

শৈব। কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য কর্‌বার জন্যে ঘরে ফিরে যাব? ন পিতা ন মাতা ন বন্ধু।

সুন্দ। কেন, স্বামী? এ নারীজন্ম আর কার জন্যে?

শৈব। সব ত জান?

সুন্দ। জানি! জানি যে, পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মতন পাপিষ্ঠা কেউ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁর স্নেহে তোমার মতন ওঠে না, কি না বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সে রকম আদর কর্‌তে জানেন না, কেন বিধাতা তাঁকে সঙ গ'ড়ে রাঙতা দে সাজাননি, মানুষ করেছেন? তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা। তাঁকে তোমার মনে ধর্‌বে কেন? (তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারী-জন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ। অনেক পুণ্যফলে এমন

স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে। তা যাক্, সে কথা দূর হোক্, এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণসেবা ক'রে কাল কাটাতে পার্‌লেই জীবন সার্থক। আর বিলম্ব কর্‌ছো কেন?) আমার রাগ হচ্ছে।

শৈব। দেখ, গৃহে থাকতে মনে ভাবতুম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কারুর অনুসন্ধান পাই, তবে তার গৃহে গিয়ে থাকি। না হয় কাশীই গে ভিক্ষা ক'রে খাব,—না হয় জলে ডুবে মর্‌বো। এখন মুঙ্গের যাচ্ছি, যাই দেখি, মুঙ্গের কেমন দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মিলে কি না? মর্‌তে হয়, না হয় মর্‌বো; মরণ তো হাতে আছে, এখন আমার মরণ বৈ আর উপায় কি? কিন্তু যদি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর ঘরে ফির্‌বো না। তুমি মিছে আমার জন্যে এত ক্লেশ কেন কর্‌লে? ফিরে যাও। আমি যাব না, মনে কর, আমি মরেছি। আমি মরবো, তা নিশ্চয় জেনো। তুমি যাও।

সুন্দ। তরসা করি, তুমি শীগ্‌গির মর্‌বে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মর্‌তে তোমার সাহস হয়। মুঙ্গের যাবার আগেই যেন তোমার মৃত্যু হয়। ঝড়ে হোক, তুফানে হোক, মুঙ্গের পৌঁছুবার আগেই যেন তোমার মরণ হয়।

[প্রস্থান।

শৈব। সুন্দরি, তোমার অভিসম্পাতের প্রয়োজন নাই, মৃত্যু আমার হবেই। যখন স্বামি-গৃহ ত্যাগ করেছি, তখনি জেনেছি যে,

এ জীবন ত্যাগ করা ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু যার জন্যে এত করলুম, রমণীর সর্ব্বস্ব সার লজ্জা, ভয়, মান বিসর্জ্জন দিলুম, এই দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিলুম, একবার তাকে দেখবো, তার মনের ভাব একবার বুঝবো! তার পর যা হয় হবে। আমার জীবন-মৃত্যু এখন তার হাতে। যে জ্বালায় জ্বলছি, এ অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে সহস্রগুণে ভাল। কলঙ্কিনীর জীবনে প্রয়োজন কি? যে দিন প্রতাপকে আত্মসমর্পণ করেছি, সেই দিন থেকেই কলঙ্কিনী হয়েছি। কৈ, ভুলতে তো চেষ্টা করেছিলুম, স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হবার চেষ্টা তো করেছিলুম, কৈ, ভুললুম কৈ? স্বামীর প্রতি অনুরাগ হলো কৈ? ঘর থেকে চ'লে এসে কি আজ আমি নতুন কলঙ্কিনী হয়েছি? লোকে তো তাই ভাবছে বটে। কিন্তু আমি আমার মনের কাছে তো অনেক দিন কলঙ্কিনী! স্ত্রীলোক যদি কলঙ্কিনী হ'লো, পতির প্রণয়ে তার মন যদি না উঠলো, তবে তার জীবনে প্রয়োজন? প্রতাপ কি কলঙ্কিনীকে আদর করবে? যা হয়, হবে। কি করছি, কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি। কি করলুম, কি হ'লো। কে জানে!

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্ব। এস গো, রাঁধবার জায়গা হয়েছে।

শৈব। হ্যাঁ, রান্না-খাওয়া? আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চন্দ্রশেখরের বাটীর প্রাঙ্গণ

চন্দ্রশেখর

চন্দ্র। এ কি এ! বাড়ীর অবস্থা এমন কেন? জানালা-কপাট সব ভাঙা, উঠানে চণ্ডীমণ্ডপে ধূলো, পোড়া মশাল সব প'ড়ে রয়েছে, কি হয়েছে? লোক-জন কাকেও দেখতে পাচ্ছিনি, নিশ্চয় কোন অমঙ্গল হয়েছে, এই জন্যেই কি পথে আসতে আসতে আমার প্রাণে নানা আশঙ্কার সঞ্চার হচ্ছিল? কি অমঙ্গল হ'তে পারে? গুরুদেব! গুরুদেব! কি হ'লো! আমার প্রিয়তমা শৈবলিনীর কি কিছু হয়েছে? হঠাৎ কি কোন পীড়া হয়ে থাকবে। আহা, সরলা বালার কি—না না না, সে কথা আমি ভাবতেও পারিনি! (তা কি হ'তে পারে? ভগবান্ আমায় এ বয়সে এ রত্ন দিয়ে আবার তাতে কি বঞ্চিত করবেন? বিচিত্রই বা কি। আমি কি তাঁর এতই অনুগৃহীত যে, তিনি আমার কপালে সুখ বই দুঃখবিধান করবেন না? হয় তো ঘোরতর দুঃখ আমার কপালে আছে।) যদি শুনি শৈবলিনী নাই, যদি শুনি শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করেছে, তা হ'লে আমি বাঁচবো না। কাকেও দেখতে পাচ্ছিনি! চাকরটাও কোথায় গেল? অন্তঃপুরে যেতেও পা উঠছে না, শৈবলিনীর সংবাদ না পেয়ে আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পাচ্ছিনি! কোথায় গেল সব? সর্বাস্তব। সর্বাস্তব!

(সনাতনের প্রবেশ)

সনা। বাবা, বাবা!

চন্দ্র। এ কি এ! কি হয়েছে? তুমি কোথায় ছিলে? আমি এতক্ষণ এসেছি, তুমি কি জানতে পারনি?

সনা। জান্তে পেরে করবো কি বাবা, আমি তোমার সামনে আসতে পাচ্ছিনুম না, আমার কি আর এ মুখ দেখাবার যো আছে? বাবা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

চন্দ্র। সে কি? কি হয়েছে? শীঘ্র বল, শৈবলিনী কেমন আছে?

সনা। বাবা, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিল—

চন্দ্র। পড়ুক, যাক্, সর্ব্বস্ব যাক্, বল, শৈবলিনী কেমন আছে?

সনা। বাবা, পোর্টুগীজ বোম্বেটে দলের সর্দার নিজে ডাকাতি করতে এসেছিল।

চন্দ্র। বোম্বেটে? সে কি! বোম্বেটে আমার বাড়ী কি লুঠতে এসেছিল? তা যাক্, লুঠুক, ক্ষতি নাই; শীঘ্র বল, শৈবলিনী কেমন আছে? শৈবলিনি, শৈবলিনি! (আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়েছি, বড় ব্যাকুল হয়েছি) বেঁচে থাক ত এসে আমায় দেখা দাও।

সনা। বাবা গো, আর কে দেখা দেবে? ভগবান্! বাবার এই কষ্ট দেখবার জন্যই কি বুড়োকে বাঁচিয়ে রেখেছ? আমার কেন মরণ হলো না? ডাকাতরা আমায় কেন গুলী ক'রে মেরে ফেলে গেল না?

চন্দ্র। হাঁ, শৈবলিনী নাই! আর ইহলোকে নাই! (প্রাণেশ্বরী

কি আমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন! দুর্বৃত্ত দস্যু কি তাঁকে বধ করেছে?

সুন্দরী। না না—বাবা, মাঠাকরুণ মরেন নি, বেঁচে আছেন, কিন্তু—

চন্দ্র। কিন্তু কি? কি! কি! শৈবলিনী বেঁচে আছে? তবে কোথায়? কেন উত্তর দিচ্ছে না? আমি এত ডাকছি, কেন তবে আমার কাছে আসছে না? শৈবলিনি! শৈবলিনি!

সুন্দরী। কে আসবে বাবা, তারা যে মাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

চন্দ্র। হাঁ!!!

সুন্দরী। বাবা, বাবা, অমন করবেন না, আপনি স্থির হন, স্থির হন।

চন্দ্র। না না, আমার শুনতে ভুল হয়েছে, কি হয়েছে, আবার বল?

সুন্দরী। বাবা—

চন্দ্র। বল?

সুন্দরী। বাবা, ঢের খোঁজা হয়েছে, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, শিবু ঠাকুর পুরন্দরপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও যাযনি, শুনছি না কি নৌকা ক'রে মাকে কোথায় নিয়ে গেছে।

চন্দ্র। বস্—আর শুনতে চাইনি! বেশ হয়েছে, আমার ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে; যেমন এই বয়সে বাসনার বশবর্ত্তী হয়ে সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করেছিলুম, তার সমুচিত প্রতিফল পেলুম। যেমন যৌবনসীমা অতিক্রম করেও ইন্দ্রিয়বিষয়ে সমর্থ হলেম না, তেমনি মাথায় কলঙ্কের কালিমাবৃষ্টি হ'ল! হৃদয়ে

বজ্রপাত হলো! মূর্খ ব্রাহ্মণ, বড় না জ্ঞানের গর্ব্ব কর্‌তিস্? পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতিস্? শাস্ত্রাধ্যয়নের অভিমান কর্‌তিস? হৃদয়-বলের বড় না স্পর্দ্ধা ছিল? কেমন, সব গেল ত? একটি নিশ্বাসের ভর সইলো না, সব নাশ হলো! সনাতন—

সনা। বাবা!

চন্দ্র। একবার চক্রবর্ত্তী মশাইদের বাড়ী যাও, শ্রীনাথকে ডেকে এনে বল যে, আমার পৈতৃক শালগ্রাম-শিলাটি নিয়ে গে তাদের বাড়ীতে রেখে নিত্যসেবা করে।

সনা। সে কি বাবা, আপনি কি এ বাড়ীতে থাক্‌বেন না?

চন্দ্র। আর দেখ, আমার তৈজসপত্র-বস্ত্রাদি যা কিছু আছে, তার মধ্যে তোমার যা ইচ্ছে নিজে রাখ, বাকী দরিদ্র প্রতিবাসীদের ডেকে বিতরণ ক'রে দাও।

সনা। বাবা, বাবা, আপনি কোথায় যাবেন?

চন্দ্র। জানিনি, এখানে থাকবো না, থাকতে পার্‌বো না, থাকা উচিত নয়, এই জানি।

সনা। সে কি বাবা, আপনি একেবারে সংসারত্যাগ কর্‌বেন?

চন্দ্র। সংসার! হা হা হা! সনাতন, আবার সংসার! খুব সংসার করা গেছে! বুঝতে পাচ্ছ না, আমার সব ফুরিয়েছে! যাও, তুমি আমায় বরাবর ভালবাস, কখনও আমার কথা অমান্য করনি, আজও করো না। যাও—

সনা। যাই, পিসীমাকে ডেকে আনি, তিনি যদি বাবাকে বোঝাতে পারেন। [প্রস্থান।

চন্দ্র। এইবার পুথিগুলি,—বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ের চিরপ্রিয় সহচর, আমার হৃদয়ের শোণিত তুল্য সেই পুথিগুলি! সেগুলি হাতে তুলে কাকেও দিতে পারবো না, আমারও আর সে সবের প্রয়োজন নাই, অধ্যয়নের সাধ দূরে গেছে, জ্ঞানার্জনস্পৃহা শৈবলিনীর সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জ্জন হ'লো, তবে সেগুলির কি কার? আর কি করবো। আজ স্বহস্তে সমস্ত গ্রন্থের অগ্নিসংস্কার করবো। আহা, আমার বড় যত্নের ধন! ছি: ছি:, আবার মায়া! সব গেল! নিজে গেলুম, এখনও সেই ক'খানি পুথির মায়া? নানা-পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ আজ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবো। ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য, কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ আজ বহ্নি-দেবতাকে আহুতি প্রদান করবো। ওহো, বহু যত্ন-সংগৃহীত, বহুকাল হ'তে অধীত, অমূল্য গ্রন্থরাশি আমার—হোক্ হোক্, ভস্ম হোক্। শৈবলিনী আমায় ভস্ম ক'রে গেছে, সংসার ভস্ম হোক্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের দুর্গ—গুরগণ খাঁর কক্ষ।

গুরগণ খাঁ ও সৈনিক।

গুর। আচ্ছা, তুমি তফাৎ থাক।

[সৈনিকের প্রস্থান।

এ পত্রের অর্থ কি? না, জাল নয়, দৌলৎ-উন্নিসারই হস্তাক্ষর বটে। সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অনুমানে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছিনি! যখন কৌশলে প্রথমে তাকে নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়ে দিই, সেই সামান্য বাঁদী অবস্থাতে সে এক দিনও মহলের বার হ'তে পারেনি; ভাল, এখন ত সে এক জন বেগম হয়েছে, এখন হঠাৎ গোপনে আমার সঙ্গে রাত্রিকালে দেখা করবো ব'লে পত্র লিখলে কেন? কি এমন প্রয়োজন? এমন অসমসাহসিক কাজে কি জন্য প্রবৃত্ত হলো? যাক্, এখনি জানতে পারা যাবে। এখন আমি কি করি? পোর্টুগীজদের নৌকাখানা যদি ছেড়ে দি, তা হ'লে আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ হয়, তাতে নবাবের লাভ, আমার ক্ষতি! নিজের ক্ষতি স্বীকার ক'রে অন্যকে লাভবান্ করতে যে চেষ্টা করে, সে মূঢ়, কোন্ কার্য্যকুশল ব্যক্তি তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারে? সত্য বটে, নবাবের অনুগ্রহেই আমার আজ এত দূর উন্নতি, এত ক্ষমতা, এত সম্পত্তি, এত সম্ভ্রম। কিন্তু আমার যদি নিজের গুণ, নিজের বুদ্ধি, নিজের

শক্তি প্রচুর পরিমাণে না হ'ত, তা হ'লে কেবলমাত্র রাজ-অনুগ্রহেই অপরিচিত পরিব্রাজককে গৌরবের সৌধ-শিখরে উন্নীত করতে কে সমর্থ হ'ত? কাশেম আলি কি আমার উপর সন্দেহ করে? দরবারে ত আমার বন্ধুর অভাব নেই, কৃপাময়েরা কি প্রেমে বিগলিত হয়ে, নবাবের কর্ণে আমার নিন্দাবাদ শোনাতে ত্রুটি করেন? করুক নিন্দা, যত দিন বঙ্গেশ্বরের হৃদয়ের উপর দৌলৎ-উন্নিসার আধিপত্য আছে, তত দিন আমার ভয় কি? সোহাগী বেগমের আদর-চন্দ্রোদয়ে সন্দেহের সমস্ত অন্ধকার বিমল বিশ্বাসের জ্যোৎস্নাপুঞ্জে পরিণত হবে। বিশ্বাস! বিশ্বাস! জ্ঞানীরা বলেন, ধর্ম্মাভিমানীরা বলেন, বিশ্বাস বেহেস্তের বস্তু, বিশ্বাসহন্তার ন্যায় পাতকী জগতে নাই, মীর কাশেম আমায় বিশ্বাস করেছে, কেন করেছে? আমায় বিশ্বাস করা তার আবশ্যক হয়েছিল, বিশ্বাস না করে তার রাজ্য চল্‌ত না, কার্য্য চল্‌ত না, তাই আমার হাতে সে তার মরণ-বাঁচনের চাবী দিয়েছিল, নিজের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য আমায় বিশ্বাস করেছে, সে বিশ্বাসের সাহায্যে আত্মকার্য্যোদ্ধারে যত্নবান্ হ'লে যদি আমার স্বার্থসিদ্ধি হয়, তবে যেমন কেহ ধার্ম্মিকের রূপকথার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়, তা আমি হব না। স্বার্থের কন্দুকক্রীড়ার জন্যই ত সকলে এ সংসারক্ষেত্রে বিরাজ করছে, এই কন্দুকদ্বন্দ্বে কে না আপনার অদৃষ্ট-গোলককে প্রতিদ্বন্দ্বীর অধিকারমধ্যে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করে? কিন্তু নবাব আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—প্রভু—ছুট্‌—এ জগতে কেউ কারুর প্রভু নয়, কেউ কারুর ভৃত্য নয়, কেউ কারুর আত্মীয় নয়, কেউ কারুর স্বজন

নয়, সব প্রতিদ্বন্দ্বী, সব প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধুতে বন্ধুতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভু-ভৃত্যে, পিতা পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী, পুত্র পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী, স্ত্রীও স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বী!

(দলনীর প্রবেশ)

এস, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখে আজ বড় আহ্লাদি হলুম। তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা অবধি আ দেখিনি। কিন্তু তুমি এ দুঃসাহসিক কর্ম কেন করলে?

দল। দুঃসাহসিক কিসে?

গুর। তুমি নবাবের বেগম হয়ে রাত্রে একাকিনী চুরি ক'রে আমা নিকট এসেছ, নবাব এ জানতে পারলে তোমাকে আমা দু'জনকেই বধ করবেন।

দল। যদি তিনি জানতেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে সম্বন্ধ, তা প্রকাশ করবো, তা হ'লে রাগ করবার আর কো কারণ থাকবে না।

গুর। তুমি বালিকা, তাই এমন ভরসা করছো, এত দিন আম এ সম্বন্ধ প্রকাশ করিনি; তুমি যে আমাকে চেন বা আমি তোমাকে চিনি, এ কথা পর্যান্ত আমরা কেহই প্রকাশ করিনি এখন বিপদে প'ড়ে প্রকাশ করলে কে বিশ্বাস করবে? বলবে, কেবল বাঁচবার উপায়। তুমি এসে ভাল করনি।

দল। নবাব জানবার সম্ভাবনা কি? পাহারাওয়ালা সকল আপন আজ্ঞাকারী; আপনার প্রদত্ত নিদর্শন দেখে তারা আমায় ছে

গেছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে আমি এসেছি। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, এ কথা কি সত্য?

মীর। হাঁ, সত্য! তা এর জন্য তুমি এমন দুঃসাহসিকতার কাজ ক'রে আমার কাছে এলে কেন? এ কথা কি তুমি দুর্গে ব'সে শুন্‌তে পাও না?

দল। পাই। কেল্লার মধ্যে রাষ্ট যে, ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত এবং আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত করেছেন। কেন?

মীর। তুমি বালিকা, তা কি প্রকারে বুঝবে?

দল। আমি বালিকার মত কথা বল্‌ছি, না বালিকার মত কাজ ক'রে থাকি? আমাকে যেখানে আত্মসহায়স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুরে স্থাপন করেছেন, সেখানে বালিকা ব'লে অগ্রাহ্য কর্‌লে কি হবে?

মীর। হোক! ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার আমার ক্ষতি কি? নয় হোক না।

দল। আপনারা কি জয়ী হইতে পার্‌বেন?

মীর। আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।

দল। এ পর্যন্ত ইংরেজকে কে জিতেছে?

মীর। ইংরেজেরা ক'জন শূরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে?

দল। সিরাজদ্দৌলাও তাই মনে করেছিলেন। যাক, আমি স্ত্রীলোক, আমার মন যাহা বুঝে, আমি তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হচ্ছে যে, কোনমতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হ'তে পারব না,—এ যুদ্ধে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে।

আমি মিনতি করতে এসেছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেবেন না।

গুর। এ সকল কর্ম্মে স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।

দল। আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করতে হবে, আমায় আপনি রক্ষা করুন, আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখছি।

গুর। তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীর কাশেম সিংহাসনচ্যুত হবেন। আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে দেশে নিয়ে যাব।

দল। তুমি কি বিস্মৃত হয়েছ যে, মীর কাশেম আমার স্বামী?

গুর। না, বিস্মৃত হইনি, কিন্তু স্বামী কারুর চিরকাল থাকে না, এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হ'তে পারে, আমার ভরসা আছে, তুমি এক দিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হ'তে পার

দল। তুমি নিপাত যাও। অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগ্নী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলুম, স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম আছে তা তুমি জান না; যদি তুমি এই পরামর্শ হ'তে নিবৃত্ত হও, ভালই না হ'লে আজ হ'তে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন, আজ হ'তে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুসম্বন্ধ। আমি জানবো, তুমিই আমার পরম শত্রু! আর তুমিও জেনো, আমিও তোমার পরম শত্রু। এই রাজ-অন্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রইলুম।

প্রস্থান

[illegible]। হুঁ, বুঝলুম! ভগ্নি, তুমি আর আমার আপনার নাই! এখন তুমি মীর কাশেমের হয়েছ। ভ্রাতৃস্নেহ আছে কি না বলতে পারিনে, কিন্তু পতিপ্রেম এখন তোমার হৃদয়ে অধিকতর বলবান্। না, আর তোমাকে প্রত্যয় নাই! যে সম্বন্ধবন্ধনের বলে তোমার উপর এত দিন অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, সে বন্ধন শিথিল হয়েছে, এ বালিকা ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী ব'লে যখন বুঝেছে, [illegible], তখন স্বামীর মঙ্গলার্থে ভ্রাতার অমঙ্গল করতে পারে। না, আর ওকে দুর্গে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়। কে হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

[illegible]। হুজুর।

[illegible]। এইমাত্র যে একটি স্ত্রীলোক এখান থেকে গেল, দেখেছ?

[illegible]। আজ্ঞা, মুখ দেখিনি, তবে স্ত্রীলোক বটে, চেহারায় বুঝতে পেরেছি।

[illegible]। আচ্ছা, তুমি শীঘ্র যাও, দুর্গদ্বাররক্ষককে ব'লে এস যে, আমার অনুমতি, ও স্ত্রীলোককে আর দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে না দেয়। দু'জনকেই নয়, আমার প্রদত্ত চিহ্ন দেখালেও নয়, যাও।

[illegible]রী। যে আজ্ঞে (প্রস্থানোদ্যত)

[illegible]। দেখ, দ্বাররক্ষককে বল যে, আজ রাত্রে কাকেও না দুর্গ-প্রবেশ করতে দেয়। সে যেই হউক না, যে পরিচয়ই দিক না, আমার হুকুম, বলবে, প্রধান সেনাপতির হুকুম। যাও, তুমি

অশ্বারোহণে যাও, ওরা সেখানে উপস্থিত হবার আগে তুমি পৌঁছিতে চাও, যাও।

[প্রহরীর প্রস্থান

হৃদয়ে উচ্চাভিমান ধারণ করলে স্নেহ, মমতা, প্রণয়াদি দুর্ব্বলতাকে সেখানে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। সিংহাসনারোহণের পথ কঠোর, কোমল নয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে বুদ্ধির একাধিপত্যের আবশ্যক, হৃদয়কে সেথায় প্রশ্রয় দিতে নেই। ভাল, স্ত্রীলোক গুলো কি? কেমন ক'রে এরা অপরের জন্যে পাগল হয়? জন্মাবধি সম্বন্ধ, বাল্যের পরিচয়, কৌমারের স্নেহ, সব যৌবনের এক দিনের আলাপে ভুলে গেল? মীর কাশেম তোর কে? ভাল, ভগ্নি! তুমি মীর কাশেমের হৃদয় চাও, আমি তার সিংহাসন চাই, দেখি, ভাই-ভগ্নীর যুদ্ধে কে হারে, কে জেতে?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রতাপের কক্ষ।

প্রতাপ, সুন্দরী ও রূপসী।

প্রতাপ। অ্যাঁ, এতদূর! এতদূর! এতদূর হয়ে গেছে! কি সর্ব্বনাশ! আর আমি এর কিছু জানতে পারিনি? ভগবান্ যিনি পরোপকারের জন্য আপনার জীবনকে তুচ্ছ করেন, স্বপ্নেও যিনি কখনও কারুর অনিষ্ট করেন নি, তোমার চরণপূজা যাঁর

আকাশ রত, তাঁর অদৃষ্টে তুমি এই দুঃসহ কষ্টবিধান করেছিলে ? এই সাধুহৃদয় ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সর্বনাশ করবার জন্যে কি দস্যু পোর্টুগীজ ভীষণ তরঙ্গসমাকুল দুস্তর সাগর পার হয়ে এদেশে এসেছিল ? বেদগ্রামে কি পুরুষ ছিল না, শৈবলিনীর ঘরে কি গৃহব্যবহার্যাও কোন অস্ত্র ছিল না ? সেই নরপশু ... দিগের পিশাচাধম ক্রীতদাসগণ ত বন্দুক ব্যবহার করেছিল, কেন সে হতভাগিনী তার সামনে গিয়ে বুক পেতে দেয়নি ?

সুন্দ। তাকে গিয়ে সে সব কথা জিজ্ঞেস কর না ? আমার সামনে তর্জন-গর্জন করে আর কি হবে ? আর কোন লক্ষণ থাক আর না থাক, তোমার বীরত্বের যে বেজায় আওয়াজ আছে, তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি।

প্রতাপ। বিদ্রূপের সময় অসময় আছে। তা এ সব কথা আমাকে এত দিন ব'লে পাঠাওনি কেন ?

সুন্দ। কেন, তোমাকে ব'লে কি হবে ?

প্রতাপ। কি হবে ? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করবো না, আমাকে ব'লে পাঠালে কিছু উপকার হ'তে পারত।

সুন্দ। তুমি উপকার করবে কি না, জানব কেমন ক'রে ?

প্রতা। কেন, তুমি কি জান না, আমার সর্বস্ব চন্দ্রশেখর হ'তে ?

সুন্দ। জানি, কিন্তু শুনেছি, লোকে বড়মানুষ হ'লে আগেকার কথা ভুলে যায়।

প্রতা। ভুলে যায়, যে ভুলে যায়, সে যেন না মনুষ্য-নামের পরিচয়

দেয়। (মনুষ্য কি? লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, যেখানে ইতর পশুও উপকারীকে বিস্মৃত হয় না।) ভদ্রবংশে যার জন্ম, পবিত্র অবিকৃত শোণিত যার ধমনীতে প্রবাহিত, সে কি কখনও উপকারীকে বিস্মৃত হ'তে পারে? (ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে সুখের দিনে যে দুঃখের উপকারীকে বিস্মৃত হয়, তার গর্ভধারিণীর শয্যা নিশ্চয়ই কলঙ্কিত। অকৃতজ্ঞহৃদয় মানব নরাকারে দানব, প্রেত, পিশাচ; নরকের পুরীষে তার অঙ্গ পরিপূর্ণ।) প্রতাপ যত কেন হীন হোক না, সতীলক্ষ্মীর গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করেছে, প্রতাপ এক দিনের উপকারীকেও কখনও বিস্মৃত হবে না।

সুন্দ। নারদ নারদ, এই ত আমি চাই, তোমায় রাগাবার জন্যই এ ভিটেয় আমার পায়ের ধুলো পড়েছে।

প্রতা। যাঁর বলে আমি আজ এই সুরম্য অট্টালিকায় বাস করছি, যাঁর বলে আমার বিষয়-সম্পত্তি, জমীদারী, যাঁর বলে আমার দেশবিখ্যাত নাম, যাঁর বলে আমি মনোমত ভার্য্যা লাভ ক'রে সংসারী হয়েছি, জাহ্নবীজলে নিমজ্জমান জীবন যাঁর বলে আমি পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছি, তাঁর আজ এই অভাবনীয় সর্ব্বনাশ। আর আমি নিশ্চিন্ত ব'সে আছি? এক দিন, এক দণ্ড, এক মুহূর্ত্ত মাত্র আর বিলম্ব করবো না; রূপসি, আমি এখনি চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সন্ধান করতে চল্লেম, যত দিন না সন্ধান করতে পারি—ফিরবো না; তোমার ভগিনী রইলেন, সাবধানে থেক।

রূপ। এখনি কোথায় যাবে? কোন উদ্যোগ-সুযোগ নেই বিদেশ—পথে কষ্ট।

প্রতা। সহধর্ম্মিণি! আমাকে স্বার্থপরতা শিখিও না; রামচরণ সঙ্গে যাবে, এক জন পাকও সঙ্গে নেব। জগদীশ্বর আমার সহায় হবেন।

[প্রস্থান।

সুন্দ। বেশ হয়েছে, এইবার শৈবলিনী পোড়ারমুখীর মাথা খাব, রূপসি, তুই ভাবছিস কি? বাঙ্গালা দেশে এমন লোক নেই যে, প্রতাপের কিছু হানি করতে পারে? স্বয়ং নবাবও এঁর নামে ভয় পায়। পাপিষ্ঠা, হতভাগী, উনোনমুখী।

রূপ। কাকে গাল দিচ্ছিস দিদি?

সুন্দ। সেই কালামুখীকে, সেই সর্ব্বনাশীকে, সেই নরকের পেত্নীকে, সেই—সেই—সেই—

রূপ। চন্দ্রশেখর দাদার বৌকে?

সুন্দ। নয় ত আমার কাকে? শৈবলিনী মরুক, তার মুখ পুড়ুক, সে উচ্ছন্ন যাক, গোল্লায় যাক, নরকের আগুনে যাক, তার মুখে আমি নুড়ো জেলে দিই, তার শতেক খোয়ার করি, তার ছায়ায় উঠান বেঁটিয়ে কাঁটা মারি।

রূপ। চুপ কর দিদি, চুপ কর।

সুন্দ। কেন চুপ করবো, সে মলো না কেন? আপনার গলা আপনি টিপে মলো না কেন? কেন সে চন্দ্রশেখর দাদার সর্ব্বনাশ করতে ঘরে এসেছিল? নিরীহ ভালমানুষ বামুনের ছেলেকে কেন সে বে করেছিল? কেন সে সুন্দরী হয়েছিল, কেন তার অত রূপ

হয়েছিল? কেন সে আমার সঙ্গে ভাব করেছিল? মিষ্টি কথা ক'য়ে কেন আমাকে ভুলিয়েছিল? ননদ-ভাজে তো [illegible] হয়, কেন সে চুলোমুখা এক দিনও আমার সঙ্গে ঝগড়া করে নি? কেন আমার তার উপর রাগ হচ্ছে? কেন আমার তার জন্যে দুঃখ হচ্ছে? কেন, কেন, কেন সে জন্মেছিল? হয়ে মরে নি কেন? আচ্ছা, বল দেখি বোন্, বল—বল—বল—তোকেই জিজ্ঞেস করি বল, শৈবলিনীর মত পাপিষ্ঠা হতভাগিনী কি এ পৃথিবীতে আর জন্মেছে?

রূপ। তা ত সত্যি, কিন্তু তবে তুই তার জন্যে দৌড়ো-দৌড়ি ক'রে মরছিস কেন?

সুন্দ। মর্‌ছি কেন? তার মুণ্ডপাত কর্‌বো ব'লে, তার মুখে আগুন দেব ব'লে; তার শ্রাদ্ধ কর্‌বো ব'লে; তার পিণ্ডি চট্‌কাব ব'লে, তার—তার—তার—

রূপ। দিদি, তুই বড় কুঁদুলী।

সুন্দ। সেই তো আমায় কুঁদুলী করেছে।

রূপ। তা করুক, এখন চল সদরে যাই—তিনি যাত্রা কচ্ছেন, দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

চন্দ্রশেখর

চন্দ্র। গভীর নিশা, নগরী নিস্তব্ধ, সমস্ত জগৎ সুপ্ত, কেবল একা আমি জাগ্রত! শয্যার সহিত সম্বন্ধ চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যে সংসারী, সে কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, কার্য্যান্তে নিদ্রা-দেবীর বিরামদায়ী কোলে সুখে শয়ন ক'রে ক্লান্তি দূর করে; যে সন্ন্যাসী, তাকেও নিদ্রা জীবনের চিন্তা হ'তে সময়ে সময়ে অবসর প্রদান করে। ঘোর তপস্যামগ্ন মহাযোগীর নিদ্রাও নাই—জাগরণও নাই; তিনি সমাধির শান্তিতে পূর্ণভাবে অবস্থিত; শারীরিক কোন ক্রিয়ার তাঁর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি কি? না যোগী, না সন্ন্যাসী, না সংসারী! উঃ, এ কি কষ্টকর জীবন! উদ্দেশ্য নাই, ক্রিয়া নাই, বৃত্তি নাই, ফল নাই। হায় হায়, কেন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেম? কেন সংসার-সুখের কামনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেম? অন্ন পাক ক'রে ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর্‌বো ব'লে অগ্নিসংগ্রহ কর্‌লেম, সে অগ্নি আমার গৃহদাহ কর্‌লে! জীবন-অবসানের পূর্ব্বে এ বহ্নির নির্ব্বাণ নাই! জীবনই বা কই? জীবন কাকে বলে? জীবনের ক্রিয়া আছে, বৈচিত্র্য আছে; এ একটা অনশ্বর তীব্র সন্তাপের আসুরিক শক্তি আমার ইন্দ্রিয় সকলকে সজাগ রেখেছে মাত্র। কতকাল—কতকাল এমন ক'রে যাবে? গুরুদেব! তোমার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসই আমার আশ্বস্ত রেখেছে মাত্র। [প্রস্থান।

(দলনী ও কুলসমের প্রবেশ)

দল। কুলসম—কুলসম, কি সর্ব্বনাশ হলো! একেবারে দুর্গপ্রবেশ নিষিদ্ধ। কি হবে কুলসম? আমার উপায় কি হবে? ভাই, তোমার মনে এই ছিল? শেষ এই করলে? আমার দাঁড়াবার স্থান রাখলে না?

কুল। ফিরে সেনাপতির ঘরে চল।

দল। তুমি যাও, গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে আমার স্থান হবে। যে বিশ্বাসঘাতক আপনার প্রভুর সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, তার গৃহে আমি আর পদার্পণ করবো? যে রাজদ্রোহী আমার প্রাণপতির সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প করেছে, আমি তার আশ্রয়ে যাব? যে ভাইয়ের চক্ষে ভগিনীর সতীত্ব নিন্দনীয়, পতি-অনুরাগিণী ব'লে যে আমায় এই শাস্তি দিলে, আমি আবার তার মুখদর্শন করবো?

কুল। তবে কি করবে? সমস্ত রাত্রির কি এই পথে দাঁড়িয়ে কাঁদবে?

দল। (সরোদনে) কুলসম!

কুল। কান্না ত আছেই, বলি এখন কি করবে?

দল। এস, এই গাছতলায় দাঁড়াই, প্রভাত হোক।

কুল। এখানে প্রভাত হ'লে আমরা ধরা পড়বো।

দল। তাতে ভয় কি? আমি কি কোন দুষ্কর্ম করেছি যে, ভয় করবো?

কুল। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ ক'রে এসেছি, কেন এসেছি, তা তুমিই জান; কিন্তু লোকে কি মনে করবে? নবাবই বা কি মনে করবেন? তা ভেবে দেখ।

দল। যাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা, আমি অন্য বিচার মানিনি; না হয় মরবো—ক্ষতি কি?

কুল। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হবে?

দল। এখানে দাঁড়িয়ে ধরা পড়বো, সেই উদ্দেশ্যে এখানে দাড়াব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা, যে ধৃত করবে, সে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

কুল। দরবারে।

দল। প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যেতে চাই, অন্যত্র আমার যাবার স্থান নেই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরবার কালে তাঁকে বলতে পারব যে, আমি নিরপরাধিনী। বরং চল, আমরা দুর্গদ্বারে গিয়া ব'সে থাকি, সেইখানেই শীঘ্র ধরা পড়বো।

কুল। ও মা, ও কে ও? মানুষ কি? না। ও কি মস্ত লম্বা, এই গাছতলার দিকেই যে আসছে।

দল। তাই তো! যে হোক, আমরা একটু গাছের পেছনটায় দাঁড়াই এস।

(চন্দ্রশেখরের পুনঃ প্রবেশ)

চন্দ্র। কে ও—কে ও, আমার মতন পথে পথে নিশা-জাগরণ করে, এমন হতভাগ্য আর কে আছে? ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

কুল। কি হবে গো?

দল। ভয় নেই, যেই হন, কণ্ঠস্বরে বোধ হচ্ছে, উনি আমাদের কোন হানি করবেন না; তুমি উত্তর দাও—কথা কও।

চন্দ্র। ভয় নাই। বল কে?

কুল। আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে?

চন্দ্র। আমরা! তোমরা ক'জন?

কুল। আমরা দু'জন মাত্র।

চন্দ্র। এত রাত্রে এখানে কি করছো?

দল। আমরা হতভাগিনী! আমাদের দুঃখের কথা শুনে আপনার কি হবে?

চন্দ্র। অতি সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লোকের উপকার হয়ে থাকে, তোমরা যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে থাক, সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার করবো।

দল। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য! আপনি কে?

চন্দ্র। আমি সামান্য ব্যক্তি, দরিদ্র ব্রাহ্মণমাত্র—ব্রহ্মচারী।

দল। আপনি যেই হ'ন, আপনার কথা শুনে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। যে ডুবে মরছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না; কিন্তু যদি আমাদের বিপদ্ শুনতে চান, তবে রাজপথ হ'তে দূরে চলুন; রাত্রে কে কোথায় আছে, বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলবার নয়।

চন্দ্র। এ স্থান জনমানবশূন্য, আমি অনেকক্ষণ অবধি এই দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও কেউ নেই, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

দল। কি বলবো কুলসম ?

কুল। আমরা বাইজী—এক জায়গায় বিয়ে-বাড়ীতে মোজ্‌রো কর্‌তে গিয়েছিলুম, বেশী রাত্তিরে শোয়ারি পাইনি, সঙ্গের লোক-জন অন্ধকারে কোন্ দিকে গেল, আমরা পথ হারিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

দল। ছিঃ কুলসম, এঁর সঙ্গে বঞ্চনা করতে নেই। দেখছো না, ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ। মহাশয়, আমার দাসী ভয় পেয়ে মিথ্যা কথা বলেছে, মার্জ্জনা করবেন। আমি অকপটে আপনার নিকট আত্মপরিচয় দিচ্ছি। আমার স্থির বিশ্বাস হচ্ছে যে, আপনা হ'তে আমাদের কোন অমঙ্গল হবে না। হতভাগিনীকে বাঙ্গালার নবাব আদর ক'রে দলনী বেগম ব'লে ডাকেন।

চন্দ্র। অ্যাঁ, সে কি ? কি আশ্চর্য্য ! আপনি দলনী বেগম ? আপনি এ অবস্থায় এখানে কেন ?

দল। বিশ্বাস কর্‌বেন কি ? আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে দুর্গত্যাগ করি নি, নবাবের অজ্ঞাতে তাঁর কোন বিশেষ হিতকামনায় গোপনে সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলুম, বিস্মিত হবেন না, সেনাপতি গুরগণ খাঁ আমার সহোদর। এ কথা কেউ জানে না, নবাবও না ; আজ এই আপনি শুনলেন—আর কুলসম শুন্‌লে। কিন্তু সেনাপতি আমার অনুরোধ রক্ষা কর্‌লেন না, বরং বোধ হয়, আমি তাঁর অনিষ্ট কর্‌তে পারি সন্দেহ ক'রে আমাদের দুর্গপ্রবেশ নিষেধ ক'রে দিয়েছেন।

চন্দ্র। (স্বগত) জ্যোতিষ গণনা মিথ্যা নয়, ভবিতব্য কে খণ্ডাতে

পারে? যা ঘটবার, তা অবশ্য ঘটবে! যা হোক, তা ব'লে পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নয়, যা কর্ত্তব্য, তা অবশ্য করবো। হৃদয়, কৈ, তুই ত একেবারে ভস্ম হলি নি? এই বালিকার জন্যে তো আবার তুই কাতর হচ্ছিস্? এই না আমি ভেবেছিলেম, আমার জীবন বৃত্তিশূন্য! আবার কার্য্য আসছে, আবার কর্ত্তব্য মনে পড়ছে।

দল। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

চন্দ্র। আপনার সকল কথা সত্য। এক্ষণে কি করবেন স্থির করেছেন?

দল। আমি এইমাত্র মনে কচ্ছিলুম যে, দুর্গদ্বারে গিয়ে ব'সে থাকি প্রহরীরা প্রভাতে আগে আমাদের ধ'রে দরবারে নিয়ে যাবে আমি নবাবের সমক্ষে সমস্ত কথা ব্যক্ত করবো।

চন্দ্র। সহসা সেরূপ করা আমার মতে ভাল বিবেচনা হচ্ছে না আমার মতে পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সমক্ষে উপস্থিত হবেন না, প্রথমে পত্রের দ্বারা তাঁকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করান, যদি আপনার প্রতি তাঁর স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করবেন, পরে তাঁর আজ্ঞা পেলে সম্মুখে উপস্থিত হবেন।

দল। পত্র নিয়ে কে যাবে?

চন্দ্র। আমি পাঠিয়ে দেব।

দল। আপনি—

চন্দ্র। হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হবেন না! দরবারের কোন উচ্চ হিন্দু কর্ম্মচারী

আমায় বিশেষ ভক্তি করে, তাঁরই সাহায্যে আমি পত্র পাঠিয়ে দিয়ে উত্তর আনাব।

দল। এখানে পত্র লেখবার তো কোন উপায় নেই।

চন্দ্র। আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছি — আমার গৃহে নয়, কিন্তু আমি যা করবো, গৃহস্বামী তাতে আপত্তি করবে না। যতক্ষণ না রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ সেখানে থাকবেন—কেউ জানতে পারবে না, কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না।

দল। আপনাকে যখন বিশ্বাস করেছি, তখন আপনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছি। চলুন কোথায় যেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—গঙ্গাতীরস্থ পোর্টুগীজ জলদস্যুগণের বহর

আলভারিজ, গোমিস, পার্ব্বতী, বিশ্বাস ও বকাউল্লা

বিশ্বা। ও মাষ্টার গোমিস, কেয়া হোগা, কেয়া হোগা, মাই মাষ্টার গঞ্জালিস গন্, একেবারেই গন। গঞ্জালিস মাই কামার-মাদার, ডেড. গন্—ডেড গন্, একেবারে ডেড্ গন্, আর তার উপর মেয়েমানুষকে নিয়ে বন্। আমি Poor devil, আহা, গঞ্জালিস বাবা আমায় আদর ক'রে ডেভিল বল্‌ত, আমি how many—how many ক'রে ভুলায় ভালায়কে মেয়েমানুষকে ফুলের go out করলুম—আর শালার ডাকাত কি না, thiefএর উপর বাটপাড়ী ক'রে, তাকে লুটে নিয়ে গেল।

পার্ব্ব। আ মুখে আগুন! তুই মুখপোড়া বুঝি গঞ্জ সাহেবের সঙ্গে ঐ মেয়েমানুষকে জুটিয়ে দিয়েছিলি? অ' পোড়ার বাঁদর, যেমন নিজের চেহারা—তেমনি মেয়েমানুষের চেহারা! কেন, চোখ দুটো ছিল কোথায়? আর কি মেয়েমানুষ পাওনি? আহা, অমন সোনার চাঁদ সাহেব, কি বল্‌বো, আমাদের ধর্ম্মভয় আছে—আত্ত দিতে পারিনি।

বিশ্বা। আরে মর হারামজাদী, অমন মেয়েমানুষ আর এ দেশে আছে? অমন চেহারা কখনও দেখেছিস? রঙ যেন কাঁচা সোনা।

পার্ব্ব। মুখে আগুন তোমার কাঁচা সোনার, যেন ক্ষাবা হয়েছে! আমরা যদি ভাল খেতে পরতে পেতুম, অমনি ক'রে জাবন-চাকন করতুম, তা হ'লে আর এক চেহারা দেখতিস্। কি করবো, ভগবান্ গরীব করেছেন, তাই সাহেবের হুকুমে গস্তানীর দাসী-পণা করতে হলো। বাপ—বাপ! উনি আবার গেরস্থ ঘরের বৌ, বামুনের মেয়ে সাহেবকে মেরে ফেললে! তেলেঙ্গা সব ভয়ে আড়ষ্ট, আমি থর্ থর্ ক'রে কাঁপছি আর মাগীর সেই সময় হাসির ধুম প'ড়ে গেল! আমায় বলে কি না, পার্ব্বতী, তুই যা, ডাকাতদের ডেকে নিয়ে আয়,—দুটো গল্প-সল্প করি, রাক্ষসীর নিযাশ ডাকাতদের সঙ্গে যড় ছিল। ও ঐ সর্দ্দার ডাকাতের কে হয়। তারির একটা পাক এসে তো ডেকে পাল্কীতে তুলে নিয়ে গেল. আমি সঙ্গে যাচ্ছিলুম—তা নচ্ছার পাক মিনষে খেঁকিয়ে তাড়া কল্লে।

আল। বিবিকো কাঁহা লে গিয়া?

বিশ্বা। The বকাউল্লা know, ও বায়কে ডাকাতদের house see ক'রে এসেছে।

গো। টোমকো নাম?

বকা। মেরা নাম হুজুর এনায়ত আবদুল ফজল বকাএৎ উল্লা মেহেরুদ্দীন খাঁ সাহেব।

গো ; Dam your la—la—la—din—din—din ! চোটা নাম বোলো চোটা নাম বোলো ?

বিশ্বা। আরে সোজাসুজি বকাউল্লা বল না, দেড় গজ এক বয়েত আরম্ভ কর্‌লে। his name বকাউল্লা।

গো। টোম কেয়া ডেখা ? ডাকুকা কেয়া নাম ?

বক। ডাকুকা নাম ফলতা রাও হুজুর।

বিশ্বা। তোর মাথা রাও, Master, ask, I all know, উস্‌কা নাম প্রতাপ রায়, বড়া বদমায়েস ম্যান। আমি all see কিয়া হায়। ডোমরা বোটমে সিটিং কি না ! মাষ্টার ব্রিং মি উইথ ফ্রম পুরন্দরপুর। আহা, মাষ্টার গল্লালিস বড়া ভালবাসতা, বড়া ভালবাস্‌তা ; যখনই woman দরকার হ'ত, কাকেও not say, আমাকেই say। Hear me মাষ্টার গেমিস, night ঝাঁ ঝাঁ, no noise, all নিস্তব্ধ, no where nothing, এমন সময় কশাড় বন, কশাড় sisterকা ভিতর fire গুড়ুম—অমনি এক সিপাই waterএর ভিতর ডুডুম। Privately privately one man বোটের কাছি কাটি give, Master গল্লালিস come out বন্দুক হাতে, two time কশাড় sisterএর ভিতর থেকে গুডুম গুড়ুম ; আর my father mother গল্লালিস জলের ভিতর ডুড়ুম। water রেডে রড, masterএর body আমাদের নৌকোর কাছে come, আমরা take up। ওদিকে one ডাকাত that শালা দলের সর্দার—ইস্কাবনের—টেক্কা, womanএর বোটে get up, আপনি হাল catch করকে

boat নিয়ে run। উস্‌কো নাম প্রতাপ রায়, ভারী বদ্‌মায়েস, হাম জানতা।

লো। Yes, Yes, গল্টারিসকো বিবি কাঁহা লে গিয়া ?

বিশ। That the বক্‌তাউলা tell, I other boat round go ঘুরে ফিরে one ট্যাক—ট্যাক,—understand master ট্যাক ? native poket, Boat come in to চড়া, then পাকী come, womanকে লোকে উস্‌পর উঠায়া gone। বক্‌তাউলা সিপাই back back go, see house, সেইখানেই হামারা মাষ্টারকা মেয়েমানুষকে keep কিয়া হায়। ওগো, হাডি-বাগদীকা মেয়ে নেহি হায়। আমি কত করকে ভুলায়ে ভালায়কে আসল stud bred বামনকা মেয়ে সাহেবকো জন্যে যোগাড় কর দিয়া হায়, এখনও আমার বক্‌শিস্ পাওনা হায়। ওগো, গল্টারিস হামকো বড়া ভালবাসতা, বড়া ভালবাসতা।

লো। very good বিশ্বাস, তোম ভালা আড্‌মি হায়, নেমোক-হারাম হায়। Now go, take সিপাই, ডাক গরু যাও।

বিশ। Tell বক্‌তাউলা। Master, I not go, প্রতাপ রায় ভারী জাঁহাবাজ। many many লাঠিয়াল ওর উঁহে,—হামকো মেরে ফেলেগা। poor man kill, আমার পাঁচটি বে সাহেব, একেবারে সবাই রাঁড়ী হবে। I die five at once be female prostitute। বাড়ীতে আর পুরুষ নেই, এই আমি one masculine man, ছেলেপুলেগুলো একেবারে অনাথ হবে। All sons at once become husbandless Beg your

pardon master, beg your pardon। send বকাউল্লা, live me.

গো। এ সিপাই, টুম যাও, ডাকু পাকড়াও, ten সিপাই লেও।

বকা। খালি সিপাইসে নেই হোগা হুজুর। আপলোক আইয়ে, ও ফলতা রাহ বড়া দুষমণ হায়, কালা আদমিসে নেই পাকড় যাগা।

আল। Very good চলো, হামলোকভি তোমরা সাথ যাতা হায়।

গো। বিস্তয়াস, you go and see that your master গল্পালিস is well attended, চল, সিপাই চল।

বিশ্বা। Yes sir, yes sir ! সেলাম।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—প্রতাপের বাসার শয়ন-গৃহ

শৈবলিনী ও রামচরণ

শৈব। এ কি, এ কোথায় এনুম ! কে আমাকে এখানে আন্‌লে ?

রাম। আজ্ঞে, আপনার চাকর।

শৈব। আমার চাকর ! আমার চাকর কে ?

রাম। আজ্ঞে, রামচরণ।

শৈব। রামচরণ ! রামচরণ কে ? আমি ত চিনিনি।

রাম। আজ্ঞে, বললুম ত আপনার চাকর।

শৈব। আমার চাকর রামচরণ! সে কি? কোথায় সে?

রাম। আজ্ঞে, এই যে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে।

শৈব। তুমি আমার চাকর কেমন ক'রে? তুমি এখানে আমাকে কেন নিয়ে এলে?

রাম। আজ্ঞে, এত রাত্তিরে জগৎ শেঠের কুঠীর দরজা খোলা পাই কি না পাই।

শৈব। জগৎ শেঠের কুঠী! তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

রাম। তা ত আমি কিছুই জানিনি। তাই ভাবলুম, সেখানে যদি জিজ্ঞেস করে, তবে পরিচয় কি দেব। তার উপর রাত্রের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা যদি বলি, শেষ কি কর্‌তে কি হবে, ধরাটরা পড়বো, তাই পাল্কী সেখানে না নিয়ে গিয়ে বরাবর এইখানে নিয়ে এলুম।

শৈব। সেখানে আমায় নে যাবে কেন? কে তোমায় আমাকে জগৎ শেঠের কুঠীতে নিয়ে যেতে বলেছিল?

রাম। যিনি বোম্বেটেদের মেরে আপনাকে নৌকো থেকে উদ্ধার করেছেন।

শৈব। কে আমাকে উদ্ধার কর্‌লে? কে তিনি?

রাম। আজ্ঞে, তিনিই আমার মনিব।

শৈব। তাঁর নাম কি বল না?

রাম। ছি ছি, মনিবের নাম ধর্‌তে আছে?

শৈব। এ কার বাসা?

রাম। মা ঠাকরুণ, আপনার কোন চিন্তা নেই, আপনি স্বচ্ছন্দ হয়ে একটু ঘুমুন, আর কোন ভয় নেই, সে বোম্বেটে মরেছে ; আমিও একটু আড়ামোড়া দিই গে, মেহন্নতটা আজ ভারি রকমই হয়েছে।

[প্রস্থান ;

শৈব। কে আমায় উদ্ধার করলে ! এ চাকরটি ত বেশ, আমায় মান্য ক'রে কথা কইলে ; কিন্তু কৌশল ক'রে কোন পরিচয়ই দিলে না। নৌকোর ভেতর থেকে যেন কার গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলুম, যেন চেনা চেনা বোধ হলো। তা কি ? না, সে কখনও হ'তে পারে না ! সে এখানে কোথা থেকে আসবে ? আমার জাগ্রতেও ঐ চিন্তা, স্বপ্নেও ঐ চিন্তা, ঘুমের ঘোরে আর কারুর কথা শুনে সেই স্বর মনে হয়েছিল ; যা হোক্, এ আবার কোথায় এলুম ? যিনি আমায় উদ্ধার করলেন, তিনি আমায় কোথায় পাঠিয়ে দিলেন ? এখন আমি স্বাধীন না বন্দী ? যা হয় হবে, আর ভাবতে পারিনি, রাতটা ত পোহাক, ক'দিন যা করছি, তাই ক'রে প'ড়ে প'ড়ে ভাবি।

(শয়ন ও নিদ্রা)

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতা। মধ্যে মধ্যে নিজের বুদ্ধি খাটায়, রামচরণের ঐটে দোষ। যাক্, যা হয়েছে হয়েছে ; প্রভাত হোক্, যা হয় উপায় করা যাবে। কি কি—আমার বিছেনায় শুয়ে কে ? স্ত্রীলোক—অ্যাঁ—সেই,

এখানে--আমারই ঘরে! আমারই শয্যায়! আহা হা, শয্যার উপর কে যেন নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢেলে রেখেছে,—যেন গঙ্গার শ্বেত বারিবিস্তারের উপর কে শ্বেতপদ্মরাশি ভাসিয়ে দিয়েছে! কি শোভা! কি শোভা! আহা—এ কি সেই শৈবলিনী! যে বালিকা-কলিকাকে নিয়ে বাল্যকালে কত খেলা খেলেছি—এ কি সেই শৈবলিনী? যাকে আমি আদর ক'রে গাছ থেকে সুমিষ্ট ফল পেড়ে দিতুম, সুন্দর পক্ষিশাবক ধ'রে দিতুম; যে ফুল তুলে মালা গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দিত, বাল্যের সারল্যপূর্ণ প্রাণে যাকে আমার শৈবলিনী ভাবতুম—এ কি সেই? আর সেই এক দিন শেষ দিন, সেই যে দিন ছেলেখেলা সাঙ্গ হলো! সেই গঙ্গাজলে দু'জনের শেষ সাঁতার। আঁ্যা! এ কি এ—আমি কি করছি? কি ভাবছি? কার পানে চেয়ে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি? এ যে পরস্ত্রী শৈবলিনী, আমার জীবনদাতা, আশ্রয়দাতা, চন্দ্রশেখরের সহধর্ম্মিণী শৈবলিনী! তাই কি, এ নয়নরঞ্জন কুসুম এখন কি পবিত্র মধু ধারণ করে? এ প্রফুল্ল প্রসূনে এখনও কি কীট প্রবেশ করেনি? এ শতদল কি আর দেবপূজার উপযোগী আছে? আমি কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করি? আমার প্রয়োজন? আমার অধিকার? পারিজাত দৈত্যকবল হ'তে উদ্ধার করেছি, আমার কর্ত্তব্যসম্পাদন করেছি। নিদ্রা যাচ্ছে যাক, আমি আর এখানে থাকবো না।

(প্রস্থানোদ্যম ও বন্দুক পতন)

শৈব। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি এ—কে তুমি? কে? কে? (মূর্চ্ছা)

প্রতা। (ফিরিয়া) কি, কি, কি হলো; শৈবলিনি, শৈবলিনি,—এ যে মূর্চ্ছা! সংজ্ঞা নেই! (মুখে জল প্রদান) উঠ—উঠ, ভয় নেই, শৈবলিনি, আমি।

শৈব। কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা কর্‌তে এসেছ?

প্রতা। আমি প্রতাপ।

শৈব। একবার নৌকায় বোধ হয়েছিল, যেন তোমার কণ্ঠস্বর কানে গেল, কিন্তু তখনি বুঝলুম যে, সে ভ্রান্তি, আমি স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগেছিলুম, সেই কারণেই ভ্রান্তি মনে করেছিলুম।

প্রতা। আর ভয় নেই, তুমি বেশ সুস্থ হয়েছ, নিদ্রা যাও, আমি চল্লুম।

শৈব। যেও না।

প্রতা। কি বল্‌বে?

শৈব। তুমি এখানে কেন এসেছ?

প্রতা। আমার এই বাসা।

শৈব। আমাকে এখানে কে আন্‌লে?

প্রতা। আমরাই এনেছি।

শৈব। আমরাই! আমরা কে-কে?

প্রতা। আমি আর আমার চাকর।

শৈব। কেন তোমরা এখানে আন্‌লে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতা। তোমার মতন পাপিষ্ঠার মুখদর্শন কর্‌তে নেই! তোমাকে

ডাকাতের হাত হ'তে উদ্ধার করলুম, আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনলে?

শৈব। যদি ডাকাতের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করেছিলে, তবে আমাকে সেইখানে মেরে ফেল্‌লে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।

প্রতা। তাও করতুম, কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করিনি, কিন্তু তোমার মরণই ভাল।

শৈব। অ্যাঁ! শেষ এই হলো! সব ফুরিয়ে গেল! এত আশায় ছাই পড়লো! এই কথা শোন্‌বার জন্যেই কি এত দিন প্রাণ রেখেছিলুম? এই বজ্রাঘাত হবে বলেই কি অকূল পাথারে ঝাঁপ দিয়েছিলুম। আজ প্রতাপ আমায় এই কথা বল্‌লে! আদর নেই, স্নেহ নেই, সান্ত্বনা নেই, একটি মিষ্টি কথাও শুনতে পেলুম না! প্রতাপ! প্রতাপ! আর কেউ নয়, সেই প্রতাপ বল্‌লে কি না আমার মরণই ভাল! কিন্তু অন্যে যা বলে বলুক, তুমি আমায় এ কথা বলো না। আমার এ দুর্দ্দশা কার হ'তে? তোমা হ'তে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করেছে? তুমি। আমি কার জন্যে সুখের আশায় নিরাশ হয়ে কুপথ-সুপথ-জ্ঞানশূন্য হয়েছি? তোমার জন্য। কার জন্য দুঃখিনী হয়েছি? তোমার জন্য। কার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখতে পারলুম না? তোমারই জন্য। আমায় গাল দিও না।

প্রতা। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গাল দিই। আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন—আমি কোন দোষে দোষী নই। ঈশ্বর জানেন,

আমি ইদানীং তোমাকে সর্প মনে ক'রে ভয়ে তোমার পথ ছেড়ে থাকতুম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করেছিলুম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ! তোমার প্রবৃত্তির দোষ! তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমায় দোষ দাও। আমি তোমার কি করেছি?

শৈব। তুমি কি করেছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুলনীয় দেবমূর্ত্তি নিয়ে আবার আমায় দেখা দিয়েছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালেও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বেলেছিলে? যা একবার ভুলেছিলুম, আবার কেন তা উদ্দীপ্ত করেছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখেছিলুম—দেখেছিলুম ত তোমাকে পেলুম না কেন? না পেলুম ত মলুম না কেন? তুমি কি জান না যে, তোমারই রূপ ধ্যান ক'রে গৃহ আমার অরণ্য হয়েছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লে—যদি কখনও তোমায় পেতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হয়েছি, নৈলে গঙ্গালিস আমার কে?

প্রতা। শৈবলিনি—শৈবলিনি, কি বল্লে—কি বল্লে? একেবারে আমার মাথায় প্রলয়ের বজ্র হান্‌লে? কি হবে—কোথায় যাই, কোথায় পালাই! কি জ্বালা! কি জ্বালা! ওঃ, হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করছে! পালাই, পালাই। [বেগে প্রস্থান।

শৈব। সব—সব—সব ফুরাল! পরকাল গেছে—ইহকালও গেল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—প্রতাপের বাসার নীচের ঘর

রামচরণ

রাম। নাও—ঐ টক্ টক্ টক্। এমন বরাত কি ক'রে এসেছি যে, নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমুব? আর জন্মে কোন সরায়ের পাহারোলা ছিলুম আর কি? খালি সমস্ত রাত দরজা খুল্‌তে আর দিতেই প্রাণটা গেল। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) কে হে বাপু, এত রাত্তিরে আবার দরজায় টকর টকর করছো? ঠাকুর মশাই কি? বলি আপনি কি? ও ঠাকুর মশাই, না ত—কথা কবেন না। কাল রাত্তিরে তো দুটো ছুঁড়ীকে পুড়ে মরবার ব্যবস্থা দেবার জন্যে এনে রেখে গেছেন, আজ বুঝি আবার মোনোবস্ত ধ'রে এসেছেন? ঠাকুরের আমার এক এক দিন এক এক লীলা-খেলা। (নেপথ্যে পুনঃ দ্বারে আঘাত) আঃ দুর্গা দুর্গা! দাঁড়াও ঠাকুর, দাঁড়াও। কিন্তু রসো বাবা, দরজার ফাঁক দিয়ে একটু দেখে তবে কবাট খুল্‌তে হবে। গঙ্গার উপর একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড ক'রে আসা গেছে, ঠাকুর মশাই হও আর যেই হও, আগে আড়াল থেকে না দেখে দরজা খোলা হচ্ছে না। (কপাটের নিকট গিয়া) ও বাবা! এ তো ঠাকুর মশাই না, এ যে কতক-গুলো কি গিজির মিজির করছে। তবে রসো বাবা, দোর খুলি ত তবে বন্দুক হাতে ক'রে।

নেপথ্যে। কেওয়াড়ি খোলো।

রাম। হুঁ, সিপাই সাহেব ত আওয়াজ দিচ্ছেন।

নেপ। আরে কোন্ হ্যায়, খোল দেও কেওয়াড়ি।

রাম। আরে, কারে খুঁজছ? কেওয়াড়ি কে? কেওয়াড়ি এ বাসায় থাকে না।

(দলনী ও কুলসমের প্রবেশ)

কুল। আরে, ও মিন্‌ষে—ও মিন্‌ষে, দরজা খোল—দরজা খোল।

রাম। কেন বল দেখি? কেন বল দেখি?

কুল। আ মর্ ন্যাকা মিন্‌ষে, দরজা খোলে না কেন?

রাম। ভারি উত্তুরে হাওয়া চল্‌ছে, তোমার গায়ে লাগলে এখনি তুমি বাল্‌সে যাবে।

দল। বাপু, তুমি দরজা খুলে দাও, আমাদের নে যাবার জন্যে নবাবের কাছ থেকে লোক আস্‌বার কথা আছে, বোধ হয়, তারাই ডাক্‌ছে।

রাম। তোমরা তো হালে বিধবা হয়েছ? ঠাকুর মশাই তো তোমাদের পুড়ে মরবার ব্যবস্থা দেবার জন্যে সঙ্গে ক'রে এনে রেখে গেছেন? তবে নবাবের লোক আবার তোমাদের কোথায় নিয়ে যেতে আসবে?

কুল। তোমার কবর দিতে নিয়ে যেতে আস্‌বে, দরজা খুলে দে বল্‌ছি।

রাম। দিব্যি সকালবেলায় তেল-সিঁদুর মেখে আগুন খাবার জন্য কাঠের পাঁজায় গিয়ে উঠবে, তবে এমন সময় কেন আর মোছলমান ছোঁয়া-ছুঁয়িটা করবে বল?

ল। তুমি জান না, ঠাকুর আমাদের সহমরণের জন্ম রেখে যাননি, আমরা নবাবের কাছেই যাব।

রূপ। Never mind Knocking any more. break open the door.

াম। শুন্‌ছো, এ তোমার নবাবের লোক নয়, বেজায় ইণ্ডিল-মিণ্ডিল।

ল। তাই তো, এ কারা? এরা কি বলে, কিছু তো বুঝতে পাচ্ছিনি!

নপ। খোলো, নেই তো কেওয়াড়ি তোড় ডালো।

রাম। একটা হেঙ্গাম বাধালো দেখছি, এ নির্ঘাস্ বোম্বেটের দল।

লল। বোম্বেটে! কি হবে তবে? ও মা, তবে কোথায় যাব? দেখ, আমাদের রক্ষা কর। কোথাও লুকোও, তোমাকে অনেক বক্‌শিস্ দেব। তুমি এঁকে চেন না, ইনি—

লল। কুলসম!

রাম। খুব গোল বাধালে, বাইরে ইণ্ডিল-মিণ্ডিল—আর ভেতরে দুই মেয়েমানুষ, তেরস্পর্শ লাগলো দেখছি। যাও, এখন ঘরের ভেতর যাও, ঘরের ভেতর যাও, লুকোও গে। এরা আমাদের সঙ্গেই হাঙ্গামা কর্‌তে এসেছে। তোমাদের কোন ভয় নেই।

লল। আয় আয় কুলসম, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির ঘরের ভেতর আয়।

[দলনী ও কুলসমের প্রস্থান।

নেপ। কেওয়াড়ি খোলেগা নেই ?

রাম। আরে দাঁড়া, অমি যে ভাত খেতে বসেছি, শকড়িহাতে কি কবাট ছোঁব ? (স্বগত) একটা বন্দুকে হবে না, কর্ত্তাকে ডাকতে হবে, ইঙ্গিল-মিঙ্গিল দলে কিছু পুরু আছে বোধ হচ্ছে।

নেপ। Break open the door, you শালা শূয়ার, Give stout kick.

(দরজা ভাঙ্গিয়া আলভারিজ, গোমিস,
বকাউল্লা ইত্যাদির প্রবেশ)

সিপা। মারো, কোন্ শালা হায়, কাঁহা হ্যায় ডাকু ? (গোলমাল করণ)

আল। Here we are, kick was sufficient.

রাম। আহা হা, এমন সময় বন্দুকটা হাতে নেই। ঝাঁ ক'রে আনি

(উপরে গমন

গো। ভ্যাকাউল্লা সিপাই, কাঁহা ডেখাও ডাকু।

বকা। ঐ হুজুর, ঐ ভাগতা হ্যায়।

গো। এই come here, কাঁহা যাটা ?

রাম। আর বলবো কি, তামাক সেজে আনতে যাচ্ছি তোমার জন্যে।

গো। কাঁহা ভাগা ? এই তোম্ লোক হুঁসিয়ার, নেই ভাগে নেই ভাগে।

(প্রতাপের প্রবেশ)

রাম। আপনি লুকুন এই বেলা, অন্ধকারে লুকুন, বোম্বেটে ডাকাতরা এসেছে।

প্রতা। ভয় কি ?

রাম। মেলাই লোক।

প্রতা। আমি লুকিয়ে থাকবো, আর এই বাড়ীতে যে কয় জন স্ত্রীলোক আছে, তাদের উপায় কি হবে ? তুমি আমার বন্দুক নিয়ে এস

(আলো জ্বালান)

আল। Ah, here is light. Oh ! হুঁয়া ডু আডমী সিপাই, এই হ্যায় ?

বকা। হাঁ হুজুর, সব কই হ্যায়, মেরে হাত একদম তোড় দিয়া।

প্রতা। তোমরা কে ? কেন এসেছ ?

গো। Who are you ? টোম্ কোন্ হ্যায় ?

প্রতা। অমি প্রতাপ রায়।

বকা। জনাব, এই সর্দ্দার হ্যায়, এই মেরে হাত তোড দিয়া।

আল। (প্রতাপকে ধরিয়া) Oh ! you are my prisoner.

বকা। (রামচরণকে দেখাইয়া) সাহেব,—দোসরা আদমি ভাগতা—দোসরা আদমি ভাগতা।

গো। Oh you thief, there take that, (পিস্তলের আওয়াজ)

রাম। (পতিত হইয়া) উঃ, উঃ; গিছি রে—দূর তোর হাতের

ভাগ নাই, পায়ে বই মারতে পারিস্‌নি। উঃ, হু হু হুঃ, আড়াই পশুরী ছেলের রক্ত বা'র ক'রে দিলি রে। আহা হা রে, বন্দুক ছোড়া কাকে বলে, ডাকাতদের দেখাতে পার্‌লুম না রে।

গল্। Now come along, লে চল সব।

প্রতা। (স্বগত) এক্ষণে বলপ্রকাশ অনর্থক, অধিক গোল হবে; তাতে স্ত্রীলোকের অনিষ্ট হ'তে পারে। যাই না—কদিনের জন্যে? প্রতাপ রায়ের কারাগার এখনও এ দেশে প্রস্তুত হয় নি।

গো। দোসরা শালাকো উঠায় লেও।

[সকলের প্রস্থান।

(দলনী ও কুলসমের পুনঃপ্রবেশ)

কুল। এ বাড়ী থেকে ত পালাই চল, তার পর যা হয় হবে।

দল। কোথায় যাব? বোম্বেটেরা বোধ হয়, এখনও বেশী দূর যায়নি।

কুল। কেন তুমি মহল থেকে বেরুলে? কোথায় কেল্লার ভিতর সুখে থাকবো, না দাঁড়াবার জায়গা নেই।

(গোমিস ও বকাউল্লার প্রবেশ)

বকা। এহি—এহি গল্লালিস সাহেবকা বিবি হিঁয়া হায়।

কুল। ও গো, মা গো! ধরলে গো! ও গো, আমরা না গো।

গো। Never mind, come along, Oh!

দল। ও কুলসম!

কুল। ওগো, আমাদের কেন গো ? তুমি আমাদের চিন্‌তে পারছো না ; আমি কুলসম. আর ইনি হচ্ছেন—

দল। কুলসম—কুলসম ! কি কর ?

কুল। ও গো, সত্যি বল্‌লে এরা আমাদের ধর্‌বে না।

গো। চলো আও, চলো আও, নেই ত হাত পাক্‌ড়ে গা।

দল। চ' কুলসম. বাধা দিয়ে কেন অপমানিত হব, যা অদৃষ্টে আছে —হবে।

গো। come come, চল।

দল। চল।

কুল। চ' আঁটকুড়ীর বেটারা, কোথায় নিয়ে যাবি চ।

[সকলের প্রস্থান।

(শৈবলিনীর প্রবেশ)

শৈব। এখন কি করি ? প্রতাপকে তো বেঁধে নিয়ে গেল, আর দু' জন স্ত্রীলোক ছিল, ওরা কে ? চাকরাণী না নর্তকী ? ওদেরও তো ধ'রে নিয়ে গেল। ওদের ভেতর এক জনকে আমি মনে করেছি। এখন আমি একা, একা—তাতে আমার ভয় কি ? পৃথিবীতে আমার ভয় নেই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নেই, যে স্বয়ং অহরহ: মৃত্যুর কামনা করে, তার কিসের ভয় ? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না ? আত্মহত্যা বড় সহজ, তা কৈ ? এত দিন জলে বাস করলুম—এক দিনও ত ডুবে মরতে পারলুম না। তখনও আমার আশা ছিল, আশা থাকতে মানুষ মর্‌তে

পারে না। কিন্তু আজ? আজ মরবার দিন বটে, তবে প্রতাপকে বেঁধে নে গেছে. প্রতাপের কি হয়—তা না জেনে মর্‌তে পারবো না। প্রতাপের কি হয়—যা হয় হোক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তার চোখে পাপিষ্ঠা! সে আমার কে? কে তা জানিনে! সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জলন্ত বহ্নি; সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ, সেই আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ কর্‌লুম, বোম্বেটের সঙ্গে এলুম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফির্‌লুম না? আহা, এত দিনের পর আজ আবার আমার সেই বেদগ্রামের গৃহ মনে পড়ছে, আমার সেই স্বহস্তরোপিত করবীবৃক্ষ, সেই পরিষ্কার তুলসীমঞ্চ, সেই কত যত্নের পাখীগুলি, সেই সোনার বরণ ফলধরা আঁবগাছ, কোথায় সে সব আজ? কোথায় রইল; কোথায় গেল, সেই ছাদে ব'সে আকাশ দেখা, কোথায় সেই ভীমার জলে সাঁতার খেলা? কোথায় সেই পূজার জন্য পুষ্প-চয়ন? মনে করেছিলুম, গৃহের বাহির হ'লেই প্রতাপকে দেখবো; মনে করেছিলুম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠীতে ফিরে যাব; প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট। কুঠীর বাতায়নে ব'সে কটাক্ষজাল পেতে প্রতাপ-পক্ষীকে ধর্‌বো, সুবিধা বুঝলে সেখান থেকে বোম্বেটেকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাব. গিয়ে প্রতাপের পদতলে লুটিয়ে পড়বো; আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জানতুম না, জানতুম না যে মানুষ গড়ে—বিধাতায় ভাঙে। অনর্থক কলঙ্ক কিনলুম

জাত হারালুম, পরকাল নষ্ট কর্‌লুম; মলুম না কেন? বৃথা এ ছুরী সংগ্রহ করেছিলুম। কেন এত দিন এ ছুরী আমার বুকে বসাইনি? আর কেন, কেবল বৃথা আশায় মজে! এই ছুরীর ভয়ে দুরন্ত ডাকাতও বশ হয়েছিল সে বুঝেছিল যে, আমার কামরায় প্রবেশ কর্‌লে হয় সে মর্‌বে—নয় আমি মর্‌বো। আমার দুরন্ত হৃদয় ভয়ে বশ হ'লো না। মর্‌বো? না আজ নয়, মরি ত সেই বেদগ্রামে গিয়ে মর্‌বো। সুন্দরীকে বল্‌বো, আমার জাত নেই—কুল নেই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নই, তার পর মর্‌বো। আর তিনি, যিনি আমার স্বামী, তাঁকে কি ব'লে মর্‌বো? কথা তো মনে কর্‌তে পারিনে, মনে কর্‌লে বোধ হয়, আমার শত-সহস্র বৃশ্চিক দংশন করে! শিরায়-শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁর যোগ্যা নই ব'লে আমি তাঁকে ত্যাগ ক'রে এসেছি, তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হয়েছে? তিনি কি দুঃখ করেছেন? না, আমি তাঁর কেউ নই, পুথিই তাঁর সব; তিনি আমার জন্য দুঃখ কর্‌বেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি কেউ এসে আমাকে বলে, তিনি কেমন আছেন, কি কর্‌ছেন। তাঁকে আমি কখনও ভালবাসিনি, কখনও ভালবাসতে পারব না, তথাপি তাঁর মনে যদি কোন কষ্ট দিয়ে থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হলো; আর একটি কথা তাঁকে বল্‌তে সাধ করে, কিন্তু শৈবলিনী ম'রে গেছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস কর্‌বে?

নেপথ্যে। কই, সব ঘর ত খালি, এ বাড়ীতে তবে বেগম কোথায়? ঐ দুটো ঘর দেখতে বাকি আছে, এস, ওটা আগে দেখি।

শৈব। এ কারা? কাকে খুঁজছে? বেগম?—নবাবের কোন বেগম কি এখানে ছিল? যাদের ধ'রে নিয়ে গেল, তাদের এক জন কি বেগম? আমি নর্ত্তকী মনে করেছিলুম।

নেপ। না, হেথাও নেই। চল, এই ঘরটা দেখে গিয়ে হুজুরে খবর দেই।

শৈব। এই দিকেই আসছে, আমি কোথায় যাব? থাকি, দেখি না।

(এক জন কর্ম্মচারী ও প্রহরীর প্রবেশ)

কর্ম্ম। এই যে, বেগম এইখানেই আছেন। হজরৎ, নফরের অভিবাদন গ্রহণ করুন, আপনাকে কেল্লায় যেতে হবে, নবাব স্মরণ করেছেন।

শৈব। (স্বগত) এ ব্যক্তি দেখছি বেগমকে চেনে না, আমাকেই তাই মনে করেছে; যথার্থ পরিচয় গোপন ক'রে এর সঙ্গে যাব। দেখি না, নবাবের সমক্ষে উপস্থিত হ'তে পারলে হয় ত প্রতাপের উদ্ধারের কোন উপায় কর্‌তে পার্‌বো। আবার আশা! যদি প্রতাপকে বাঁচাতে পারি, যদি কৃতজ্ঞতা-ঋণে তাকে আবদ্ধ কর্‌তে পারি, তা হ'লেও কি আমি তার চক্ষে পাপিষ্ঠা ব'লে পরিগণিত হব? অনেক সময় কৃতজ্ঞতার পরিণাম প্রণয়। আশা—আশা! না, এখন আর মরা হ'ল না।

কর্ম্ম। বেগম সাহেব, আপনি আমার সহিত আসতে অত কুণ্ঠিতা

হবেন না, জাঁহাপনা বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। আপনি শীঘ্র চলুন, দ্বারে শিবিকা ও লোক-জন প্রস্তুত আছে, এই দেখুন, নবাব আলিজার নিদর্শন।

শৈব। চল, আমি প্রস্তুত।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—নবাবের কক্ষ

নবাব

নবা। লোকে রাজপদ প্রার্থনা করে কেন? অহরহঃ চিন্তা—অহরহঃ দুর্ভাবনা, গুরুতর দায়িত্ব, লক্ষ লক্ষ লোকের মনস্তুষ্টির প্রয়াস, এ সব ত আছেই, তদ্ভিন্ন এ সংসারে কারুর উপর নির্ভর কর্‌বার যো নেই, এক জনও আপনার লোক পাবার যো নেই। যেই এক জনকে একটু বিশ্বাস কর্‌বো, একটুমাত্র প্রত্যয় কর্‌বো, অল্পমাত্র [illegible] যে তাকে পাবে—অমনি তার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু মন্দ কর্‌তে [illegible]! অমনি তখনি সে মনে কর্‌বে যে, এইবার নবাব আমার করগত—যতটুকু পারি, বেশ শিক্ষা দিই। আশ্চর্য্য! কেমন ক'রে এই সকল লোক পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হয়! এক দিন সে যে অপরিচিত আশ্রয়হীন অকর্ম্ম দীন ছিল, কেবলমাত্র কৃপায় যশে অন্নদানে

পোষণ করেছি। মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, বিদ্যা, কার্য্য-কুশলতা যা কিছু সকলই আমার প্রসাদে উপার্জ্জন করেছে, যে ক্ষমতা র পদমাৎসর্য্যে অন্ধ হয়েছে, তাহাও আমারই প্রদত্ত। এ মনুষ্যত্ববিহীন চণ্ডালেরা কেমন ক'রে তা বিস্মৃত হয়? কেবল হিংসা—হিংসা—হিংসা, বিষধরমুখস্থিত কালকূটের ন্যায় এ সকল অন্তরে হিংসা সতত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। যেম ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, অনশনে কণ্ঠাগত প্রাণ, আহার প্রাপ্তে যেইমা কিঞ্চিৎ সুস্থির হয়—অমনি হিংসা-বিষপূর্ণ ফণা-বিস্তার ক'রে অন্নদাতাকে দংশন করতে প্রবৃত্ত হয়, পথপার্শ্বপতিত ভিক্ষুকে মনে তখন এই দুর্বাসনা জাগরিত হয় যে, সে কেন নবাব নয় ধূলিধূসরিত অঙ্গ, কাষ্ঠাসনে স্থাপন কর, অমনি সিংহাসনের জন্য তার শয্যাকণ্টক উপস্থিত হবে। এই গুর্‌গন্‌ খাঁ বিদেশী—নিরাশ্রয় দিনের অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে বস্ত্র বিক্রয় ক'রে শ্রমজলে স্না করত, দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে আশ্রয় দিলেম—উচ্চ হ'তে উচ্চতর পদে উন্নীত করলেম। আপনি আচ্ছাদন হয়ে সমস্ত প্রাসাদের শত্রুতা হ'তে তাকে রক্ষা করলেম, এখন তাকে অবাধে বিশ্বাস করেছি, রাজ্যের গোপন তত্ত্ব সকল অবগত হয়েছে, আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশাধিকার দিয়েছি সমস্ত সৈন্য তার করতলগত ক'রে দিয়েছি, এখন আমার হর বাদি লয়ে আমাকেই আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে! আ কাকে বিশ্বাস করবো? আছে, এই প্রবঞ্চনাময় জগতেও বিশ্বা করবার পাত্র আছে, পতিব্রতা নারীর ভালবাসাই পৃথিবীতে

একমাত্র বিশ্বাস্য পদার্থ! এক প্রবল প্রণয়পূর্ণ রমণীহৃদয়েই রাজাও নিঃশঙ্কে নিদ্রিত মস্তক স্থাপন কর্‌তে পারে। দলনী—দলনী! এই স্বার্থপর জগতে আমার আপনার জন দলনী—সেই চণ্ডালের সহোদরা! যে মাতৃগর্ভ হ'তে গুরুগণ খাঁর ন্যায় পিশাচের জন্ম—সেই গর্ভই কি দলনীর ন্যায় অপ্সরা প্রসব করেছে? আহা, এই অবলা বালিকা আমার জন্য প্রাণভয় উপেক্ষা ক'রে, স্বেচ্ছায় পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক অপমানিতা, লাঞ্ছিতা, বিপদগ্রস্তা; অপরিচিত জনের আশ্রয়ে রাজ-রাণী আজ কাঙালিনীর ন্যায় বাস কর্‌ছে! এস—এস, প্রিয়ে, অনেক পণ নিয়েছ বটে, কিন্তু বাঙ্গালার নবাব মীর কাসেম আজ তোমার কাছে চিরদিনের জন্য বিক্রীত হলো, আমার মুকুটের সর্ব্বোজ্জ্বল মণি দলনী! এস, তোমায় হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর্‌বো।

(কর্ণধারীর প্রবেশ)

কর্ণ। (অভিবাদন পূর্ব্বক) জাঁহাপনা, বেগম সাহেবা উপস্থিত।

নবা। কোথায়—কোথায়? শীঘ্র এখানে প্রেরণ কর।

[কর্ণধারীর প্রস্থান।

(শৈবলিনীর প্রবেশ)

এ কে? অবগুণ্ঠনবতী রূপবতী—কে এ? দলনী অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী বটে, কিন্তু এ ত দলনী নয়। দলনী কোথায়? এ কে? তুমি কে?

শৈব। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

নবা। তুমি এলে কেন ?

শৈব। রাজ-ভৃত্যগণ আমাকে নিয়ে এল।

নবা। তোমায় বেগম ব'লে এনেছে, বেগম এলেন না কেন ?

শৈব। তিনি সেখানে নেই।

নবা। তিনি তবে কোথায় ?

শৈব। (স্বগত) তবে ঠিক, আমার অনুমান ঠিক। বোম্বেটেরা বেগমকেই আমি মনে ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে, আর বেগম ভ্রমে আমি এখানে আনীত।

নবা। কি ভাবছো ? বল, তুমি কি বেগমকে দেখেছ ?

শৈব। দেখেছি।

নবা। কোথায় দেখলে ?

শৈব। যেখানে আমরা কা'ল রাত্তিরে ছিলুম।

নবা। সে কোথায়—প্রতাপ রায়ের বাসায় ?

শৈব। আজ্ঞা হ্যাঁ।

নবা। বেগম সেখান হ'তে কোথায় গেছেন জান ?

শৈব। পোর্টুগীজ বোম্বেটেরা তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

নবা। কি বল্লে ?

শৈব। পোর্টুগীজ বোম্বেটেরা তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

নবা। কি ? হুঁ—হুঁ—হুঁ, কোন্ হায় ? গুর্‌গণ খাঁ। আচ্ছা, কেন তারা বেগমকে ধ'রে নিয়ে গেল জান ?

শৈব। না।

নবা। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল ?

শৈব। তাঁকেও তারা ধ'রে নিয়ে গেছে।

নবা। তার বাসায় আর কোন লোক ছিল ?

শৈব। এক জন চাকর ছিল, তাকেও ধ'রে নিয়ে গেছে।

নবা। কেন তাদের ধ'রে নিয়ে গেছে জান ?

শৈব। না। (স্বগত) আর মিথ্যা না বল্‌লে চলে না, আমার সত্য পরিচয় দিলে কার্য্যোদ্ধার হবে না।

নবা। প্রতাপ কে, তার বাড়ী কোথায় ?

শৈব। মুর্শিদাবাদের পু—পু—পুরন্দরপুরের নিকট।

নবা। এখানে কি কর্‌তে এসেছিল ?

শৈব। দরবারে চাক্‌রী কর্‌বেন ব'লে।

নবা। তোমার কে হয় ?

শৈব। (স্বগত) এইবার !

নবা। তোমার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে ?

শৈব। আমার—আমার স্বামী।

নবা। তোমার নাম কি ?

শৈব। শৈ—রূপসী।

নবা। আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।

শৈব। আমার গৃহ কোথায় ? কোথায় যাব ?

নবা। হুঁ, তবে তুমি কোথায় যাবে ?

শৈব। আমার স্বামীর কাছে। আমায় আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিন, আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ কর্‌ছি, আমার

স্বামীকে ডাকাতরা ধ'রে নিয়ে গেছে, হয় আমার স্বামীকে মুক্ত ক'রে দিন—নচেৎ আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা ক'রে এর উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মরবো। সেইজন্য এখানে এসেছি।

নবা। আচ্ছা, বোম্বেটেরা এখনও বেশী দূর যেতে পারে নি, আমি চারিদিকে কর্ম্মচারীদের উপর পরোয়ানা পাঠাচ্ছি, তারা যত শীঘ্র পারে, তাদের ধর্‌বে। তুমি এখন—

শৈব। বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন, এখন লোক পাঠালে ধরা যায় না কি?

নবা। এই পোর্টুগীজ জলদস্যুরা অতি ভয়ানকস্বভাব, সংখ্যায়ও তারা কম নয়। যুদ্ধের বহর, ছিপ, নৌকা, গোলা, গুলী, বন্দুক যথেষ্ট তাদের আছে, তারা চট্টগ্রাম হ'তে আরম্ভ ক'রে নোয়াখালি, ঢাকা, এমন কি—এই মুর্শিদাবাদের সন্নিকট স্থান হুগলী, সপ্তগ্রাম, কলিকাতা সমস্ত স্থানেই অবাধে ডাকাতী ক'রে বেড়ায়। কলঙ্কের কথা—আমার কর্ম্মচারীরা খুব চেষ্টা করেও তাদের দমন করতে পারিনি। তারা প্রতাপশালী ইংরাজেরও প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের অত্যাচারে সকলেই পীড়িত, দেশের লোক তাদের নাম শুন্‌লে আতঙ্কে শিউরে উঠে। আমি সুচতুর কর্ম্মচারীর উপর ভার অর্পণ করছি, তারা কলে-কৌশলে তাদের ধরবে।

শৈব। (স্বগত) দেখছি, নবাব আমার সকল কথায় বিশ্বাস করেছেন, দয়াও আমার প্রতি একটু হয়েছে, নইলে এত কথা বুঝিয়ে

বলবেন কেন? আ রে পোড়া রূপ! তোর দ্বারাও উপকার হয়! এ সুযোগ ছাড়া হবে না।

নবা। তুমি ভেব না, নিশ্চয় তোমার স্বামীকে মুক্ত ক'রে দেব। আপাততঃ তুমি—

শৈব। যদি অনাথিনীকে এত দয়া করেছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা; মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ, তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ, তাঁর হাতে অস্ত্র থাকলে তাঁকে বোম্বেটেরা কয়েদ করতে পারতো না। যদি তিনি এখনও হাতিয়ার পান, তবে কেউ তাঁকে কয়েদ রাখতে পারবে না। যদি কেউ তাঁকে অস্ত্র দিয়ে আসতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হ'তে পারবেন, সঙ্গী-দিগকেও মুক্ত করতে পারবেন।

নবা। তুমি বালিকা, পোর্টুগীজ বোম্বেটেরা কি, তা জান না। কে তাকে সেই বোম্বেটের নৌকায় উঠে অস্ত্র দিয়ে আসবে?

শৈব। যদি হুকুম হয়, যদি নৌকো পাই, তবে আমিই যাব।

নবা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

শৈব। প্রভু! না পারি, আমি মরবো, তাতে কারুর ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি পারি, তা হ'লে আমারও কার্য্যসিদ্ধি হবে, আপনারও কার্য্যসিদ্ধি হবে।

নবা। (স্বগত) এ ত সামান্য স্ত্রীলোক নয়! ভাল, মরে মরুক, সভাই আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই, নইলে মুর্শিদাবাদে মহম্মদ তকীকে সংবাদ পাঠাচ্ছি, সেই কার্য্যসিদ্ধি করবে। (প্রকাশ্যে) তুমি কি একাই যাবে?

শৈব। স্ত্রীলোক, একা যেতে পারবো না। যদি দয়া করেন, তবে সঙ্গে এক জন দাসী, এক জন রক্ষক আজ্ঞা ক'রে দিন।

নবা। মুসবুদ্দিন এখানে আছ?

(মুসবুদ্দিনের প্রবেশ)

মুস। গোলাম হাজির আছে।

নবা। এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে নাও এবং এক জন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে নাও, ইনি যে হাতিয়ার নিতে বলেন, তাও নাও; নৌকোর দারগার কাছ থেকে একখানা ভাল ছিপ নাও; এই সব নিয়ে এখনি মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা কর।

মুস। তার পর কি করতে হবে?

নবা। ইনি যা বল্‌বেন, তাই করবে। বেগমদের মত এঁকে মান্য করবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে।

মুস। যে আজ্ঞে।

শৈব। আমি কি ব'লে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব!

নবা। বিবি, স্মরণ রাখিও, কখনও যদি মুস্কিলে পড়, মীর কাশেমের নিকট আসিও।

শৈব। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (স্বগত) আস্‌ব বৈ কি। হয় ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী নিয়ে দরবার করবার জন্যে তোমার কাছে আস্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—গঙ্গাতীর

চন্দ্রশেখর

চন্দ্র। কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য! এই সংসারক্ষেত্র কার্য্যক্ষেত্র মাত্র। কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতেই হবে, কার্য্য বিনা গতি নাই। অবসর পেলেই মন বাসনা সৃজন করে, সে বাসনা স্বার্থজড়িত। মনকে প্রশ্রয় দিতে নাই, অবসর দিতে নাই। বাসনা হ'তেই অভাব-বোধ, সঙ্গে সঙ্গে পূরণের প্রয়াস! কামনা পূর্ণ হ'লেও পিপাসার বৃদ্ধি; আশার নিবৃত্তি নাই, নিবৃত্তি হ'লে সংসারে কেউ আর থাকতে পারে না। ভাববার নাই, চাবার নাই, পাবার নাই, যাবার নাই,—এমন জীবন কল্পনা করা যায় না। আর কামনা পূর্ণ না হ'লে দুঃখ, সঙ্গে সঙ্গে নূতন আশা, নূতন কামনার জন্ম। আবার কাম্য পদার্থ পেলেও সঙ্গে সঙ্গে হারাবার ভয় আছে। পৃথিবী নশ্বর, সুতরাং পার্থিব যা কিছু অবিনশ্বর কিছুই নয়। যেখানে পাওয়া—সেইখানেই হারানো; যেখানে লাভ—সেইখানেই ক্ষতি; যেখানে মিলন—সেইখানেই বিচ্ছেদ; যেখানে উদয়—সেইখানেই অস্ত; যেখানে জন্ম—সেই-খানেই মরণ। নাশ সৃষ্টির সহচর। জন্ম হ'তে মরণ পর্য্যন্ত মন এই পেতে-হারাতেই ব্যতিব্যস্ত; এই লাভ-লোকসানের কার-বারই সুখ-দুঃখের সৃষ্টি করছে! সুখ অল্প, দুঃখই অধিক; জীবন

ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু অনন্ত। সেই একটু যাকে সুখ বলি, তারী দুঃখের আনুসঙ্গিক ভয়ে। মনুষ্য তারও অব্যাবিল উপভোগে বঞ্চিত। মন আমার সংসারী হবার বাসনা করেছিল, এই অনন্ত-ব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্র বীচিমালিনী, চন্দ্রকরবিভাসিতা, নীলাম্বরপ্রতিবিম্বিতা তটিনীর ন্যায় মনোমোহিনী রমণীর অগাধ স্নিগ্ধ প্রণয়-সলিলে সন্তরণ করবো বাসনা করেছিল, তাই নৈরাশ্যের ঘোর ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে যম-যন্ত্রণা ভোগ করছে। শৈবলিনীকে পেয়েছিলাম, তাই হারালেম। পেয়ে সুখী হবো আশা করেছিলেম, তাই হারিয়ে দুঃখ পাচ্ছি। না পেলে তো হারাতেম না। সুখী হব না মনে না করলে ত দুঃখী হতেম না,—এই নূতন সুখ— নূতন দুঃখ কিছুই থাকতো না। আমি গ্রন্থগতপ্রাণ যে চন্দ্রশেখর—সেই চন্দ্রশেখরই থাকতেম। মনে কর মন, শৈবলিনীকে পাও নাই; শৈবলিনী ব'লে কেহ কখন এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। প্রণয়ের আশা কখনও করি নাই। গুরুদেবের অলৌকিক জ্ঞান। এই তাঁর উপদেশ। কিন্তু মন কিছু না মনে ক'রে ত থাকতে পারে না। মনকে কার্য্য দেওয়া চাই; কি কার্য্য দিই? কেন, সেই দেবোপম রামানন্দ স্বামীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করবো, মনকে কার্য্য দেব, কিন্তু নিজের নয়—পরের। পরোপকার-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করবো। জগদীশ্বর যদি দয়াময়, তবে তিনি দুঃখময়। দুঃখের সহিত দয়ার নিত্য সম্বন্ধ; দুঃখ না হ'লে দয়ার সঞ্চার কোথায়? কিন্তু আবার তিনি নিত্যানন্দ, এ আনন্দ কোথা হ'তে উৎপন্ন হয়? ঐহিক দুঃখনিবারণ কিসে হয়? তিনি

অহরহঃ সৃষ্টির দুঃখনিবারণে নিযুক্ত, তাতেই দৈব সুখের উৎপত্তি। জীবগণ যদি পরস্পরের দুঃখনিবারণে নিযুক্ত থাকে, তা হ'লে জীবের দুঃখ অনেক দূর হয়; নচেৎ সংসারে দুঃখনিবারণের অন্য উপায় নাই। কিন্তু মন যে ঘা খেয়েছে, যে ব্যথা পেয়েছে, স্মৃতি যে যন্ত্রণা সদা জাগরিত রেখেছে, তা থেকে কিসে মুক্তি পাই? গুরুদেব বলেন, তুলনায় সুখ-দুঃখের অনুভূতি; অনেক স্থলে অপরের সহিত তুলনায়, সম্বন্ধভেদে অন্যকে যখন আমাপেক্ষা সুখী দেখি, তখন আমাকেই দুঃখী মনে করি, আমার চেয়ে দুঃখীকে দেখে তো বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরানুগ্রহে আমি কত সুখী। জরাগ্রস্ত যযাতি, শ্মশানবাসী হরিশ্চন্দ্র, রামহারা দশরথ, জানকীহারা বনচারী রামচন্দ্র, পরান্নভোজী প্রচ্ছন্ন যুধিষ্ঠির, রাজ্যহারা ভার্য্যাহারা নল, এঁদের তুলনায় আমি কে? এই বাজ্যাজ্যের পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণ যে সন্তাপসমূহ হৃদয়ে বহন করেছেন, তার তুলনায় আমার দুঃখ অতি ছার,—অতি নগণ্য—তৃণাদপি তুচ্ছ! পুণ্যহীন দীন ব্রাহ্মণ, আমি আবার দুঃখভোগ করছি ব'লে জগদীশ্বরের কাছে অনুযোগ করি! ব্রহ্ম-ধ্যান-প্রাণ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র আদি মুনিগণও দুঃখের কবল হ'তে নিষ্কৃতি পান নি! দানব-পীড়িত দেবরাজ ইন্দ্রকেও নন্দনবিচ্যুত হয়ে পাতালে প্রবেশ করতে হয়েছে, আর আমি কে যে কেবলমাত্র সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করতে স্পর্দ্ধা করি! গুরুদেব! গুরুদেব! ধন্য তোমার অপরিমেয় জ্ঞান, ধন্য তোমার ঈশ্বর-চরণে অটল বিশ্বাস! ধন্য তোমার অকৃত্রিম ধর্মানুরাগ! আর ধন্য তোমার

মনোমোহিনী বাক্‌শক্তির দৈবাবতরণা! ভাগ্যে শৈবলিনীকে হারিয়েছিলেম, তাই তোমার চরণকমলে শরণ নিয়েছিলেম। ভাগ্যে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পেয়েছিলেম, তাই তোমা হেন জনের কাছে সান্ত্বনার অমৃতসিঞ্চন পেলেম। সত্য সত্যই করুণাময় পিতা সন্তানকে অকারণ বেদনা দেন না; মোহবশে আমরা যাকে দুঃখ বলি, সে দুঃখ নয়; অযাচিত অপ্রত্যাশিত অনমুভূত অনন্ত সুখের বীজ।

(রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

রামা। কেমন বৎস, এক্ষণে মনের অবস্থা কেমন?

চন্দ্র। দেব, আপনার অন্তর্ভেদী উপদেশের বলে অমানুষিক ইচ্ছায়, মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে বোধ হয় এ মুমূর্ষু হৃদয়ে আবার জীবন-সঞ্চার হচ্ছে।

রামা। ভাল, আমি শুনে পরম সন্তোষ লাভ কর্‌লেম। ভগবৎপদে তোমার ভক্তি আছে, সংসারের মোহমায়া ক্ষণেক আধিপত্য করলেও তোমাকে একেবারে নিস্তেজ কর্‌তে সমর্থ হবে না। এখানে তোমার আর থাকবার প্রয়োজন কি?

চন্দ্র। কিছুই নয়।

রামা। তুমি স্বদেশে প্রতিগমন কর, শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করেছ, অদ্য হ'তে তার কার্য্য কর। নবাবের বেগমকে পোর্টুগীজ বোম্বেটেরা ধ'রে নিয়ে গেছে, এই মুসলমান-কন্যা বশিষ্ঠা। এক্ষণে বিপদে পতিতা হয়েছে, তুমি এর

পশ্চাদনুসরণ কর, যখনই পাবে, এর উদ্ধারের উপায় কোরো। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্যই আজ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত—সেও তাদের হাতে বন্দী। তাকে এ সময় ত্যাগ করতে পারবে না, তারও উদ্ধারে যত্নবান্ হয়ো।

চন্দ্র। যথা আজ্ঞা দেব।

রামা। একখানি ক্ষুদ্র নৌকা নিয়ে যাও, শীঘ্র তাদের নিকটবর্ত্তী হ'তে পারবে।

চন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার চরণে যেন মতি থাকে।

রামা। ঈশ্বরচরণে অচলা ভক্তি থাকুক।

[চন্দ্রশেখরের প্রস্থান।

শৈবলিনীকে কাশী পাঠাতে পারলেই চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হই। যোগাদি ক্রিয়ার কয়দিন অত্যন্ত ব্যাঘাত হচ্ছে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর

আলতাফিজ, গোবিন্দ ও শৈবলিনী

আল। টোম কোন্?

শৈব। (রোদন)

আল। কাহে—Cry, cry, রো রো— yes yes—রোটা কাহে?

শৈব। (রোদন)

আল। পর কাঁহা ?

শৈব। (রোদন)

আল। বোলো বোলো, Stop my vitals silly woman হিয়া কাঁহে আয়া ?

শৈব। (রোদন।)

আল। Stop my vitals ? বাত নেহি বোলেগা ? She seems to be a Bengali woman, by her cloths if we could only get a Bengali to speak her.

গো। That easily done. Why heres Biswas. Haloo, Biswas, Biswas !

নেপ। খোদাবন্দ খোদাবন্দ !

গো। Come here you গাধ্‌কা বাচ্চা !

(বিশ্বাসের প্রবেশ)

বিশ্বা। Good morning two uncles sirs.

গো। You আবার, বিবিকো পুছ, কাহে রো—রো—রোটা ?

বিশ্বা। (স্বগত) ও বাবা ! এ যে খাসা মেয়েলোক, কোথা থেকে এল ? মুখখানি যেন চিনো চিনো কর্‌ছি। না, না,—হ্যাঁ,—না, না, না, তার কত গহনা ! কেমন সাজগোজ, কেমন খাপসুরত চেহারা। এ একটা ভিকিরী, যোড়াৎ মুখখানা বড় নয়।

গো। কেয়া দেখ্‌টা ? পুছ কর, কাহে রোটা ? বাঙ্গালা বোলো।

বিশ্বা। কি গো মেয়েমানুষ, তুমি কাঁদ কেন ?

শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! (হাস্য)

বিশ্বা। আরে, এ যে খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হেসে ফেল্লে ? হাসে কাঁদে—পাগলী না কি ?

গো। কেয়া ?

বিশ্বা। Uncle, এ তো পাগল হ্যায়, Mad—Maddess।

গো। কেয়া মাংটা পুছো।

বিশ্বা। কি চাও ? ও পাগলী, কি চাস ?

শৈব। ক্ষিদে পেয়েছে।

বিশ্ব। Feminine he tell, he very hungry, eating চাতা হ্যায়।

গো। বাবুর্চ্চিখানা বোট সে যাও, খানা ডে ডেও।

বিশ্বা। আয় পাগলী আয়, মুরগীর ঝোল ভাত খাবি ত আয়।

শৈব। দূর ছোট লোক মিন্‌ষে, আমি বামুনের মেয়ে, মুসলমানের খাবার খাব কেন ?

বিশ্বা। হুঁ হুঁ, মাগী গাল দিয়ে কথা কয়, বুক বাঁধবো না কি ? মুখখানা বেশ, হলেই বা পাগল, আমারই বা কি এমন জান নিন্‌টবে ?

গো। কাহে খাড়া ?

বিশ্বা। Uncle, faminine he Brahmin daughter, not eat খানসামা touch rice, not eat কোঁকোর-কোঁ।

গো। টৌম হিন্দু, টৌম আপনা rice ডেও।

বিশ্বা। আমিও তো কুলীনপুত্র ক্যাওট। I bad caste, faminine he Brahmin, my rice not eat.

গো। কোই Brahmin হ্যায় বোটপর ?

বিশ্বা। One সিপাই ব্রাহ্মণ পাঁড়েজী হ্যায়, ও ডাল রুটী cook কিয়া আর তৎক্ষণাৎ eat কিয়া, and one কয়েদী ব্রাহ্মণ have, he eat rice.

গো। লে যাও, ইন্‌কো rice দে দেও।

বিশ্বা। Very good uncle sir। আয় পাগলী, তোকে বামুনের ভাত খাওয়াব আয়।

শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[বিশ্বাস ও শৈবলিনীর প্রস্থান।

নেপথ্যে বিশ্বা। Uncle sir, কয়েদী ব্রাহ্মণ hand এ হাতকড়ি, কেমন ক'রে rice give ?

গো। খোল দেও।

নেপথ্যে বিশ্বা। সাস্ত্রী হামরা বাত শুনতা নেই। You give order.

গো। এই সাস্ত্রি, কয়েডীকো হাতকড়ি খোল দেও।

নেপথ্যে বিশ্বা। Very good sir.

[প্রস্থান।

নেপ শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ, আমি ভাত খাব না ! হাঃ হাঃ হাঃ ! আমি ভাত খাব না।

আল। Whats that ?

(বিশ্বাসের পুনঃপ্রবেশ)

বিশ্বা। ভাল এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। uncle sirs, feminine he not eat, see ঐ ভাত ফেলে বোটের বাইরে এসে খাড়া হায়।

নেপ। (শৈবলিনীর ক্রন্দন)

বিশ্বা। Sir, sir, see uncle, একবার হাসতা হায়, একবার কাঁদতা হায়। One day lough, one day cry.

নেপ শৈব। আমাকে মুসলমানের ভাত খাইয়েছে, আমার জাত গেছে, তবে আমি ডুবে মরি। মা গঙ্গা, আমায় নাও।

গো। Fallen over board !

বিশ্বা। আহা হা! ডুবে মরা, ডুবে মরা—পাকড়ো, পাকড়ো—হামি হিয়া খাড়া হোকে হুকুম দেতা হায়, কুচ পরোয়া নেই—জলমে পড়ো—পাকড়ো।

নে-সিপাহীগণ। ক্যা হুয়া ? ক্যা হুয়া ?

নে-প্রতাপ। হারামজাদারা, স্ত্রীলোক ডুবে মরে, আর দাঁড়িয়ে সব দেখছিস ?

নে-সিপাহীগণ। কয়েদী ভাগা—কয়েদী ভাগা ! বন্দুক—বন্দুক—

নে-প্রতাপ। ভয় নেই—পালাব না।

বিশ্বা। আরে সিপাই, মারো মাৎ—মারো মাৎ। মেয়েমানুষকে বাঁচায়েগা, ভাগেগা নেই।

গো। To the rescue ! to the rescue !

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাবক্ষ

শৈবলিনী ও প্রতাপ

প্রতা। শৈবলিনী—শৈ—

শৈব। (স্বগত) কি এ! কত কাল—কত কাল পরে সেই আদরের শৈ ব'লে ডাক আজ আবার কানে গেল! এ আদরের ডাক এখানে আর কে শুনবে, কেবল আমি শুনলুম, আর আকাশে চন্দ্র তারা শুনলে! (প্রকাশ্যে) প্রতাপ, আজ এ মরাগঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?

প্রতা। চাঁদের—না সূর্য্য উঠেছে? শৈ, ভয় নেই, আর কেউ তাড়িয়ে আসছে না।

শৈব। তবে চল, তীরে উঠি।

প্রতা। শৈ—

শৈব। কি?

প্রতা। মনে পড়ে?

শৈব। কি?

প্রতা। আর এক দিন এমনি সাঁতার দিয়েছিলুম।

শৈব। এই কাঠখানা ভেসে যাচ্ছিল, আমি ধরেছি; তুমিও ধর, ভর সইবে, বিশ্রাম কর।

প্রতা। মনে পড়ে, তুমি ডুবতে পারলে না, আমি ডুবলুম?

শৈব। মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধ'রে আজ না ডাকতে, তবে আজ তার শোধ দিতুম। কেন ডাক্‌লে ?

প্রতা। তবে মনে আছে যে, আমি মনে কর্‌লে ডুবতে পারি ?

শৈব। কেন প্রতাপ ? চল, তীরে উঠি।

প্রতা। আমি উঠবো না, আজ মরবো।

শৈব। কেন প্রতাপ ?

প্রতা। তামাসা নয়, নিশ্চিতই ডুববো। তোমার হাত।

শৈব। কি চাও প্রতাপ ? যা বল, তাই করবো।

প্রতা। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠবো।

শৈব। কি শপথ প্রতাপ ?

প্রতা। এই গঙ্গার জল।

শৈব। আমার গঙ্গা কি ?

প্রতা। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বল

শৈব। আমার ধর্ম্মই বা কোথায় ?

প্রতা। তবে আমার শপথ।

শৈব। কাছে এস, হাত দাও। (হাতের উপর হাত রাখিয়া) এখন যে কথা বল, শপথ ক'রে বলতে পারি, কত কাল পরে প্রতাপ— কতকাল পরে তুমি আবার আমার হাত ধরলে !

প্রতা। আমার শপথ কর, নইলে ডুববো। কিসের জন্ত প্রাণ ? কে সাধ ক'রে এই পাপ জীবনের ভার সইতে চায় ? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে এ বোঝা যদি নাবাতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি ?

শৈব। কেন প্রতাপ, তোমার আবার দুঃখ কি? তোমার জীবনে পাপ কি? ভার কি?

প্রতা। আমার জীবনে যে কি যন্ত্রণা, তা কে বুঝতে পারবে? মহা-পাতকী—থাক, সে কথা থাক, শপথ কর।

শৈব। আকাশের চন্দ্র সাক্ষী, তোমার শপথ, কি বল্‌বো?

প্রতা। শপথ কর, আমায় স্পর্শ ক'রে শপথ কর, আমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী।

শৈব। তোমার শপথ, তুমি যা বলবে, ইহজীবনে তাই আমার স্থির।

প্রতা। বল, শপথ কর, দেখ—আমাকে স্পর্শ ক'রে আছ, সত্য শপথ কর যে, আমায় ভুলবে, প্রতাপ ব'লে পৃথিবীতে যে কেউ আছে, —বল শৈবলিনি, এ চিন্তা আর কখনও মনে স্থান দেবে না? আমায় কখনও দেখেছ ভুলে যাও; ছেলেবেলায় যা হয়ে গেছে, ভুলে যাও; তোমায় আমায় কখনও পরিচয় ছিল, ভুলে যাও, কখনও ভেবেছ, ভুলে যাও! যত দিন পৃথিবীতে থাকবে, তত দিন কখনও ভুলেও ভাববে না। বল—শপথ কর, কাঁদছো কেন? কেঁদো না, আমি যা বলছি, তাহার কর।

শৈব। প্রতাপ! তুমি যা প্রতিজ্ঞা করতে বল্‌ছো, অভাগিনী শৈব-লিনীর পক্ষে তা অতি কঠিন—অতি কষ্ট—অতি নৈরাশ্য-জনক! জীবন শূন্য হয়ে যাবে, কি নিয়ে আর প্রাণ ধারণ কর্‌বো?—অতি কঠিন শপথ! পালন করা আমার পক্ষে অসাধ্য! প্রাণান্তকর! এ শপথ আমি করতে পারছিনি, প্রতাপ!

প্রতা। কেঁদো না, মনকে দৃঢ় কর।

শৈব। এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?

প্রতা। আমি।

শৈব। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে, বল আছে, কীর্ত্তি আছে, বন্ধু আছে, রূপসী আছে, আমার কি আছে প্রতাপ?

প্রতা। কিছু না, এস তবে দু'জনে ডুবি।

শৈব। এস। না—না, দাঁড়াও। (স্বগত) আমি মরি, তাতে ক্ষতি কি! কিন্তু আমার জন্যে প্রতাপ মরবে কেন? (প্রকাশ্যে) তীরে চল।

প্রতা। শপথ করলে না? মন বাঁধতে পারলে না? তবে দেখি এ জলের তল কোথায়! শৈবলিনি, প্রতাপ আজ তোমার জন্যে মলো!

(মগ্ন হওন)

শৈব। না, না, উঠো—উঠো।

প্রতা। না, না, কেন আমায় তুললে?

শৈব। আমি শপথ করবো, কিন্তু তুমি একবার ভেবে দেখ; দেখ, আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিচ্চ। আমি তোমায় চাইনে, কিন্তু বল প্রতাপ, তোমার চিন্তা কেন ছাড়বো?

প্রতা। আমি ম'রে গেলে তো আমার চিন্তা ছাড়বে? তাই হোক।

শৈব। না, তোমায় মরতে হবে না প্রতাপ, আমার হাত চেপে ধর। প্রতাপ, শোন, তোমায় স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, তোমায়

মরণ-বাঁচন তফাতেও আমার দায়। শোন প্রতাপ! তোমার শপথ,
আজ হ'তে তোমায় ভুলবো। আজ হ'তে আমার সর্ব্বসুখে
জলাঞ্জলি, আজ হ'তে আমি মনকে দমন করবো, আজ হ'তে
শৈবলিনী মলো!!

প্রতা। শৈ,—শৈব,—শৈবলিনি! না, না, তীরে উঠি।

শৈব। আচ্ছা ভাল, তাই হোক।

—৷

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রামানন্দ ও চন্দ্রশেখর

রামা। সাঁতার দেবার সময় প্রতাপ ও শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হচ্ছিল, শুনতে পেয়েছিলে?

চন্দ্র। না।

রামা। আমি রাত্রে নিদ্রা যাইনি, ওদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেম, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হ'তে উঠে গেল, ক্রমে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ ক'রে অদৃশ্য হলো; প্রভাত হয়, তবুও ফিরলো না। তখন আমি তার অনুসন্ধান করতে করতে দেখলেম যে, শৈবলিনী এক নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ ক'রে ব'সে আছে। সমস্ত দিন সেইখানে ছিল, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেনি, সন্ধ্যা হ'তে আবার পর্ব্বতারোহণ করতে আরম্ভ করেছে, তুমি অলক্ষিতভাবে তার অনুসরণ কর।

চন্দ্র। যে আজ্ঞা।

রামা। তোমার বাহুতে বল কত?

চন্দ্র। (হাসিয়া) গুরুদেব! এক দিন তো তার পরীক্ষা করেছিলেন।

রামা। হাঁ হাঁ. স্মরণ হচ্ছে, আমার সেই সুবৃহৎ আসন-শিলা তুমি অনায়াসে তুলে নিক্ষেপ করেছিলে। উত্তম, শৈবলিনী শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পর্ব্বতের উপর বিশ্রাম করতে বাধ্য হবে, তুমি তার নিকটে গিয়ে অন্তরালে ব'সে থাক, আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পেলে স্ত্রীহত্যা হবে। নিকটে এক গুহা আছে, আমি তার পথ চিনি, আমি যখন বল্‌বো, তখন তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে নিয়ে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস।

চন্দ্র। এখনি ঘোরতর অন্ধকার হবে, পথ দেখবো কি প্রকারে?

রামা। আমিও যাচ্ছি, নিকটে থাক্‌বো, আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দেব, অপর ভাগ আমার হস্তে থাক্‌বে। শৈবলিনীর পক্ষে যৎকর্ত্তব্য সাধিত হইলে, নিকটে এক পার্ব্বত্য মঠ আছে, সেখানে গিয়ে অদ্য বিশ্রাম করো। তার পর তুমি পুনরপি যবনীর অনুসরণ করবে, মনে জেন, পরহিত ভিন্ন তোমার ব্রত নাই। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করো না, আমি রইলাম। কিন্তু তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত পরে আর শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো না। যদি তুমি আমার কথামত কার্য্য কর, তা হ'লে শৈবলিনীর পরম উপকার হ'তে পারে।

চন্দ্র। গুরুদেবের যেরূপ অভিপ্রায়, তাই হবে।

[প্রস্থান।

রামা। আমি এত কাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করলেম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝতে পারলেম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?

(দলনীর প্রবেশ)

দল। কোথায় যাব? কোথায় যাচ্ছি? কূলে কূলে আর কত ছুটোছুটি করব? এই নিস্তব্ধ নদীতীর, তাতে মহাযামিনী, সম্মুখে অন্ধকার, আকাশে তীব্র দুর্যোগের উদ্যোগ, কোথায় যাই? আর কোথায় যাব? মৃত্যু নিশ্চয়—মৃত্যু নিশ্চয়!

রামা। সে কথা কি আজ বুঝতে পারলে?

দল। কে ও? কে কথা কইলে?

রামা। জিজ্ঞাসা করছিলেম, মৃত্যু যে নিশ্চয়, সে কথা কি আজ বুঝতে পারলে? এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে একমাত্র মৃত্যুই নিশ্চয়। জীবের জীবনের আর কোন ঘটনারই নিশ্চয়তা নাই।

দল। আমি তা বলিনি, আমার পক্ষে আজ এখনি মৃত্যু নিশ্চয়, তাই ভাবছিলুম।

রামা। তাই বা কে বল্লে? মৃত্যু নিশ্চয়ই বটে, জন্মের পর মৃত্যু নিশ্চয়ই বটে, কিন্তু কখন্—কোথায়—কিসে, তার কিছুই স্থিরতা নাই।

দল। আপনি কে?

রামা। দেখতে পাচ্ছ সন্ন্যাসী, কিন্তু তোমায় আমি চিনি, তুমি দলনী বেগম।

দল। অ্যাঁ! অ্যাঁ! আপনি?—

রামা। আর এও বুঝতে পাচ্ছি যে, তুমি এই বিজন স্থানে দুর্বৃত্ত পর্তুগীজ বোম্বেটে কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছ। তারা কেন তোমাকে এখানে নৌকা থেকে নামিয়ে দিয়ে গেল?

দল। যে নৌকোয় আমায় বন্দী ক'রে বোম্বেটেরা পালাচ্ছিল, সেই নৌকার পেছুনে একখানা ছোট নৌকা আসছিল, আমাদের সঙ্গের এক জন বোম্বেটে রোগে শয্যাগত ছিল ; সে মনে কর্‌লে, নিজামতের কোন নৌকা বোধ হয় আমার উদ্ধারের জন্য তার অনুসরণ কর্‌ছে ; আমাকে তীরে নামিয়ে দিলে, আমি সেই ছোট নৌকার লোকদের ডাক্‌বো, তারা আমায় পেলে আর তাদের অনুসরণ করবে না, এই মনে করেই আমাকে নামিয়ে দিলে। আমি ছোট নৌকার লোকজনকে অনেক ডাকলুম, কিন্তু তারা 'এ নৌকায় আর জায়গা হবে না' ব'লে চ'লে গেল। বোধ হয়, কোন চলতি যাত্রীর নৌকা।

রামা। তুমি কি ডাকাতের নৌকায় একা বন্দী ছিলে ?

দল। না,—আমার পরিচারিকা কুলসমও আমার সঙ্গে ছিল। তারা তাকেও নামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে কোনমতেই আমার সঙ্গে এলো না ; কি জানি, তার কেমন এক ভয় হলো যে, আমার সঙ্গে মুঙ্গেরে ফিরে গেলেই নবাব তার প্রাণদণ্ড করবেন ; আমি ঢের মিনতি করলুম, কখনও সে আমার অবাধ্য হ'তো না, কিন্তু এই একবার হলো। ডাকাতদের ভয় দেখালে যে, যদি তাকে নামিয়ে দেয়, তা হ'লে সে ছোট নৌকার লোকেদের ব'লে তাদের নৌকা আক্রমণ করাবে।

রামা। হুঁ। এক্ষণে তুমি কোথায় যাবে ? রোদন ক'রো না। বল, এক্ষণে তোমার কোথায় যাবার ইচ্ছা ?

দল। যাব কোথায় ? আমার যাবার স্থান নেই ; এক যাবার

স্থান আছে, সে অনেক দূর, কে আমাকে সেখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে ?

রামা। তুমি নবাবের নিকট যাবার বাসনা পরিত্যাগ কর।

দল। কেন ?

রামা। অমঙ্গল ঘটবে।

দল। সে কি ?

রামা। বিধির লিপি।

দল। ঘটুক, সেই বই আমার স্থান নাই, অন্যত্র মঙ্গল অপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।

রামা। তবে চল। আমার এক শিষ্য তোমাকে মুর্শিদাবাদে মহম্মদ তকীর নিকট রেখে আসবে। মহম্মদ তকী তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু আমার কথা শুন, এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাবার উদ্যোগ করছেন, তুমি সেখানে যেও না।

দল। আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাব।

রামা। তোমার কপালে মুঙ্গের-দর্শন নাই

দল। নাই কেন ? কে বললে ? ভবিতব্য কে জানে ? চলুন, আমায় মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেবেন। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখবার আশা ছাড়বো না।

রামা। তা জানি, এস। (স্বগত) পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হ'লে কে তারে নিবারণ ক'রে রাখতে পারে !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাবের কক্ষ

নবাব ও ইব্রাহিম

নবা। সবাই শত্রু! সবাই শত্রু! কাকেও বিশ্বাস নেই! আমি তো গিছি, [illegible]। কিন্তু আমার সর্ব্বনাশে আনন্দ করবার জন্য, [illegible] কাকেও রেখে যাব না—[illegible]! আমায় ত যমালয়ে যেতেই হবে, যাব! আলি ইব্রাহিম্ খাঁ সাহেব, বলতে পাচ্ছিনে, আমি আপনি প্রতারিত হচ্ছি কি না? কিন্তু এখনও বোধ হচ্ছে যে, তোমায় বিশ্বাস করতে পারি, এ পৃথিবীর মধ্যে তোমাকেই এখন বন্ধু ব'লে প্রত্যয় হচ্ছে, আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর, দুর্গমধ্যে যত বন্দী আছে, সকলের প্রাণ বধ কর।

ইব্রা। নবাবের আজ্ঞাপালনই নফরের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। কিন্তু গুরুতর অপরাধীর সঙ্গে নিরপরাধ বা সামান্য অপরাধীরও প্রাণদণ্ড করলে আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মার নামে কলঙ্ক হবে।

নবা। কলঙ্ক? হোক কলঙ্ক! আর আমি কলঙ্কের ভয় করি না। আর [illegible] নাই, [illegible], কন্যা নাই। যাকে সম্মুখে পাব, তারই প্রাণ বধ করব।

ইব্রা। জাঁহাপনা যে আজ্ঞা করছেন, কার্য্যত প্রায় তা [illegible] হয়েছে। কিন্তু যে দণ্ড—ইহকালে না হোক, পরকালে সে তার

পাপের ফল ভোগ করবে। আপনি তা ব'লে আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হবেন কেন? ঈশ্বরের চরণে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য-পালনের জন্ত দায়ী।

নবা। আমি কর্ত্তব্যপালনই কচ্ছি, বিস্মৃত হচ্ছিনি, বরং এত দিন বিস্মৃত হয়েছিলুম। মুঙ্গেরে যত বন্দী আছে, সকলের প্রাণনাশ হোক! আমি তা দেখে তবে পাটনায় যাত্রা করবো।

ইত্রা। জাঁহাপনা, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পুত্র এই দুর্গমধ্যে একণে বন্দী আছেন, হিন্দুদের মধ্যে তাঁরা অত্যন্ত সম্মান্ত ব্রাহ্মণ।

নবা। বধ—বধ—বধ, ক্ষমা নেই। রক্ত-দর্শন! রক্ত-দর্শন! রক্ত-দর্শন আর আমি কিছুই চাই নি।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। বন্দে নেওয়াজ! এইমাত্র গিরিয়া থেকে দূত এসেছে, সেখানেও ইংরাজের জয় হয়েছে।

নবা। গিরিয়া গেল? বেশ হয়েছে! গুরগণ খাঁ কি করছিলেন?

দূত। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না।

নবা। গুরগণের মুণ্ড—গুরগণের মুণ্ড—লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক। এখনি সব গোপনে চর পাঠাও, গুরগণের মুণ্ড, লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক।

[দূতের প্রস্থান।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মনসীর ভ্রাতা গুরগণ? কি আশ্চর্য্য! স্বার্থপরতা নরাধমের হৃদয়কে এতই কঠিন করেছে যে, অমন

সরলা সুন্দরী সহোদরার স্নেহ পর্য্যন্ত অনায়াসে বিস্মৃত হলো! আহা হা! ললনী বালিকা, অতি কোমলা, অতি ভীরু, না জানি, রাজমহিষী শত্রুহস্তে কত কষ্টই পাচ্ছে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। বন্দে নেওয়াজ! মুর্শিদাবাদ হ'তে এই পত্র নিয়ে মহম্মদ তকী খাঁ সাহেবের লোক এসেছে।

নবা। কি পত্র? (পত্র লইয়া পাঠ) না,—না,—না! অসম্ভব! অসম্ভব! মিথ্যা কথা!

ইত্রা। কি? কি? জাঁহাপনা—কি হয়েছে?

নবা। (স্বগত) হয় মহম্মদ তকী নিজে প্রতারিত হয়েছে, নয় আমায় প্রতারণা করছে! এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? চন্দনে দুর্গন্ধ? চন্দ্রে গরল—স্বর্গে প্রেতনর্ত্তন! অসম্ভব! অসম্ভব!

ইত্রা। নবাব আলীজা এক্ষণে কি বিরলে থাকবেন? দাসরা কি বিদায় হবে?

নবা। না—না—না, তোমরা আমায় একলা রেখে আর কোথাও যেও না, তা হ'লে আমি আত্মঘাতী হব। আমার আপনাকে আপনি আর বিশ্বাস নেই। এ কি সংবাদ? (পুনঃ পত্র পাঠ) অসম্ভব বা কিসে? এ জগতে যদি কিছু অসম্ভব হয়, তবে সে সত্তা, কৃতজ্ঞতা, প্রত্যয়ের পাত্র, সাধুহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ আত্মজনই জগতে অসম্ভব! পাপের ধরায় পাপকার্য্যের আবার অসম্ভব কি? হবে কেন,—এমন হবে কেন? যা অস্বাভাবিক, তা কি কখনও

সম্ভব ? পিশাচের সহোদরা অপ্সরা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। দলনী বিশ্বাসঘাতিনী ? আর কারে বিশ্বাস করবো ? [ইব্রাহিম, বল বল, সত্য বল, তুমি এখনও কেন আমার কাছে রয়েছ ? তোমার বস্ত্রমধ্যে তো ঘাতকের ছুরী লুক্কায়িত নেই ? সম্মান-সম্ভাষণ করতে করতে তো তুমি আমায় বধ করবে না ? ইরফান, এ পত্র তোমার হাত দিয়ে এসেছে, এতে যদি কোন তীব্র গরল মাখিয়ে দিয়ে থাক, তবে এখনও আমায় বল ; এর স্পর্শে কি প্রাণনাশ হয় ? বল,—বল,—বল, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নই, যদি মরতে হয়, যেন ঈশ্বরের নাম নিয়ে মরতে পারি।

ইব্রা। জাঁহাপনা, অনুমতি করুন, এ হীন প্রাণ আপনার সম্মুখে বিসর্জ্জন দিই. মৃত্যুর পুর্ব্বে যেন আপনার বিশ্বাসে বঞ্চিত না হই।

নবা। দুঃখ করো না ইব্রাহিম, দুঃখ করো না, অভিমান করো না। জানি, জানি তুমি বিশ্বাসী। তোমাকে হিতাকাঙ্ক্ষী ব'লে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু নরকের সংশয় এসে আমায় অধিকার কচ্ছে। দলনী অবিশ্বাসিনী ! আমার দলনী অবিশ্বাসিনী ! তবে আর কাকে বিশ্বাস করবো ? আমার আপনাকে আর আপনি বিশ্বাস নেই। আমি কে ? দেখ দেখি ভাল ক'রে তোমরা, যথার্থ বল দেখি, আমিই কি কাশেম আলী ? কি হ'লো ? কি হ'লো ? সে সরল নয়ন যে [illegible] আমারই সম্মুখে বিলাসের কটাক্ষপাত করতে সাহসী হ'ত না, সে যে আপনার পতিকেও প্রেমসম্ভাষণ করতে লজ্জিতা হ'তো। আদরে তার অঙ্গস্পর্শ করলে, সে যে লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত হ'তো, আর দুদিনে

এই বিপরীত পরিবর্তন ? দলনী — বাঙ্গালার নবাবের প্রিয়মহিষী অপরের পদসেবার দাসী ! বল—বল—ইব্রাহিম, দয়া কর্‌তে বল, ধর্ম্মের মুখ চাইতে বল, কোথায় ধর্ম ? ধর্ম ত এখন বঞ্চক, ভীরু, কাপুরুষকে রক্ষা করে, ধার্ম্মিককে রক্ষা কর্‌তে ধর্ম এখন আর সমর্থ নয়। তকী আবার তাকে এখানে পাঠাবে কি না, তার অনুমতি চেয়েছে ! ধর্ম্মভ্রষ্টা কলঙ্কিনী দলনী এখনও জীবিতা ? কিন্তু কলঙ্কিনীকে আমি কিছুতেই নিষ্কৃতি দেব না। পাপীয়সী আমার মুখে কালি দিলে,—জীবন বিষময় ক'রে দিলে। বিষে তার জীবন নিঃশেষ কর্‌তে হবে। ইব্রাহিম, এখনি তকীকে পরোয়ানা লিখে দাও যে, পত্রপাঠ দলনীকে বিষপ্রয়োগ করে। যাও, পরওয়ানা লিখে নিয়ে এস। আমার কক্ষে আমার সাক্ষাৎ পাবে। ওহো, কি হ'লো ! কি হ'লো !

ইব্রা। জাঁহাপনা কি একাকী থাকবেন ?

নবা। ভয় নেই, ভয় নেই, কাপড়াওয়ালার ভয়ে বাঙ্গালার নবাব আত্মঘাতী হবে না ; যাও, পরওয়ানা নিয়ে এস। ওঃ, কি হ'লো ! কি হ'লো ! দলনী, আমার প্রাণপাত ভালবাসার কি এই ফল হ'লো ? এই ফল হ'লো ? ওহো হো হোঃ !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতগুহা

শৈবলিনী

শৈব। মরি মরি, কি দেখি! সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে কি দেখি? আমার হৃদয়ে কি দেখি? আহা! হৃদয় ভ'রে কেমন পদ্মফুল ফুটেছে! আর তার উপর কে এ আলো ক'রে ব'সে? কার পাদপদ্মে আমি ভ্রমর হয়ে গুন্ গুন্ করছি? কে এ? কে ও? সেই—সেই, তিনি—তিনি! যিনি আমার স্বামী। এ কি রূপ! এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে প্রশস্ত ললাট চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট! এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন, এর কাছে প্রতাপ? ছি ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা? ঐ যে নয়ন জ্বলছে, হাসছে, ভাসছে, স্থির স্নেহময় করুণাময় ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, এর কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুললুম, কেন মজলুম, কেন মলুম! এই যে সুন্দর সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ, নবপল্লবশোভিত শালতরু; মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য, অর্দ্ধেক শক্তি, আধ চন্দ্র আধ ভানু, আধ গৌরী আধ শঙ্কর, আধ রাধা আধ শ্যাম! কিসের প্রতাপ? আগে কেন' না দেখলুম, কেন মজলুম, কেন মলুম? ঐ যে হাসি, পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশি-তুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎতুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্ন-তুল্য, কেন দেখলুম না, কেন কূল হারালুম, কেন মজলুম,

কেন মলুম ? এই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য অপার, অপরিমেয়, স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়, কেন বুঝলুম না, কেন হৃদয়ে তুললুম না ? কেন আপনা খেয়ে প্রাণ দিলুম না ? কেন ? আমি কি তাঁর যোগ্যা ? বালিকা, অজ্ঞান, অনক্ষর, অসৎ, তাঁর মহিমাজ্ঞানে অশক্ত ! তাঁর কাছে আমি কে ? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণু, জীবনে কুস্বপ্ন, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস, তাঁর কাছে আমি কে ? কেন মজলুম, মজলুম ত মলুম না কেন ? কেন মলুম না ? কেন মলুম না ? মলুম না, মলুম না, মলুম না ' মলুম—মলুম—মলুম। (পতন ও মূর্চ্ছা)

(রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

রামা। এত দিন মানবচিত্ত অধ্যয়ন ক'রে আমি ঈশ্বরানুকম্পায় যৎ কিঞ্চিৎ যা শিক্ষালাভ করেছি, তাতে এই বুঝেছি যে, একাগ্রমনে অহরহঃ যা চিন্তা করবে, চিত্ত সেই দিকেই ধাবিত হবে, শৈবলিনীর চিত্তের উপর পরীক্ষায় দ্বারা আজ তার প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করছি। এই আকাঙ্ক্ষা,—এই দুর্দ্দমনীয় আসক্তি, এই উন্মাদ প্রণয়, কিছু না, কিছু না ; কেবল ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে মনের বিকারমাত্র। চক্ষু এক জনকে রূপবান্ দেখে, কর্ণ তার কণ্ঠস্বরে মোহিত হয়, ত্বক স্পর্শসুখের জন্য ব্যাকুল হয়, এইরূপে ইন্দ্রিয়সকল মনকে অধিকার করে, তার চিন্তায় অনবরত নিযুক্ত করে ; কাজে কাজেই মন তাকে পাবার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হয়। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-পথ রোধ কর ; ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর,—মনকে বাঁধ,

বেঁধে একটি পথে ছেড়ে দাও, অন্য পথ বন্ধ কর, ইন্দ্রিয়ের আধিপত্যে মনের যে স্বেচ্ছাচারিত্ব, তা অপহৃত কর। মন কি কর্‌বে? সেই এক পথে যাবে, তাতে স্থির হবে, তাতে মজবে, এই মহামন্ত্র। এ মন্ত্রে চিরপ্রবাহিতা নদী অন্য খাতে চালান যায়; এ বলে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। এই ত শৈবলিনীর চিত্তের চিরপ্রবাহিত নদী ফির্‌লো, পাহাড় ভাঙ্গলো, সমুদ্র শুকাল, বায়ু স্তম্ভিত হলো। দৈবাদেশ মনে ক'রে শৈবলিনী সপ্তাহকাল আমার উপদেশমত কার্য্য করেছে। আজ সাত দিন নীরবে নির্জ্জনে অর্দ্ধাশনে, অনশনে, কর্কশ পাষাণাসনে ঘোর তিমিরে একাগ্রমনে স্বামীর ধ্যানে থেকে, শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলে—চন্দ্রশেখরকে ভালবাসলে। যে ললাট বিদ্যার্জ্জনচিন্তারেখাবিশিষ্ট দেখে বিরক্ত হ'তো, সেই ললাটই তো আবার মদনের সুধকুঞ্জ দেখলে। এইরূপেই মন ঈশ্বর লাভ কর্‌তে পারে। একটি ক্ষুদ্র তটিনীর স্রোত ফেরাবার জন্য লোক কত বুদ্ধিচালনা, কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম করে, আর আপনার মনের স্রোত নশ্বর হ'তে অবিনশ্বরের খাদে কেন ফিরিয়ে দেয় না? মনের স্রোতটুকু একটু ফিরিয়ে দেবার জন্যে কেন প্রয়াস করে না? আর কিছু না, একবারমাত্র ইন্দ্রিয়সকলকে প্রলোভনের পথ থেকে দূরে রেখে মনকে সেই পতিতপাবন পরমেশ্বরের পায়ে ফেলে দেওয়া! দেখা দাও—দেখা দাও ব'লে সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যের আধার, অনন্ত সুন্দর পরমেশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে একমনে ধ্যান করা। তা হ'লেই সেই কৃপাসিন্ধু

দীনবন্ধু ব্যথাহারী হরি হৃদয়ে পাদপদ্ম দিয়ে এসে দাঁড়াবেন। সে মোহন রূপ একবার দেখলে মন আর পৃথিবীর রূপের দিকে ফিরেও চাবে না, হৃদয়ে একবার সে ঐশ্বর্য্যের বিভব অনুভব করলে—জগতের রজত-কাঞ্চন মলামাত্র বোধ হবে। জয়-জয় হরি হে—হরি হে।

শৈব। আঃ—আঃ, এ কি! কোথায় যাই! কোথায় নিয়ে যায়!

রামা। আর বিলম্ব নয়, চন্দ্রশেখরকে দেখি।

[প্রস্থান।

শৈব। কখন্ ম'রে গেলুম, জান্‌তে পারলুম না। কখন্ মলুম? একেবারে কোথায় তুলে নে যাচ্ছে? কত দূর—কত দূর! উপরে ও কারা? ঐ যে মেঘের তরঙ্গমধ্য হ'তে মুখ তুলে আমায় দেখে হাসছে! এরাই কি স্বর্গের অপ্সরা? আহা! ঐ কত জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—সোনার অঙ্গ, গলায় বিদ্যুতের মালা, কবরীতে তারার হার, স্বর্ণমেঘে আরোহণ ক'রে গগনে বিচরণ করছেন। ইস্, পাছে আমার পাপ দেহের ছায়া গায়ে লাগে, তাই বুঝি স'রে স'রে যাচ্ছেন? আর নীচে এ কি! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! কি প্রকাণ্ড শরীর! অন্ধকার—অন্ধকার! ভৈরবী রাক্ষসী হাঁ ক'রে আসছে! আমায় গিলবে—গিলবে। তাই ঐ উপরের তারাগুলো মিট্‌মিট্ ক'রে হাসছে! আরও নীচে ও কি? অন্ধকার—অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না, খালি গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। ঐ নরক! না—না, ছেড়ো না, ছেড়ো না! পিশাচ, ছাড়্‌লিনি—ছাড়্‌লিনি- ঐ ছেড়ে দিলে!

ধর ধর, গেলুম—গেলুম ! কোথায় যাচ্ছি ? রক্ষা কর—রক্ষা কর। কোথায় তুমি স্বামী ? কোথায় প্রভু, স্ত্রীজাতির জীবনসহায় ? আরাধনার দেবতা, সর্ব্বের সর্ব্বমঙ্গল কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর ? তোমার চরণারবিন্দে সহস্র সহস্র প্রণাম, তুমি আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকট অপরাধ ক'রে আমি নরককুণ্ডে পতিত হচ্ছি ! তুমি রক্ষা না করলে কোন দেবতাই আমায় রক্ষা করতে পারবে না। আমায় রক্ষা কর, তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও; এইখানে এসে চরণ-যুগল আমার মস্তকে তুলে দাও, তা হ'লেই আমি নরক হ'তে উদ্ধার পাব। (পতন)

(চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)

চন্দ্র। শৈবলিনি !

(মূর্চ্ছাগতা শৈবলিনীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

শৈব। আঃ—আঃ, বাঁচলুম, প্রাণ জুড়াল ! কি সৌরভ, আর ত সে নরক নেই, সে গর্জ্জন নেই, আমি বাঁচলুম ! তবে কি আমি মরিনি ? স্বপ্ন ! যা দেখেছিলুম, তা কি স্বপ্ন ? না, এই ত আমি জীবন্ত জেগে ! হ্যাঁ—হ্যাঁ জেগে। তবে—তবে (উঠিয়া) অ্যাঁ—এ কে ? তুমি ? না না, হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি—চিনেছি, তুমি—তুমি ! পতি, প্রভু, দেবতা, দেখা দিলে প্রভু ! ব্রহ্মচারিবেশে কেন ?

চন্দ্র। শৈবলিনি, স্থির হও, ভাল হয়ে স্থির হয়ে বসো, যদি না পার, আমার কাঁধে মাথা রেখে বস; কেঁদো না, কেঁদো না, কেন অত কাঁদ্‌ছো ?

শৈব। আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি! আর সহ্য হয় না, এখন আমার দশা কি হবে?

চন্দ্র। তুমি আমাকে দেখতে চেয়েছিলে কেন?

শৈব। বোধ হয়, আমি আর অতি অল্পদিন বাঁচবো—

চন্দ্র। চুপ করলে কেন?

শৈব। বলো—বলো, মরবার কথা মনে হয়েছে, অমনি স্বপ্নের কথা মনে হয়েছে! কি ভয়ানক! উহঃ! নরক—নরক!

চন্দ্র। শৈবলিনি, অন্য কথা কও, ও সব চিন্তা করো না।

শৈব। না না, তা ভাবছিনি। হাঁ, বলছিলাম, অল্পদিন বাঁচবো, মরবার আগে তোমাকে একবার দেখতে সাধ হয়েছিল. এ কথায় কে বিশ্বাস করবে? কেন বিশ্বাস করবে? যে ভ্রষ্টা হয়ে স্বামী ত্যাগ ক'রে এসেছে, তার আবার স্বামী দেখবার সাধ কি?

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই, আমি জানি যে, তোমাকে বল-পূর্ব্বক ধ'রে এনেছিল।

শৈব। সে মিথ্যে কথা। আমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক গলষ্টিনের সঙ্গে চ'লে এসেছিলুম। ডাকাতির পূর্ব্বে গলষ্টিন আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল।

চন্দ্র। গুরুদেব! (গাত্রোত্থান) শৈবলিনি! দ্বাদশবার্ষিকী প্রায়শ্চিত্ত কর, যদি উভয়ে বেঁচে থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হবে, একণে এই পর্য্যন্ত।

শৈব। মিনতি করি—পায়ে ধরি, আর একবার বসো, বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নেই। ঐ আবার, আবার সেই পিশাচগুলো!

চন্দ্র। কই, কিছু না।

শৈব। না না, তুমি বসো, তোমায় খানিক দেখি।

চন্দ্র। (উপবেশন) চোখ মোছ।

শৈব। আত্মহত্যায় পাপ আছে কি?

চন্দ্র। আছে, কেন মরতে চাও?

শৈব। মরতে পারব না, আবার সেই নরকে পড়বো।

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করলেই সেই নরক থেকে উদ্ধার হবে।

শৈব। এমন নরক হ'তে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চন্দ্র। সে কি?

শৈব। এ পর্বতে দেবতারা এসে থাকেন, তাঁরা আমায় কি করে-ছেন, বলতে পারিনি, আমি রাত্রির দিন নরক স্বপ্ন দেখি, ঐ ঐ—

চন্দ্র। কি দেখছো?

শৈব। চুপ.—ঐ—

চন্দ্র। কেন ভয় পাচ্ছ?

শৈব। ঐ—

চন্দ্র। কিসের ভয়? কথা কও, ওদিক্ পানে কি দেখছো? আমার মুখপানে চাও। শৈবলিনি,—শৈবলিনি,—শৈবলিনি!

শৈব। প্রভু, রক্ষা কর রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী, তুমি না রাখলে কে রাখবে?

চন্দ্র। কি হয়েছিল? কি দেখছিলে?

শৈব। সেই নরক।

চন্দ্র। (স্বগত) এইখানেই শৈবলিনীর জীবনে নরকভোগ আরম্ভ।

শৈব। আমি মরতে পারবো না, আমার ঘোরতর নরকের ভয় হচ্ছে। মলেই নরকে যাব, আমাকে বাঁচতেই হবে। কিন্তু একাকী আমি দ্বাদশ বৎসর কি ক'রে বাঁচবো? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নরকই দেখছি।

চন্দ্র। চিন্তা নাই, উপবাস এবং মানসিক ক্লেশে এই সব হয়েছে বৈদ্যেরা একে বায়ুরোগ বলে। তুমি বেদগ্রামে গিয়ে গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্মাণ কর, সেখানে সুন্দরী এসে তোমার তত্ত্বাবধান করবেন, চিকিৎসা করতে পারবে।

শৈব। ঐ দাঁড়িয়ে, মস্ত ঢেঙ্গা মেয়েমানুষ, তা—রি লম্বা, আরও বাড়ে, আরও—আরও—আরও!—কত—কত—কত,—ই-ই-ইঃ— যেন তালগাছ! ভয়ঙ্করী! এই দোর খুলে দিলে, উঃ-হুঃ-হুঃ, শীতে মরি,—শীতে মরি! কি দুর্গন্ধ! সব পোকা,—পোকা কিলবিল করছে! পিশাচ সব কাঁটা হাতে—বিছের বেত! মার মার ক'রে খেয়ে আসছে! ধরলে—ধরলে, পায়ে জড়িয়ে ধরেছে কোথা যাব? ধরলে—পায়ে জড়িয়েছে—সাপ! সাপ!—

চন্দ্র। ভয় নাই, ভয় নাই। স্থির হও, কিছু নাই।

শৈব। ঐ সুন্দরী এসেছে, আমায় নৌকো থেকে ফেরাতে এসে'ছল, আমি যাই নি, তাই সাক্ষী দিতে এসেছে! পাপের সাক্ষী—আমার পাপের সাক্ষী! ঐ দেখ মার মার বলছে; বলছে, আমি সতী ও অসতী; [illegible]—মার! মের না—মের না, মারতে মানা কর সুন্দরী ভাই, আর মারতে বলো না; এই দেখ, আমার শরীরে আর কিছু নেই। মারে মারে আমার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে

গেছে! রক্তের নদীতে ফেলে চুবিয়েছে; হাঙ্গর-কুমীরে দাঁত দিয়ে আমার গায়ের মাংস কেটে কেটে নিয়েছে! এই দেখ, আমার চোখ দুটো সাপে খুবলে খেয়েছে! আর পারিনি, দেখ, আমি তোমার পায়ে ধ'রে কাঁদছি, নরকযন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। দেখ, শৈবলিনীর দর্প চূর্ণ হয়েছে, পাপের শাস্তি আর কত হবে?

চন্দ্র। শৈবলিনি! শৈবলিনি! আমার সঙ্গে এস শৈবলিনি?

শৈব। অ্যাঁ—কে?

চন্দ্র। আমার সঙ্গে এস শৈবলিনি!

শৈব। হ্যাঁ, চল, চল চল, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, এখান হ'তে শীঘ্র চল, পালাই—পালাই।

(দৌড়িয়া যাইতে যাইতে পতন ও মূর্চ্ছা)

চন্দ্র। আহা হা, কি হ'ল—কি হ'ল? (মুখে জল প্রদান) শৈবলিনি! শৈবলিনি!—

শৈব। অ্যাঁ—কে! আমি কোথায়?

চন্দ্র। আমার কাছে, কোন ভয় নাই।

শৈব। তুমি কে?

চন্দ্র। কেন এমন করছো? আমি যে তোমার স্বামী, চিনতে পাচ্ছ না?

শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

"স্বামী আমার—সোনার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে।
ভে কাটাতে এলে সখা বুঝি পথ ভুলে।"

চন্দ্র। ও ঃ হো—হো! যে দেবীর প্রভাবে এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন, বিরাট উন্মাদ এসে তাঁর সুবর্ণ-মন্দির অধিকার কচ্ছে। হায় হায়, দুঃখিনি! (আহা হা হা) শৈবলিনী!

শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ, শৈবলিনী কে? বসো বসো, একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। এক দিন রাত্তিরে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল, মেয়েটিও ব্যাং হয়ে বনে গেল, সাপটি ব্যাংটিকে গিলে ফেল্লে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি! হ্যাঁ গা, তুমি কি গন্ধালিস?

চন্দ্র। গুরুদেব! এ কি কর্‌লে?

শৈব। কি করিলে প্রাণসখী মনচোরে ধরিয়ে।
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে॥
মনচোর কে? চন্দ্রশেখর। ধর্‌লে কাকে? চন্দ্রশেখরকে। ভাস্‌ল কে? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি? জানিনি। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?

চন্দ্র। আমিই চন্দ্রশেখর।

শৈব। (গলা জড়াইয়া) তুমি—তুমি—তুমি! আমায় কিছু বলবে না? আমি বড় অপরাধ করিছি; তুমি রাগ করো না, বকো না, গাল দিও না; আমায় টেনে ফেলে দিও না, আমি বড় দুঃখী, বড় দুঃখ পাচ্ছি, আমি অজ্ঞান, আমায় কিছু বলো না, আমায় ছেড়ে যেও না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

চন্দ্র। চল।

—

শৈব। আমায় মারবে না?

চন্দ্র। না।

(রামানন্দের প্রবেশ)

গুরুদেব! এ কি করলেন?

রামা। কি, দেখি। হুঁ, ভালই হয়েছে, চিন্তা করো না; তুমি এই মঠে দু এক দিন বিশ্রাম কর, পরে এঁকে সঙ্গে ক'রে স্বদেশে নিয়ে যাও। যে গৃহে ইনি বাস করতেন, সেই গৃহে এঁকে রেখো। যাঁরা এঁর সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের সর্ব্বদা এঁর কাছে থাকতে অনুরোধ করো; প্রতাপকেও সেখানে মধ্যে মধ্যে আসতে বলো। আমি পশ্চাৎ যাচ্ছি।

চন্দ্র। প্রভুর যেমন আজ্ঞা।

রামা। চল, এখন মঠেই যাই।

শৈব। আমি তোমার সঙ্গে যাব, আর কারুর সঙ্গে নয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—দলনীর কক্ষ

দলনী

দলনী। (গীত)

আজু কাঁহা মেরি হৃদয়কি রাজা, কাঁহা কাঁহা ঢুঁড়তহি হায়।
আপন শির হাম আপহি কাটনু, কোন্ কারসে তেয়াগিনু থাম।
ধরম করম, সরম ভরম, সব হি দিনু পানিয়ামে ডারি ;
পিয়ারা নাগর, নটবর-শেখর, রহল কাঁহা সে কনকিয়া ঠাম।
রোয়ত রোয়ত, খোয়ত সোহি রূপ হো হো জপত হঁ আজু হো প্রেম নাম।

কোথায় প্রাণেশ্বর, কোথায় আমি! ইংরাজদের সঙ্গে এই সর্বনেশে যুদ্ধ বেধেছে, না জানি নাথ কত উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কে তাঁকে সান্ত্বনা করছে? প্রাণেশ্বর পরিশ্রান্ত হ'লে কে তাঁর সেবা করছে? আমি কি ভাবছি?—তাঁকে সেবা করবার লোকের অভাব কি? হাজার দাসী যাঁর চরণসেবার জন্য লালায়িত, যিনি একবার স্মরণ করলে সহস্র সুন্দরী পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়, তাঁর কিসের অভাব? কিন্তু তবু—তবু এ পোড়া প্রাণ বুঝে না; আমি মনে করি, আমার মত আপনহারা হয়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রাণনাথের পদসেবা বুঝি আর কেউ করবে না; সে চরণসেবা করতে পেলে আমি নিজে সুখী হই, বোধ করি, তাই এমনি মনে হয়। আর তাঁর কি আমায় মনে হয়?

আমি কাছে নেই ব'লে কি তিনি আমার অভাব অনুভব করেন? আমায় দেখবার জন্যে কখন কি তাঁর মনে একটুও উৎকণ্ঠা হয়? অবসরমত কি তিনি একবার আমায় স্মরণ করেন? আমি পাগল, তিনি কেন তা করবেন? আমি কে? হাজার দাসীর মধ্যে আমি এক জন বৈ ত নয়? তাতে আবার তাঁর চরণে আমি ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। অপরাধী বটে, কিন্তু তাঁর বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হয়েই আমি এই অপরাধ করেছি; হৃদয়ের উত্তেজনায় আমি রাজব্যবস্থার বিস্মৃত হয়েছিলুম, পত্নীর প্রাণের উচ্ছ্বাস বেগমের পদমর্য্যাদাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, তার পর আমি কত যন্ত্রণা—কত লাঞ্ছনা ভোগ করেছি, সে সব চরণে নিবেদন করলেও কি তিনি আমার উপর রাগ ক'রে থাকবেন? না না, তা কখনই করবেন না;—তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাঁর হৃদয় অতি সরল, অতি উদার, অতি উচ্চ। তিনি জানেন, তাঁর চরণ ভিন্ন আমার অন্য গতি নেই। আর—আর তিনি—আর তিনি—তিনি দাসীকে ভালবাসেন। ছি ছি, কি আস্পর্দ্ধা করছি? না, একটু—একটুখানি—খুব একটুখানি ভালবাসেন; আমি জানি, আমার মনের ভেতর মন জানে; আমি তাই মহৎ দুঃখেও সুখী।

(মহম্মদ তকীর প্রবেশ)

কে ও,—মহম্মদ তকী? এ কি খাঁ সাহেব, আমাকে বে-ইজ্জৎ করছেন কেন?

মহ। আমার নসীব বড় খারাপ। বড় মন্দ খবর দিতে হচ্ছে; নবাব আপনার প্রতি নারাজ।

দল। আপনাকে কে বল্‌লে?

মহ। এতবার না করেন, পরোয়ানা দেখুন।

দল। তবে আপনি পরোয়ানা পড়তে পারেন নি।

মহ। হজরৎ, আপনি নিজে পড়ুন।

(পরোয়ানা প্রদান)

দল। (পড়িয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! ঝুট—এ জাল! আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরবে—সেই জন্য?

মহ। আপনি ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে বাঁচাতে পারি

দল। ওহো, তোমার কিছু মতলব আছে। তুমি জাল পরোয়ানা নিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ?

মহ। তবে শুনুন, আমি নবাবকে লিখেছিলুম যে, আপনি বোম্বেটের সর্দারের নৌকায়—তার—তার—

দল। তার কি—বল শীঘ্র?

মহ। তার নজরে মঞ্জুর হয়ে—

দল। কি?

মহ। তার উপপত্নীস্বরূপ ছিলেন, সেই জন্য এই হুকুম এসেছে। হজরৎ, গোলামের গুণা মাপ করুন। আমি ভয় পেয়ে এ কাজ করেছিলুম,—নিজের জান্ বাঁচাবার জন্যে এ কাজ করেছিলুম।

দল। কেন লিখেছিলে?

মহ। আমার উপর পরোয়ানা ছিল যে, বোম্বেটের নৌকায় আপনি আছেন, আমি গোলমাল না ক'রে, আপনাকে খালাস ক'রে সরকারের সাম্‌নে রওনা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়ে জঙ্গলের তল্লাস করিনি, পশ্চাতে যখন আপনার কোন খবর পেলুম না, তখন শূলে যাবার ভয়ে নবাবকে এই মিথ্যা কথা লিখেছিলুম।

দল। হঁ, পরোয়ানা আবার দেখি। (দেখিয়া) হঁ, যথার্থ বটে, জাল নয়। কৈ বিষ?

মহ। বিষ কেন?

দল। পরোয়ানায় কি হুকুম আছে?

মহ। আপনাকে বিষ খাওয়াতে

দল। তবে কৈ বিষ?

মহ। আপনি বিষ খাবেন না কি?

দল। আমার রাজার হুকুম, আমি কেন পালন করবো না?

মহ। যা হয়েছে—হয়েছে। আপনাকে বিষ পান করতে হবে না। আমি এর উপায় কর্‌বো।

দল। যে তোমার মতন পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমা অপেক্ষাও অধম। বিষ আন।

মহ। দেখিয়ে দলনী বিবি—

দল। দলনী বিবি!

মহ। নবাবের সঙ্গে তো আপনার কারখত হয়ে গেল। এ খাপসুরৎ চেহারা, জোয়ান বয়স, আপনার কি এখন মরবার সময়?

দল। তার পর ?

মহ। আমার সঙ্গে দোস্তি করুন, জহর খেয়ে মরতে হবে না।

দল। (জুতা প্রহার করিয়া) পাজি—হারামজাদ—

মহ। জুতি ?—আচ্ছা।

[প্রস্থান।

দল। ও রাজরাজেশ্বর—সাহানসা—বাদ্‌শার বাদ্‌শা, এ গরীব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়েছ ? বিষ খাব ? তুমি হুকুম দিলে কেন খাব না ? তোমারি আদরই আমার অমৃত, তোমার ক্রোধই আমার বিষ। তুমি যখন রাগ করেছ, তখনই আমি বিষ পান করেছি। তুমি আমায় অসতী ব'লে বিশ্বাস করেছ, এ অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা ? হে রাজাধিরাজ, জগতের আলো, অনাথার ভরসা, পৃথিবীর পতি, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, দয়ার সাগর ! কোথায় রইলে ? আমি তোমার আদেশে হাস্‌তে হাস্‌তে বিষ পান করবো। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে দেখলে না, এই আমার দুঃখ। ভাল, অনেক দুঃখ সয়েছে, এটাও সবে। প্রাণেশ্বর ! পৃথ্বীনাথ ! দাসী তোমার আজ্ঞাপালন কর্‌তে চল্‌লো। দলনীর ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র অভিনয়ের আজ শেষ !

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়নালা—শিবির

নবাব ও আমীর হোসেন

নবা। কে সে ? কিসের আবেদন ? এ সময় কি অন্য কোন প্রার্থনা শোনবার আমার অবসর আছে ?

আমী। জাঁহাপনা, এ এক জন স্ত্রীলোক, কলকাতা থেকে এসেছে, সে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করতে চায়।

নবা। স্ত্রীলোক ! স্ত্রীলোক ! যেখানে স্ত্রীলোক, সেইখানেই অবিশ্বাস ! আচ্ছা, তাকে আন।

(আমীর হোসেনের প্রস্থান ও কুলসমের সঙ্গে পুনঃ প্রবেশ)

এ কে ? এ ত সেই কুলসম। সেই পাপিষ্ঠার দাসী ! তুই কি চাস্ বাঁদী ? মরবি ?

কুল। নবাব ! তোমার বেগম কোথায় ? লুৎফা বিবি কোথায় ?

নবা। যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেখানে শীঘ্র যাবে।

কুল। আমিও—আপনিও, তাই আপনার কাছে এসেছি। পথে শুনলুম, লোকে রটাচ্ছে, লুৎফা বেগম আত্মহত্যা করেছে। সত্য কি ?

নবা। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরেছে। তুই তার দুষ্কর্ম্মের সহায়, তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হবি।

কুল। (সরোদনে) রাজদণ্ডে! দলনী বিবি রাজদণ্ডে মরেছে! তবে আপনিই দলনী বিবিকে মেরে ফেলেছেন? দলনী বিবি! দলনী বিবি! যার রাজ্য রক্ষা,—প্রাণ রক্ষা কর্‌বার জন্য তুমি এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য কর্‌লে, অবশেষে সেই কি না তোমায় বধ করলে! ওরে মূর্খ নবাব! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি? ওরে পাষণ্ড—পাপিষ্ঠ! পিশাচ!—তুই কেমন ক'রে অমন সোনার পুতুল জলে ফেলে দিলি? আহা হা! দলনী বিবি, কেন আমায় এমন কুমতি হলো? কেন আমি তখন তোমার সঙ্গে এলুম না? এই অকালে প্রাণ হারাবে ব'লে কি তুমি নৃশংস রাক্ষস মীরকাশিমকে প্রাণ সমর্পণ করেছিলে?

(ইব্রাহিম ইত্যাদির প্রবেশ)

ইব্রা। কে রে হারামজাদী!

(কুলসমের কেশধারণ)

নবা। থাক্ থাক্, একে এখন কিছু বলো না। কি বলে, শোন।

কুল। কি আর বল্‌বো, কি শুন্‌বে? কে শুন্‌বে? ওহো হো! এই যে আপনারা সকলেই এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বল্‌বো, শুনুন! আমার এখনই বধাজ্ঞা হবে, আমি ম'লে কেউ আর তা শুনতে পাবে না; এই সময় শুনুন। শুনুন, সুবে বাঙ্গালা-বেহারের মীরকাশিম নামে এক মূর্খ নবাব

আছে, দলনী নামে তার এক বেগম ছিল, সে নবাবের সেনাপতি গুরগণ খাঁর ভগ্নী।

সক। এঁ্যা—সে কি!

কুল। হ্যাঁ, দলনী গুরগণ খাঁর ভগ্নী। গুরগণ খাঁ ও দৌলৎ-উন্নেসা ইস্পাহান হ'তে পরামর্শ ক'রে জীবিকা অন্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন মীরকাশিমের গৃহে বাদীর স্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কিন্তু দলনী সকল ভুলে ঐ মূর্খ নবাবকে ভালবেসেছিল, তাই যখন শুনলে যে, আপনার ভাই দুরভিসন্ধি ক'রে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা কর্‌ছে, তখন এক রাত্রে আমায় নিয়ে গোপনে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গুরগণ খাঁর গৃহে যায়। তাকে অনেক মিনতি ক'রে যুদ্ধের অভিসন্ধি ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু সেই নরাধম গুরগণ কিছুতেই দলনীর কথা শুনলে না, বরং প্রহরীদের নিষেধ ক'রে আমাদের দুর্গ-প্রবেশ রহিত করলে।—নবাবের বেগম তখন অনা-থিনীর ন্যায় রাজপথে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। এক হিন্দু ব্রহ্মচারী আমাদের নিয়ে গিয়ে একটা বাড়ীতে আশ্রয় দেন, তার পরদিন বেগম সকল কথা খুলে লিখে, নবাবকে দেবার জন্য এক পত্র সেই ব্রহ্মচারীর হাতে দেন। কিন্তু সেই রাত্রেই বোম্বেটেরা সেই বাড়ী লুঠে গৃহস্বামী আর তার কন্যাকে বেঁধে নিয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বন্দী করে। নৌকা কতক দূর গেলে বুঝতে পারলুম যে, বোম্বেটেরা শৈবলিনী ব'লে যে এক জন হিন্দু স্ত্রীলোক তাদের নৌকা

থেকে পালিয়েছিল, তাকে মনে ক'রে বেগমকে ধ'রে নিয়ে যায়।

নব। সত্য, সত্য, বাঁদীর কথা সব সত্য। তার পর—তার পর?

কুল। তার পর আমরা যে বোম্বেটের নৌকায় ছিলুম, সেই নৌকার পেছনে একখানা ছোট নৌকা আসছে দেখে বোম্বেটের সর্দার গঞ্জালিস ব'লে এক পর্তুগীজ মনে করলে যে, নিজামতের নৌকা বেগমের উদ্ধারের জন্য আসছে। তাই ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা চড়ায় বেগমকে নামিয়ে দিয়ে নৌকা নিয়ে পালাল।

নবা। তুমি কি করলে? তুমি বেগমের সঙ্গে নৌকা থেকে নামলে না?

কুল। আমার ঘাড়ে সে সময় সয়তান চেপেছিল সন্দেহ নেই, নইলে আমি সে সময় বেগমকে কেন পরিত্যাগ করবো? আমি মনে করলুম, বেগমের সঙ্গে গেলে নিজামতের বিচারে আমার প্রাণদণ্ড হবে, সেই ভয়ে আমি নৌকা থেকে নামলাম না। তার পর নানা দেশ ঘুরে আমরা কলকাতায় গেলাম। সেখানে আমায় নৌকা থেকে নামিয়ে দিলে। আমি কলকাতায় গিয়ে যাকে দেখেছি, তাকেই সেধেছি যে, আমায় পাঠিয়ে দাও, কেউ কিছু বলে নি। শুনলুম যে, হেষ্টিংস সাহেব বড় দয়ালু, তাঁর কাছে কেঁদে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরলুম, তাঁরই কৃপায় এখানে এসেছি। এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা নেই। আহা হা! বেগম আমায় এত ভালবাসতেন, আমি তার বিলক্ষণ পরিশোধ করলুম! আমার জন্যে দলনী বিবি প্রাণ হারাল।

নবা। তোমরা শোন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নয়, এই বাঁদী যা বললে, তা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুখে রক্ষা কর। আমি চললুম, আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে লুকিয়ে থাকবো, অথবা ফকিরী গ্রহণ করবো।

ইব্রা। জাঁহাপনা, ধৈর্য্য ধরুন। আপনার শরীর কাঁপছে যে!

নবা। শোন বন্ধুবর্গ, আমি বুঝতে পারছি, আমার শেষ সময় আগত; তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কইতে পারিনে। এখন যাও, কিন্তু তোমারা আমার এক আজ্ঞা পালন কর, আমি সেই তকী খাঁকে একবার দেখবো। আলি ইব্রাহিম খাঁ!

ইব্রা। হুজুর!

নবা। তোমার ন্যায় বন্ধু আমার জগতে নেই। তোমার কাছে আমার এইমাত্র ভিক্ষা, তকী খাঁকে আমার নিকট নিয়ে এস।

ইব্রা। আলিজার অনুমতি শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

নবা। আর কেউ আমার উপকার করবে?

সকলে। অনুমতি করুন।

নবা। কেউ সেই বোষেটের সর্দ্দার গুর্গাণ খাঁকে আমার কাছে আনতে পার?

আমী। আমি শুনেছি, সে দলনীর কাছে ধরা পড়েছে। আমি তার সন্ধানে চললুম।

[প্রস্থান।

নবা। আর সেই শৈবলিনীকে, তাকে কেউ আনতে পারবে ?

ইত্রা। অবশ্য এত দিন সে দেশে এসে থাকবে, আমি তাকে নিয়ে আস্‌ছি।

নবা। যে ব্রহ্মচারী মুঙ্গেরে বেগমকে আশ্রয় দান করেছিলেন, তাঁর কেউ সন্ধান কর্‌তে পার ?

ইত্রা। হুকুম হ'লে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গেরে যেতে পারি।

নবা। গুরগণের সংবাদ কি ?

ইত্রা। তিনি ফৌজ নিয়ে উদয়নালায় আস্‌ছেন শুনেছি, কিন্তু এখনও পৌছুন নি।

নবা। ফৌজ—ফৌজ! কার ফৌজ ?

ইত্রা। তাঁরই।

নবা। এখনও বিশ্বাসঘাতকের রক্ত দেখতে পেলুম না। আচ্ছা, তোমরা বিদায় হও।

[নবাব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কিন্তু গুরগণ খাঁ দলনীর সহোদর! দলনী—দলনী! কি করলেম! তুমি আমার জন্তে পথে পথে কাঙ্গালিনীর ন্যায় বেড়ালে! রাজরাণী পরের অধীন হয়ে শত্রুর নৌকায় বন্দী হয়ে জলে জলে ভ্রমণ কর্‌লে। আর আমি কিনা তোমায় বধ কর্‌লুম! তকীর মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ পত্রে কেন আমি উন্মাদ হলুম! [illegible] কেন আমি জ্ঞান হারালুম! কেন আমি

স্থির চিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখলুম না ! তোমার সেই বালিকার ন্যায় সরল মুখ—তোমার সেই অস্ফুট মধুর প্রণয়, সেই প্রাণঢালা ভালবাসা, সেই আত্মহারা হয়ে আমায় প্রাণ সমর্পণ, কেন একবার স্মরণ হলো না ? ওহো, বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড আমার হস্ত হ'তে স্খলিত হয়ে পড়ছে। এই শত শত রশ্মিপ্রতিঘাতী রত্নরাজি-খচিত বহুমূল্য সিংহাসন আজ টলমল করছে, বড় যত্নেও রক্ষা হলো না ! কিন্তু যে অজেয় রাজ্য বিনা যত্নে থাকতো, সে কোথায় গেল ? দলনীর প্রাণনাশের আজ্ঞা দিয়ে আমি রাজ্য-রক্ষায় ব্যস্ত হলুম, কুসুম ত্যাগ করে কণ্টকে যত্ন করলুম ! ফুলসম সত্যই বলেছে—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। মূর্খ না হ'লে স্বর্গের সুরভিকুসুমকে পদতলে দলিত করে ? যে ক্রূর সর্প আমার দ্বারা তোমার প্রাণনাশ করিয়েছে, আগে তার মস্তক চূর্ণ করবো। তার পর ? তার পর এ জীবন, দলনী, তোমার ধ্যানে উৎসর্গ করবো। দলনী—দলনী ! প্রাণের দলনী আমার !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চন্দ্রশেখরের বাটীর কক্ষ

রামানন্দ ও চন্দ্রশেখর

রামা। কেমন, আমি যেরূপ বলেছিলেম, সেইরূপ আত্মশুদ্ধি করেছ ?

চন্দ্র। গুরুদেব! সাধ্যমত আপনার আদেশ পালন কর্‌তে যত্ন করেছি; তবে হৃদয় দুর্ব্বল, কত দূর কৃতকার্য্য হয়েছি, বল্‌তে পারিনে।

রামা। সঙ্কুচিত হয়ো না; তুমি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তিসকল পূর্ব্ব হ'তে অনেক দূর তুমি আপন বশে আনয়ন করেছ, তার পর ইদানীং কঠোর অনশনব্রত আচরণ ক'রে আস্‌ছো। তোমার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হবে। উপযুক্ত পাত্র না জান্‌লে গুপ্তবিদ্যা আমি কখনই তোমাকে প্রদান কর্‌তেম না। অপাত্রে এ সকল বিদ্যা অর্পিত হ'লে ফল অতি বিষময় হয়। যে যৌগিক ক্ষমতা তোমাকে প্রদান করেছি, আত্মসুখান্বেষী ব্যক্তি সে ক্ষমতা প্রাপ্ত হ'লে জগতের বিবিধ অনিষ্টসাধন কর্‌তে পারে।

চন্দ্র। গুরুদেব! আপনার প্রদত্ত বিদ্যা আপনার আদেশ প্রাপ্ত না হ'লে আমি কখনও প্রয়োগ করবো না। আমার সমস্ত উদ্দেশ্য, সমস্ত বাসনা, যাতে অপরের মঙ্গল লক্ষ্য ক'রে ধাবিত হয়, সেই জন্য আজ কয়দিন অনবরত ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করছি।

রামা। উত্তম। মানব মনকে ঈশ্বরচরণে অর্পণ কর্‌তে যতই অভ্যাস কর্‌বে, ততই তার আত্মা পশুভাব হ'তে বিমুক্ত হয়ে দেবভাবে পূরিত হবে; দেবভাবপূর্ণ আত্মা যা বাসনা কর্‌বে, তাই সিদ্ধ হবে। ঐ যে সুন্দরী শৈবলিনীকে আনয়ন কর্‌ছে, এইবার ঔষধ-প্রয়োগ কর। ঔষধ আর কিছু নয়, কমণ্ডলুস্থ জলমাত্র।

চন্দ্র। এতে কি হবে?

রামা। কন্যা এতে যোগবল পাবে।

(শৈবলিনীকে লইয়া সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দ। দাদা, বৌ ভাল হবে ত? মহাপুরুষ কি বল্‌লেন? দাদা, যে শৈবলিনীর সঙ্গে আমার এত ভাব ছিল, সে এখন আমায় ভাল ক'রে চিন্‌তে পারে না। কেন এমন হ'ল? আহা, ও যখন এখানে ছিল না, কত গাল-মন্দ দিয়েছি। এখন যে আমি এত আদর কর্‌ছি, যত্ন কর্‌ছি, তা বৌ কিছু বুঝতে পার্‌ছে না; এক দিন এর মরণ প্রার্থনা করেছিলেম, কিন্তু আজ যে আমি এর জন্যে কাঁদ্‌ছি, তা ত ও জান্‌তে পার্‌লে না।

রামা। এস, আমরা একবার বাইরে যাই। চন্দ্রশেখর ঔষধপ্রয়োগ করবেন, সে সময় কারুর এখানে থাকা উচিত নয়। কোন ভয় নাই, শৈবলিনী আবার প্রকৃতিস্থ হবেন।

শৈব। ও পার্ব্বতী দিদি, চন্দ্‌লি কেন? তা ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিস, আমি রাগ কর্‌বো না, তোকে মারবো না, আয়।

সুন্দ। ঐ শোন দাদা।

চন্দ্র। তুমি একটু বাইরে থাক, ডাকবামাত্র এস

[সুন্দরী ও রামানন্দ স্বামীর প্রস্থান]

চন্দ্র। শৈবলিনি, এইখানে ব'স।

শৈব। তা বৈ কি, আমি বুঝি জানিনি, ওখানে বসলে জাত যাবে না?

চন্দ্র। আমি বলছি, এইখানে ব'স। আমায় চেন দেখি।

শৈব। (সুরে) চিনেছি চিনেছি চিনেছি হে নাগর রসিয়া,

হৃদয়-আসন রেখেছি পাতিয়ে ব'স হে কানাই আসিয়া।

ধোয়াই চরণ নয়নের জলে,

মুছাই যতনে কাল কেশজালে।

বুকে রেখে সুখে দুঃখ বিসরি হে,——

সখা, দুঃখ বিসরি হে

দিব হে দিব হে এ ছার শরীর,

কুল মান লাজ যা আছে নারীর,

তোমারে হে ডালি দিব বনমালী হাসি হাসি হাসিয়া

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

চন্দ্র। শৈবলিনি।

শৈব। পার্ব্বতী দিদি কোথায় গেল? দিদিকে ডাক না, একটা গান গাক।

চন্দ্র। আমায় দেখতে পাচ্ছ না? কি বলছো? ভাল ক'রে কথা কও।

শৈব। (সুরে) আমার কথা তাই লো তাই,
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?
মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ।

কিছু ঠিক পাইনি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল—সে যেন নেই, কে যেন আসবে—সে যেন আসে না, কোথা যেন এসেছি—সেখানে যেন আসিনি; কাকে যেন খুঁজি—তাকে যেন চিনিনে। কেন—আমার এমন হলো! কেন এমন হলো? (ক্রন্দন)

চন্দ্র। আহা হা হা! শৈবলিনি, একটু এই জল খাও দেখি! (জল প্রদান) এস, এইখানে বস। (আসনে উপবেশন) বস, আর একটু জল খাও।

[যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা চক্ষু-সঞ্চালন ও ক্রমে ক্রমে শৈবলিনীর নিদ্রাবেশ]

শৈবলিনি!

শৈব। আজ্ঞে!

চন্দ্র। আমি কে?

শৈব। আমার স্বামী।

চন্দ্র। তুমি কে?

শৈব। শৈবলিনী।

চন্দ্র। এ কোন্ স্থান?

শৈব। ~~[illegible]~~—আপনার গৃহ

চন্দ্র। বাইরে কে কে আছে ?

শৈব। প্রতাপ, সুন্দরী এবং আর আর অনেক লোক।

চন্দ্র। তুমি এখান হ'তে গিয়েছিলে কেন ?

শৈব। বোম্বেটে গঙ্গালিস নিয়ে গিয়েছিল ব'লে।

চন্দ্র। এ সকল কথা এত দিন তোমার মনে পড়েনি কেন ?

শৈব। মনে ছিল, ঠিক ক'রে বলতে পারছিলুম না।

চন্দ্র। কেন ?

শৈব। আমি পাগল হয়েছি।

চন্দ্র। সত্য সত্য—না, কাপট্য আছে ?

শৈব। সত্য সত্য, কাপট্য নেই।

চন্দ্র। তবে এখন ?

শৈব। এখন এ যে স্বপ্ন ! আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করেছি !

চন্দ্র। তবে সত্য কথা বলবে ?

শৈব। বলবো।

চন্দ্র। তুমি গঙ্গালিসের সঙ্গে গেলে কেন ?

শৈব। প্রতাপের জন্যে।

চন্দ্র। (স্বগত) কি—কি ! ওঃ ! আমি অন্ধ হয়েছিলেম। (প্রকাশ্যে) প্রতাপ কি তোমার জার ?

শৈব। ছি ছি !

চন্দ্র। তবে কি ?

শৈব। এক বোঁটায় আমরা দুটি ফুল এক বনমধ্যে ফুটেছিলুম, ছিঁড়ে পৃথক করেছিলেন কেন ?

চন্দ্র। (স্বগত) সত্য, কেন আমি এ বালিকার দিকে চাইলুম না! নিজের সুখ-ইচ্ছায় অন্ধ হয়ে কেন এর মুখপানে তাকাইনি! আমার পাপের প্রতিফল হয়েছে। আমার দুরাশার—ইন্দ্রিয়-লালসার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। (প্রকাশ্যে) যে দিন প্রতাপ পোর্তুগীজ বোম্বেটের নৌকা থেকে পালায়, সে দিন গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে?

শৈব। পড়ে।

চন্দ্র। কি কি কথা হয়েছিল?

শৈব। প্রতাপ দেবতা, কিন্তু অতি নির্দ্দয় দেবতা! আমি তাকে প্রণয়ভাবে মনে স্থান দেব না, এ জন্মের মত সে কথা ভুলে যাব, এই শপথ করিয়ে নিলে,—নিজে জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করবে, এই ভয় দেখিয়ে আমাকে শপথ করিয়ে নিলে। প্রতাপের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেল। নির্দ্দয়—নির্দ্দয়। দেবতা নির্দ্দয়!

চন্দ্র। (স্বগত) ধন্য! ধন্য প্রতাপ! ধন্য ইন্দ্রিয়জয়! ধন্য অমানুষিক হৃদয়বল! বাল্যের মধুর প্রেম-বিস্মরণ! সুন্দরী যুবতীর আত্মদান অনায়াসে প্রত্যাখ্যান! হৃদয়ের আশৈশব বাসনা-বিসর্জ্জন! পুরুষের পক্ষে এ অপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা জগতে আর নাই। এ পরীক্ষায় তোমার প্রতিযোগী দেবলোকেও দুর্লভ! (প্রকাশ্যে) তবে তুমি গঙ্গালিসের সঙ্গে বাস করলে কেন?

শৈব। বাস মাত্র। যদি তাদের সঙ্গে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চন্দ্র। বাস মাত্র! তবে কি তুমি সাধ্বী?

শৈব। প্রতাপকে আমি মনে মনে আত্মসমর্পণ করেছিলুম, এ জন্য আমি সাধ্বী নই—মহা পাপিষ্ঠা।

চন্দ্র। নচেৎ?

শৈব। নচেৎ সম্পূর্ণ সাধ্বী।

চন্দ্র। গঙ্গালিস সম্বন্ধে?

শৈব। কায়মনোবাক্যে।

চন্দ্র। সত্য বল—সত্য বল—সত্য বল

শৈব। সত্যই বলছি।

চন্দ্র। (স্বগত) দীনবন্ধো। তুমিই হিন্দুকুলবালাকে অতিপাতক হ'তে রক্ষা করেছ। (প্রকাশ্যে) তবে ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে জাতিভ্রষ্টা হ'লে কেন?

শৈব। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, বলুন, আমি জাতিভ্রষ্টা কি না? আমি তার অন্ন খাইনি, তার স্পৃষ্ট জলও খাইনি। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক ক'রে খেয়েছি,—হিন্দু পরিচারিকারা আয়োজন ক'রে দিয়েছে। এক নৌকায় বাস করিছি বটে, কিন্তু গঙ্গার উপর।

চন্দ্র। (স্বগত) সংসারীদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, মনোভাব গোপনের জন্য ভাষার সৃষ্টি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভাষার উপর বক্তার অধিকার নাই। যোগশক্তিপ্রভাবে শৈবলিনীর আত্মা আপন কথা রসনায় ব্যক্ত করছে মাত্র। শৈবলিনীর এ কথা মিথ্যা নয়। শৈবলিনীর দেহ পবিত্র। হায় হায়, কি দুষ্কর্ম করেছি! স্ত্রীহত্যা করতে বসেছিলেম। (প্রকাশ্যে) এ সকল কথা কাকেও বলনি কেন?

শৈব। আমার কথায় কে বিশ্বাস করবে?

চন্দ্র। এ সকল কথা কে জানে?

শৈব। গঙ্গালিস ও পার্ব্বতী।

চন্দ্র। পার্ব্বতী কোথায়?

শৈব। মাসাবধি হ'ল মুঙ্গেরে ম'রে গেছে

চন্দ্র। গঙ্গালিস কোথায়?

শৈব। উদয়নালার নবাবের শিবিরে।

চন্দ্র। তোমার রোগের কি প্রতীকার করতে পারি?

শৈব। আপনার যোগবল আমাকে দিয়েছেন, তৎপ্রসাদে জ্ঞান পেয়েছি, আপনার শ্রীচরণকৃপায় আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ করবো।

চন্দ্র। আরোগ্যলাভ করলে কোথা যেতে ইচ্ছা কর?

শৈব। যদি বিষ পাই তো খাই, কিন্তু নরকের ভয় করে

চন্দ্র। মরতে চাও কেন?

শৈব। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

চন্দ্র। কেন, আমার গৃহে?

শৈব। আপনি কি আর আমায় গ্রহণ করবেন?

চন্দ্র। যদি করি।

শৈব। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি। কিন্তু আপনি কলঙ্কী হবেন।

চন্দ্র। কিসের কলঙ্ক? দেখ, আমার যোগবল নাই, রামানন্দ স্বামীর যোগবল পেয়েছ, বল, এ কিসের কলঙ্ক?

শৈব। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চন্দ্র। কে আসছে?

শৈব। মহম্মদ ইরফান—নবাবের সৈনিক।

চন্দ্র। কেন আসছে?

শৈব। আমাকে নিয়ে যেতে, নবাব আমাকে দেখতে চেয়েছেন।

চন্দ্র। গঙ্গালিস সেখানে গেলে পর তোমাকে দেখতে চেয়েছেন, না তৎপূর্ব্বে?

শৈব। না, দুজনকে আন্‌তে এক সময় আদেশ করেন।

চন্দ্র। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও। সুন্দরি, এখন তোমরা এখানে আসতে পার।

(সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দ দাদা—দাদা, বৌ ভাল হয়েছে?

চন্দ্র। ভয় নাই, আরোগ্য হবেন। এখন ইনি নিদ্রা যাচ্ছেন, নিদ্রাভঙ্গ হ'লে এই [illegible] ঔষধ খাইয়ো। সম্প্রতি নবাবের সৈনিক আস্‌ছে,—শৈবলিনীকে নিয়ে যাবে। তুমি সঙ্গে যেও।

সুন্দ। কেন—নবাবের কাছে নে যাবে কেন?

চন্দ্র। এখনি শুনবে, চিন্তা নাই। সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—[illegible], ওর গৃহে নিয়ে গিয়ে [illegible] শুইয়ে দাও। শঙ্কা নাই—তুমি যেমন নিয়ে যাবে—ঠিক যাবে। শৈবলিনী এখন [illegible] নিদ্রিতা।

সুন্দ। মা ভগবতি, বিপদে রক্ষা কর

[শৈবলিনীকে লইয়া সুন্দরীর প্রস্থান।

(রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

রামা। কি বুঝলে?

চন্দ্র। গুরুদেব! বুঝলেম যে, আমি ব্রাহ্মণত্ব অভিমানী দুর্বল ইন্দ্রিয়দাস, দস্যুব্যবসায়ী প্রতাপ দেবতা। শৈবলিনীর বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। আর বুঝলেম, যোগবলের অপেক্ষা বল নাই—বুঝলেম, রামানন্দ স্বামী মহাযোগী

রাম। ভাল, নবাবের দূতের অভিপ্রায় শুনলেম, আমাদের দুজনকেই দরবারে উপস্থিত হ'তে হবে। দূত তোমার গৃহে অতিথি এস, তার যথাবিহিত অভ্যর্থনা করি গে। [উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়নালা—শিবির

নবাব ও ইরফান

নবা। বন্দিগণ উপস্থিত?

ইর। জাঁহাপনা, সকলেই উপস্থিত।

নবা। পোর্টুগীজ জলদস্যু গঞ্জালিস হাজির?

ইর। জাঁহাপনা, হুগলীতে এই গঞ্জালিসের দল গ্রেপ্তার হয়েছিল,—আমীর হোসেন সাহেব তাকে পাঠিয়েছেন।

নবা। আচ্ছা, সামনে হাজির কর

(গঙ্গালিসের প্রবেশ)

নবা। কেয়া নাম তোমারা ?

গঙ্গা। নাম হ্যায় Rodrigue Gangalis.

নবা। তোম কোন্ মুলুককা আদমী ?

গঙ্গা। পোর্টুগেলকা, ম্যয় পোর্টুগীজ হ্যায়।

নবা। তোমরা আমার রাজ্যে কেন ডাকাতী ক'রে বেড়াও ?

গঙ্গা। ডাকাতী করতা হামারা খুস। হাম আপকা কায়দামে হ্যায়। পুছনেকা জরুরৎ নেহি। পুছনেসে হাম জবাব নেহি দেগা।

নবা। বহুৎ আচ্ছা,—বহুৎ আচ্ছা! ম্যায়নে সমঝ লিয়া—তোমার দেল ছোটা নেহি, তোম কমিনা নেহি। মালুম হোতা, তোম্ সচ বাৎ বোলনে শেকোগে।

গঙ্গা। হাম ঝুটা নেহি বোল্‌টা।

নবা। হাঁ, ভাল, আবি মালুম হো যাগা। কে বলছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন ত তাঁকে আন।

(চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)

ইন্‌কো পছান্তে হো ?

গঙ্গা। মায় গুনা হ্যায়, নেহি দেখা।

নবা। ভাল, বাদী কুলসম কোথায় ?

(কুলসমের প্রবেশ)

ইয়ে বাদীকো পছান্তে হো ?

গঙ্গা। হাঁ।

নবা। ইয়ে কোন্ হ্যায়?

গঙ্গা। আপকা বাঁদী।

নবা। মহম্মদ তকীকে আন।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ তকীকে আনয়ন)

কুলসম, তুমি বলেছ যে, আমার মৃত্যুকালে দলনী বেগম গোপনে গুরগণ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল; গুরগণ খাঁ বেগমের সহোদর,—পোর্টুগীজ ডাকাত আলফান্সিস তোমাদের নৌকায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন মাত্র, নচেৎ বেগমের সহিত তাঁর কোনরূপ মন্দ সম্পর্ক ছিল না;—সে কথা সত্য কি না, সর্ব্বসমক্ষে এই দরবারে বল।

কুল। সব সত্য। জাঁহাপনা, আমি এই আমদরবারে এই পাপিষ্ঠ স্ত্রী-ঘাতক মহম্মদ তকীর নামে নালিশ করছি, সে আমার প্রভু-পত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ক'রে, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করেছে। জাঁহাপনা, পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে হত্যা করুন।

মহ। মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। তোমার সাক্ষী কে?

কুল। সা... কে? আমার সাক্ষী উপরে চেয়ে দ্যাখ,—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর। আপনার বুকের উপর হাত দে, আমার সাক্ষী তুই! যদি আর কারুর কথায় প্রয়োজন থাকে, তবে এই পোর্টুগীজকে জিজ্ঞাসা কর্।

নবা। কেঁও সাহাব! ইয়ে বাঁদী বোলতি হায়, আলভারিজকা সাৎ বেগমকা আস্নাই নেহিথি। সচ্ কহো, ইন্‌কো বাৎ ঠিক কি নেহি? তোমনে আপনে মূসে কবুল কিয়া তোম্ ঝুটা নেই কহেঙ্গো।

গর্গা। বাঁডীকা বাত বিল্‌কুল সচ্।

চন্দ্র। ধর্ম্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য—আমিও তার এক জন সাক্ষী। আমিই দলনী বেগমকে সেই রাত্রে রাজপথ হ'তে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিই। আমিই সেই ব্রহ্মচারী।

কুল। হাঁ৷ হাঁ, চিন্‌তে পেরেছি, ইনিই বটে।

চন্দ্র। রাজন্! যদি এই পোর্ত্তুগীজ সত্যবাদী হয়, তবে একে আর দু-একটা প্রশ্ন করুন।

নবা। এই হিন্দু ব্রাহ্মণকা—

গর্গা। বাস্, আপ কেঁও তক্‌লিপ করতে হো? হাম কইকো তাঁবেদার নেহি;—মর্‌নেকা ডর্ হামরা নেহি হায়। কোই বাৎকা জবাব দেনা, নেহি দেনা মেরে এক্তিয়ার। আপকো কোই সওয়ালকে জবাব হাম নেহি দেয়েঙ্গে!

নবা। তবে শৈবলিনীকে আন।

(শৈবলিনীর প্রবেশ)

গর্গা। Oh my God! My God! what a change! is it she or her ghost?

নবা। (স্বগত) আঁা! এ কি সেই রমণী? কে এর এমন দশা করলে? (প্রকাশ্যে) সাহাব, ইন্‌কো পছানতে হো?

গঙ্গা। হাঁ।

নবা। এ কোন্?

গঙ্গা। শৈ—শৈ—শৈবলিনী, চণ্ডরশেখরকো জরু।

নবা। কিস্‌তরে তোমনে ইন্‌কো পয়ছানা?

গঙ্গা। আপকো য়েয়সা মর্‌জি সাজা কর্‌যাইয়ে, ম্যয় কুচ জবাব নেহি দেয়েঙ্গে।

নবা। মেরে মর্‌জী কুত্তাসে খেলায়কে তোমরা জান লেঙ্গে।

গঙ্গা। Oh horror! জান্ লেনেকা আপকো মর্‌জি হোয়, এক-দম কোতল করিয়ে।

(একাগ্র রামানন্দ স্বামীর গঙ্গালিসের উপর তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ)

রামা। আমার ভাষা বোঝবার ও বলবার শক্তি তোকে প্রদান কচ্ছি, আমার কথার উত্তর দে, আমি তোকে কুকুরের দণ্ড থেকে উদ্ধার কর্‌বো।

গঙ্গা। Oh Heavens! Who is this? What apparitions? What looks! Horror! Horror! I am stunned paralyzed! My very life blood is ebbing away! oh! oh!

রামা। আমি যে ভাষায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, সেই ভাষায় উত্তর দে। সত্য বল, তুই কি শৈবলিনীর জার?

গঙ্গা। না।

রামা। কি স্পষ্ট ক'রে বল?

গঙ্গা। না, আমি শৈবলিনীর জার নহি।

নোটি-, [illegible handwritten annotation]

রামা। তবে শৈবলিনী তোর নৌকায় ছিল কেন? দ্যাখ, এর পানে চেয়ে উত্তর দে।

গঙ্গা। আমি শৈবলিনীর রূপে পাগল হয়ে তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে আমার নৌকায় রেখেছিলুম; মনে করেছিলুম, সে আমার প্রতি আসক্ত, কিন্তু দেখ্‌লুম, তা নয়, সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম দেখা হ'তেই সে ছুরী বার ক'রে বল্‌লে যে, যদি তুই আমার কামরায় আস্‌বি, তা হ'লে এই ছুরীতে তুজনেই মরবো; আমি তোর মা। আমি তার কাছে যেতে পারি নি, কখনও তাকে ঘুঁটেতে পারিনি।

চন্দ্র। জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য!

রামা। এই শৈবলিনীকে তুই কি প্রকারে বিধর্ম্মীর অন্ন খাওয়ালি?

গঙ্গা। আমার ছোঁয়া সে খায়নি, নিজে রাঁধতো।

রামা। কি রাঁধতো?

গঙ্গা। চাল সিদ্ধ, তুধ, আর কিছু নয়।

রামা। জল?

গঙ্গা। আপনি গঙ্গা থেকে তুলতো।

(নেপথ্যে তোপের শব্দ)

নবা। ও কি ও—

ইন্দ্র। আর কি, ইংরেজের কামান। তারা শিবির আক্রমণ করেছে।

নবা। হুঁ।

(নেপথ্যে কামান, রণবাদ্য, কোলাহল ইত্যাদি)

ইর। জাঁহাপনা, এখানে আর স্থির থাকতে পারিনে। যা থাকে কপালে, মরি ত তরবারি হস্তে মর্‌বো। চল, সকলে চল।

[নবাব ও তকী খাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবা। (তকীকে ধৃত করিয়া) প্রেত। তুই কোথায় যাস্? আরও কি বিশ্বাসঘাতকতা তোর মনে আছে? আমার ত সব গিয়েছে, আমি ত জাহান্নমে গিয়েছি, কিন্তু দুরাত্মা, দলনীর মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি পৃথিবী পরিত্যাগ করতে পার্‌বো না; ইংরেজের কামানের গোলা আমার বক্ষোভেদ করবার পূর্ব্বে তোর বক্ষ ভেদ ক'রে আমি রক্ত দর্শন করবো।

তকী। মাপ করুন—মাপ করুন, জাঁহাপনা।

নবা। হ্যাঁ, এই যে মাপ করছি, কুক্কুরদংশনে নয়, নিজ হস্তে তোর প্রাণবধ করব।

[ধৃত করিয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পার্ব্বত্য পথ

রামানন্দ, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী

চন্দ্র। শৈবলিনি, এইখানে দাঁড়াও। পর্ব্বতের অন্তরালে এখানে সহসা কোন বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

রামা। চন্দ্রশেখর, এখন কি কর্‌বে?

চন্দ্র। শৈবলিনীর প্রাণ রক্ষা করি কি প্রকারে? চারিদিকে গোলা-বৃষ্টি হচ্ছে, চারিদিকে ধূমে অন্ধকার।

রামা। চিন্তা নাই, দেখ্‌ছো না, কোন্ দিকে যবন সেনাগণ পলায়ন কচ্ছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্, বলবান্ এবং মহৎহৃদয় দেখছি। বোধ হয়, এরা এক দিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করবে। চল, আমরা পলায়নপর যবনদিগের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হই। তোমার আমার জন্য চিন্তা নাই ; কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।

চন্দ্র। এ কি এ! ঐ পর্ব্বতরন্ধ্র হ'তে এক ক্ষুদ্র সেনাদল নির্গত হচ্ছে না? এ যে হিন্দুসেনা দেখছি, কার সেনা এ ইংরেজরণে সমুখীন হ'তে যাচ্ছে? মধ্যে ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি বোধ হয় নায়ক। কে ও, অশ্ব হ'তে নেমে এই দিকেই আস্‌ছে যে? কে এ? প্রতাপ নয়? হাঁ, প্রতাপই ত!

(প্রতাপের প্রবেশ)

এ কি প্রতাপ, তুমি? প্রতাপ, এ দুর্জয় রণে তুমি কেন? কেন?

প্রতা। আমি আপনাদেরই সন্ধানে এসেছিলুম, অন্তরালে থেকে দরবারে যে যে ঘটনা হয়েছে, সমস্তই আমি দেখেছি ও শুনেছি। চলুন, নির্বিঘ্ন স্থানে আপনাদের রেখে আসি।

চন্দ্র। প্রতাপ, তুমি ধন্য! শৈবলিনীর হৃদয়ের গুপ্ত কথা, তুমি যা জান, আমিও তা জানি।

প্রতা। আজ্ঞে—

চন্দ্র। এখন জানলেম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়, তা কর্‌বো—ক'রে শৈবলিনীকে গৃহে নেব। কিন্তু সুখ আমার কপালে হ'বে না।

প্রতা। কেন, স্বামীজীর ঔষধে কোন ফল হয় নি?

চন্দ্র। এ পর্য্যন্ত নয়। প্রতাপ, বিমর্ষ হ'লে কেন? চোখের জল ফেল না; ঈশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে।

প্রতা। তিনি কোথায়?

চন্দ্র: শৈবলিনী? এই যে অন্তরালে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ দেখ, তোমায় ডাক্‌ছে। বুঝি—কি বল্‌বে, শোন গে।

প্রতা। (শৈবলিনীর নিকটস্থ হইয়া) আমায় ডাকছ?

শৈব। হাঁ, আমার একটা কথা কানে কানে শুন্‌বে? আমি দুনীর কিছু বল্‌বো না।

প্রতা। এ্যাঁ, তোমার বাতুলতা দূরে কি হয় নি?

শৈব। এখন বটে, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে অবধি সব কথা বুঝতে পারছি। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হয়েছিলাম?

প্রতা। আঃ! বাঁচলেম। জয় জগদীশ্বর!

শৈব। চুপ, এখন কিছু ব'লো না, আমি নিজেই সব বলবো, কিন্তু তোমার অনুমতি চাই।

প্রতা। আমার অনুমতি কেন?

শৈব। স্বামী যদি আমায় আবার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ লুকিয়ে রেখে তাঁর প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত?

প্রতা। কি করতে চাও?

শৈব। আগেকার সব কথা তাঁকে ব'লে ক্ষমা চা'ব।

প্রতা। বলো। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।

শৈব। প্রতাপ! কাঁদছো? আমি সুখী হব না, তুমি থাকতে আমার সুখ নেই।

প্রতা। সে কি শৈবলিনি?

শৈব। যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করো না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাকবে, জানিনে; এ জন্য তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো না।

প্রতা। হুঁ, ভাল, তাই হবে। এ জন্মে আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। চল চল, কেউ মরতে ভয় করো না! অগ্রসর হও— (গমনোদ্যত)

চন্দ্র। প্রতাপ, প্রতাপ! কোথা যাও?

প্রতা। যুদ্ধে।

চন্দ্র। যেও না, যেও না, ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।

প্রতা। গল্‌ষ্টিন এখনও জীবিত আছে। তার বধে চল্লাম।

চন্দ্র। (প্রতাপের হস্ত ধরিয়া) তার বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তার দণ্ডবিধান কর্‌বেন, তুমি আমি কি দণ্ডের কর্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতি হিংসা করে, যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে। আমি গল্‌ষ্টিনকে ক্ষমা করেছি। তুমিও কর।

প্রতা। প্রভু! গুরুদেব! আপনি মনুষ্য নন—দেবতা। এরূপ মহতী উক্তি আমি কখনও মনুষ্যমুখে শ্রবণ করিনি। অধমের মস্তকে পদধূলি দিন, আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য। আমি গল্‌ষ্টিনকে কিছু বল্‌বো না। চল সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে।

চন্দ্র। প্রতাপ, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?

প্রতা। আমার প্রয়োজন আছে।

[ঈষৎ হাস্যবদনে প্রস্থান।

রামা। (স্বগত) এ হাসি ত ভাল নয়, প্রতাপের মনে কি আছে? শৈবলিনীর সঙ্গে কি কথা হলো! না, না, প্রতাপের জন্য আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হচ্ছে; (প্রকাশ্যে) তুমি বধূকে লয়ে গৃহে যাও। আমি গঙ্গাঘাটে যাব, দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হবে। এ পথে গমন করলে নিরাপদে যাবে।

চন্দ্র। আমিও প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হচ্ছি।

রামা। আমি তার তত্ত্ব লয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও।

চন্দ্র। পদধূলি দিন, শৈবলিনি, গুরুদেবের পদে প্রণাম কর। (উভয়ের

প্রণাম) স্মরণ রাখবেন, প্রতাপের শুভ সংবাদ না পেলে আমার মন স্থির হবে না।

[চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর প্রস্থান।

রামা। কোথায় অনুসন্ধান করি! যতদূর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কেবল ধূমময়, কেবল অগ্নিবৃষ্টি! কে যুদ্ধ করছে, কার সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে? নবাবের সৈন্য ত কেবল পলায়নই করছে দেখতে পাচ্ছি। প্রতাপকে কোথায় পাব। দেখি, নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নয়।

(জনৈক পলায়নপর সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। আমি না—আমি না! এই দেখ, আমার হাতে তরোয়াল নেই। আমায় মেরো না, আমি যুদ্ধ করিনি, আমার ঘরে দুটি ছেলে আছে, তাদের দেখতে দাও।

রামা। ভয় নাই- ভয় নাই, দেখতে পাচ্ছ না, আমি হিন্দু সন্ন্যাসী।

সৈন্য। সন্ন্যাসী! তুমি ইংরেজ নও?

রামা। ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি? তোমরা তো সকলেই পালাচ্ছ, তবে যুদ্ধ করছে কে?

সৈন্য। কেউ না। কেবল এক হিন্দু হঠাৎ কোথেকে এসে ভারি যুদ্ধ করছে। কিন্তু সে একা কতক্ষণ পারবে? এতক্ষণ কি হয়েছে, বলতে পারিনি।

রামা। কোথায় সে হিন্দু?

সৈন্য। গড়ের সামনে দেখুন, আমি আর এখানে দাঁড়াব না।

[প্রস্থান।

রামা। এ ছিন্ন প্রতাপ ভিন্ন আর কেউ নয়। দেখছি, সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়েছে; প্রাণপরিত্যাগই তার অভিসন্ধি। কি জানি,—জগদীশ্বরের মনে কি আছে!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

প্রতাপ

প্রতা। সুখে থাক শৈবলিনি—এইবার সুখী হও। মহাপুরুষ চন্দ্রশেখরকে সুখী কর। আঃ আঃ—তোমার জীবনের কণ্টক প্রতাপ চল্লো, আর সাক্ষাৎ হবে না! আঃ—জগদীশ—

(রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

রামা। রণস্থলব্যাপী ঘোর আর্তনাদ ভেদ ক'রে এ কার করুণ স্বর শুনা যাচ্ছে!

প্রতা। করুণাময়! স্থান দাও।

রামা। এই যে—এই যে প্রতাপ! প্রতাপ, এ কি করলে?

প্রতা। প্রণাম করতে পাচ্ছিনে।

রামা। আমি এমনিই আশীর্বাদ করছি,—আরোগ্য লাভ কর।

প্রতা। আরোগ্য! আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নেই, আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।

রামা। কেন এ দুর্জ্জয় রণে এলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করেছ?

প্রতা। আপনি কেন এরূপ আজ্ঞা করছেন?

রামা। যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, তার আকার-ইঙ্গিতে বোধ হচ্ছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে। আরও বোধ হয়, সে তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নি।

প্রতা। আঃ—শৈবলিনী বলেছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। বুঝলুম—আমি জীবিত থাকতে শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নেই। তাই এ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করতে এসেছিলুম। যাদের এত ভালবাসি, যারা আমার এত উপকারী—তাদের সুখের কণ্টক হয়ে জীবন কেন রাখব? আমি থাকলে শৈবলিনীর চিত্ত কখনও না কখনও বিচলিত হবে। আমি চলাম—

রামা। প্রতাপ! প্রতাপ! আজ আমার যোগীর চোখে তুমি আজ জল আনলে, আর কেউ কখনও রামানন্দ স্বামীর চোখে জল দেখে নাই। এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী, আমরা ভণ্ডমাত্র! তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ-ভোগ করবে সন্দেহ নাই। শোন বৎস, আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝেছি, ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হ'তে পারে না। তুমি কি শৈবলিনীকে ভালবাসতে?

প্রতা। ওহো হোঃ! শৈবলিনীকে ভালবাসতাম কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা করছেন! কি বুঝবে তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে

আছে যে, আমার এই ভালবাসা বুঝবে ? কে বুঝবে যে, আজ এই ষোল বৎসর শৈবলিনীকে আমি কত ভালবেসেছি। পাপ চিত্তে আমি তার প্রতি অনুরক্ত নই। আমার ভালবাসার নাম জীবন-বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরায় শিরায়, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করেছে ! কখনও মানুষে তা জানতে পারে নি—মানুষ তা জানতে পারতো না। এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুললেন কেন ? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নেই ব'লে এ দেহ পরিত্যাগ করলাম। আমার মন কলুষিত হয়েছে, কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হবে ? আমার মৃত্যু ভিন্ন এর উপায় নেই, এই জন্যই মলুম ! আপনি জ্ঞানী, শাস্ত্রদর্শী, আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত ? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী ? যদি দোষ হয়ে থাকে, তবে এ প্রায়শ্চিত্তে কি তার মোচন হবে না ?

রামা। তা জানি না—মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ ! শাস্ত্র এখানে মূক ; তুমি যে লোকে যাচ্ছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেউ উত্তর দিতে পারবে না। তবে এই বলতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই ; যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নন ; যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।

প্রতা। আঃ—আশীর্ব্বাদ করুন, পাপক্ষয় হোক। হরে মুরারে, হরে মুরারে, হরে মুরারে—

(মৃত্যু)

রামা। ঘোর জীবন-সংগ্রাম শেষ হ'লো। তবে যাও প্রতাপ! অনন্তধামে, যাও—যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়,—পরের জন্য পরকে মরতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও। লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পেলেও ভালবাসতে চাইবে না।

[প্রস্থান।

যবনিকা-পতন